চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
গৌরবের ৬৫ তম বছর
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 18 August 2019 ■ আগরতলা, ১৮ আগস্ট, ২০১৯ ইং ■ ৩২ শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভয়াবহ আগুনের গ্রাসে দিল্লি এইমস্, ঘটনাস্থলে দমকলের ৩৪টি ইঞ্জিন ও এনডিআরএফ টিম, ৬ ঘন্টা পর নিয়ন্ত্রণে

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট (হি. স.) : ফের আগুন লাগলো দিল্লির এইমসে। প্রায় সাড়ে ৬ ঘন্টার টানা চেষ্টার পর ওই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। দমকলের ৩৪টি ইঞ্জিন এবং ১৫০ কর্মীর চেষ্টায় ওই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় এনডিআরএফ টিমকেও পাঠানো হয়েছিল। তবে, এই ঘটনায় কারও কোনো ক্ষতি হয়েছে বলে খবর মিলেনি।

শনিবার এইমসের এমার্জেন্সি বিভাগের কাছে এক বিল্ডিংয়ে প্রথম আগুন লাগে। আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকলের ৩৪ টি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ করেছেন। যে বিল্ডিংয়ে আগুন লেগেছে সেখান থেকে সকলকে নিরাপদে বের করে আনা হয়েছে বলে জানান দমকল কর্তারা। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি এখনেই চিকিৎসাধীন। তাঁর মত হাইপ্রোফাইল রোগীকে সুরক্ষিত রাখতে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করে হাসপাতালে কর্তৃপক্ষ।

কলকাতার আমরির স্মৃতি ফিরল এবার দিল্লির বুকে। শনিবার বিকেলে এইমসের দোতলা ও তিনতলায় এমর্জেন্সি বিল্ডিংয়ে আগুন লেগে যায়। হঠাৎ কালো ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। এমার্জেন্সি বিভাগের ল্যাবরেটরি, অর্থোপেডিকের বিভাগের অপারেশন থিয়েটরের সামনে দাউ দাউ আগুন দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন রোগী ও পরিবারের লোকেরা। এমার্জেন্সি ওয়ার্ডের কাছে আগুন লাগে আচমকাই। মুহূর্তে আগুন ছড়িয়ে পড়ে হাসপাতালে। ঘটনাস্থলে প্রথমে ৬টি, পরে আরও ১৬টি ইঞ্জিন পাঠানো হয়। আগুন নিয়ন্ত্রণে না আসায় আরও ১২টি ইঞ্জিন পাঠানো হয়। দমকলের মোট ৩৪টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। প্রাথমিক তদন্ত অনুমান শর্টসার্কিট থেকে এই আগুন লাগতে পারে।

তড়িঘড়ি রোগীদের অন্যত্র সরানোর বন্দোবস্ত করা হয়। এই হাসপাতালেই গত ৯ আগস্ট থেকে ভর্তি রয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। তাঁর মতো হাইপ্রোফাইল রোগীকে সুরক্ষিত রাখতে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করে হাসপাতালে কর্তৃপক্ষ। রোগীরা সবাই সুরক্ষিত রয়েছেন বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

দিল্লি দমকলের বিভাগের অধিকর্তা বিপিন কেন্টাল জানিয়েছেন, এইমসের আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এখন চারিপাশ ঠান্ডা করার কাজ চলছে। এদিকে, ওই ঘটনায় এনডিআরএফ'র দুই টিমের ৮০ জন জওয়ান উদ্ধার কার্যে নেমেছিলেন। জানা গেছে, আগুন লাগায় একটি এসি মেশিন বিস্ফোরণ ঘটেছিল। তাতে আগুন আরও ছড়িয়ে গিয়েছিল। তবে, দমকল কর্মীদের আপ্রাণ চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে।

১০ হাজার ইয়াবা টেবলেট সহ প্রচুর মাদক উদ্ধার, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। মাদক বিরোধী অভিযানে ত্রিপুরায় ফের প্রচুর নেশা সামগ্রী উদ্ধার করেছে পুলিশ। উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে শনিবার দুপুর বারোটা নাগাদ ধর্মনগরের রাজবাড়ি এলাকায় একটি দোকানে ১০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট, ১০টি ব্রাউন সুগারের কৌটা, বিলেতি মদ এবং প্রচুর পরিমাণে কফ সিরাপ উদ্ধার হয়েছে। ওই অভিযানে এক নেশাকারবারিকেও আটক করেছে পুলিশ।

উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, ধর্মনগরের আনাচে-কানাচে নেশা বিরোধী অভিযানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে আজ দুপুরে ধর্মনগর থানার ওসি মিলনকান্তি দত্তকে নিয়ে রাজবাড়ি এলাকায় অভিযান চালানো হয়েছিল। তিনি জানান, জনৈক সঞ্জীব কালোয়ারের দোকানে হানা দিয়ে প্রচুর নেশা সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। এসপি চক্রবর্তী জানান, গোপন সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছিল, আজ দুপুর বারোটা নাগাদ ওই দোকানে প্রচুর নেশা সামগ্রী বিক্রি করা হবে। ওই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ সময়মতো দোকানে হানা দেয়।

তিনি জানান, সঞ্জীব কালোয়ারের দোকানের পেছনেই তার বসতবাড়ি রয়েছে। দোকান এবং বসতবাড়িতে মাদকদ্রব্য লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। ভানুপদ চক্রবর্তীর দাবি, এই অভিযানে ১০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট, ১০টি ব্রাউন সুগার ভর্তি কৌটা, বিলেতি মদ ও প্রচুর পরিমাণে কফ সিরাপ উদ্ধার হয়েছে। তিনি জানান, অভিযান চলাকালীন সঞ্জীব কালোয়ার বাড়িতেই ছিল। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। তবে, আরও কয়েকজন নেশাকারবারি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। এসপি চক্রবর্তী বলেন, উত্তর জেলাজুড়ে এ-ধরনের অভিযান আগামীদিনেও জারি থাকবে।

ধর্মনগরে কালিবাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। ধর্মনগর শহরের প্রাণকেন্দ্র অফিসটিলায় অবস্থিত কালিবাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। কালী প্রতিমার প্রায় ১২ ভরি সোনার গয়না চুরি হয়েছে। এই ঘটনায় ধর্মনগরে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। কারণ, ওই এলাকাটি ২৪ ঘণ্টা নিরাপত্তার চাদরে মোড়া থাকে। তা সত্ত্বেও চোরের হানা নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

কালীবাড়ির পুরোহিত জানিয়েছেন, রাতে মন্দিরের কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর সমস্ত দরজা লাগানো হয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, মন্দিরে পুলিশের নিরাপত্তারক্ষীও রয়েছেন। তা সত্ত্বেও চুরির ঘটনা নিয়ে তিনি ভীষন অবাক হয়েছেন। তিনি বলেন, মন্দিরের কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরে গিয়েছিলাম। কিন্তু ভোর পাঁচটা নাগাদ খবর পান মন্দিরের দরজা ভাঙা রয়েছে। সঙ্গে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্গোৎসবের বাকি আর মাত্র কয়েকটা দিন। দুর্গা প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত মৃৎ শিল্পী। শনিবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

অরুণ জেটলির শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়নি

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় শুক্রবার রাতে অরুণ জেটলিকে দেখতে এইমসে গেলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন। হাসপাতাল সূত্রে খবর, ঠিকঠাক কাজ করছে না প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর হৃদযন্ত্র ও ফুসফুস।

জানা গিয়েছে, জেটলিকে দেখতে আজ শনিবার সকালে আবারও এইমসে যেতে পারেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ অন্যান্য মন্ত্রীরা। এদিন সকালে মেডিক্যাল বুলেটিনও প্রকাশ করতে পারে এইমস কর্তৃপক্ষ। শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হওয়ায় শুক্রবার থেকেই লাইফ সাপোর্টে সিস্টেমে রাখা হয়েছে অরুণ জেটলিকে। তাঁর শারীরিক অবস্থার উপর প্রতি মুহূর্তে নজর রাখছেন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কদমতলায় আটক গাড়ি ও নেশাদ্রব্যের হদিশ নেই পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন

কদমতলা, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : শুক্রবার রাত প্রায় সাতটা নাগাদ অসমের সীমান্তবর্তী উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা থানাধীন ঝেরঝেরি গেটে যে অল্টো গাড়ি আটক করে নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছিল পুলিশ, সেই নেশাদ্রব্য ও আটককৃত ব্যক্তিটি কোথায়? কেন পুলিশ বিষয়টিকে আড়াল করতে চাইছে? পুলিশের কর্মকাণ্ড নিয়ে এমনই প্রশ্ন তুলেছেন এলাকার জনতা।

প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে জানা গেছে, গতকাল সন্ধ্যারাতে একটি নম্বর বিহীন মারুতি অল্টো গাড়ি থেকে এক কার্টুন নেশা সামগ্রী উদ্ধারের পাশাপাশি এক যুবককে আটক করেছিল পুলিশ। এলাকাটি কদমতলা থানার অন্তর্গত হলেও কিন্তু, ধৃত যুবক ও গাড়িটিকে সংশ্লিষ্ট থানায় নিয়ে যাওয়া হয়নি। ধর্মনগর থানা, পুলিশ সুপারের অফিসেও নিয়ে যাওয়া হয়নি। তা-হলে কী পুলিশ গোটা ঘটনা ধামাচাপা দিতে চাইছে? উঠেছে প্রশ্ন।

তাঁরা জানান, ধর্মনগর থানার কর্তব্যরত এক কনস্টেবল অসম থেকে নেশা সামগ্রী রাজ্যে নিয়ে আসার সময় হাতেনাতে নেশাদ্রব্য-সহ যুবকটিকে ধরেন।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় মহিলার স্বর্ণের চেইন ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। আবারও দিনদুপুরে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটল ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা শহরে। রাজ্য পুলিশকে ঢেলে সাজানোর নামে যা করা হচ্ছে তাতে মুখে চুনকালি মেখে দিয়ে দিনের আলোতেই এক মহিলার গলা থেকে সোনার হার ছিনতাই করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতী।

শনিবারে এই ঘটনা রাজধানীর প্রাচ্যভারতী স্কুল সংলগ্ন এলাকায় সংঘটিত হয়েছে। আজ দুপুর নাগাদ সংশ্লিষ্ট এলাকা দিয়ে বাড়ির উদ্দেশে যাচ্ছিলেন মঞ্জুরানি রায় (৫০) নামের এক মহিলা। রাস্তার নির্জনতার সুযোগে বাইকে চেপে আগত দুই দুষ্কৃতী আচমকা হামলে পড়ে মহিলার উপর। একজন বাইক নিয়ে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যকে অচল করে দেওয়ার হুমকি দিলেন আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। ট্রেন লাইন থেকে শুরু করে জাতীয় সড়ক, এমন-কি সব গলিপথ অবরোধ করে ত্রিপুরাকে অচল করে দেওয়ার হুমকি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা একাংশ জঙ্গির। বিভিন্ন সময় অস্ত্র ও হিংসার পথ ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন ত্রিপুরা রাজ্যের নানা জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা। তারা মূলত তাদের কর্মসংস্থান, স্বাভাবিকভাবে পরিবার নিয়ে জীবনযাপনের জন্য আর্থিক সহায়তা-সহ নানা দাবি পূরণের আশ্বাসের প্রেক্ষিতে ভারত সরকার, ত্রিপুরা সরকার এবং তাদের সংগঠনগুলির মধ্যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন। কিন্তু মূল স্রোতে ফিরে আসার দীর্ঘ ২৬ বছর হয়ে গেলেও চুক্তির ৮০ শতাংশ পূরণ হয়নি বলে অভিযোগ আত্মসমর্পণকারী বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠীর সম্মিলিত সংগঠন "ত্রিপুরা ইউনাইটেড ইন্ডিজেনাস পিপলস কাউন্সিল" (টিইউআইপিসি)-এর।

তাদের চুক্তি পূরণ হয়নি, উল্টে তাদের নেতৃত্বের যে নিরাপত্তা ছিল তা-ও তুলে নেওয়া হয়েছে সম্প্রতি। দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য তাঁরা ইতিমধ্যে ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখিত আবেদন করেছেন। এমন-কি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য পাঁচবার আবেদন জানানোর পরও তিনি তাদের সঙ্গে দেখা করেননি বলে টিইউআইপিসি-র সভাপতি অনন্ত দেববর্মা আজ শনিবার আগরতলায় এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে অভিযোগ করেন।

তিনি আরও বলেন, তারা তাদের দাবি আদায়ের জন্য আজ সংগঠনের প্রায় সকল নেতৃত্ব এবং সদস্য মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যদি আগামী পাঁচদিনের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী তাদের সঙ্গে দেখা না করেন তবে তারা আগরতলায় একদিনের জন্য গণ-অবস্থান করবেন। এর পরও কিছু না হলে তারা রেলপথ-সহ সকল সড়কপথ অবরোধ করে রাজ্যকে অচল করে দেবেন। প্রয়োজনে তারা আদালত, এমন-কি জেনেভার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থায় যেতেও পারেন নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য।

তবে সব কিছু নির্ভর করছে সরকারের উপর। সরকার যদি চুক্তি পূরণ করে নেয় তবে এ-সবের প্রয়োজন হবে না বলেও জানান অনন্ত দেববর্মা। অপর দিকে সংগঠনের অরগানাইজিং সেক্রেটারি ড্যানিয়েল দেববর্মা অভিযোগ করেন, তাদের সঙ্গে চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছিল, ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের সদর দফতর

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দাবি আদায়ে মেডিক্যাল রিপ্রেসেন্টেটিভদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। নিজেদের দাবি-দাওয়া সংক্রান্ত বিষয়কে সামনে রেখে শনিবার আন্দোলনে সরব হয়েছে মেডিক্যাল রিপ্রেসেন্টেটিভদের সংগঠন সিআরইউ-এর ত্রিপুরা রাজ্য শাখা। আজ আগরতলার কাঁসারিপট্টিতে অবস্থিত শ্রম দফতরের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন সিআরইউ-এর সদস্যরা। তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিক স্বার্থ-বিরোধিতার অভিযোগ এনে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার মেডিক্যাল এবং সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভদের স্বার্থ বিচার না করে মালিক পক্ষের স্বার্থ বিবেচনা করেছে। এতে স্বাভাবিক ভাবেই শ্রমিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই তোপ বাম ছাত্র যুব সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। ডিওয়াইএফআই এবং টিওয়াইএফের তিনদিনব্যাপী রাজ্য কনভেনশন আগরতলায় শনিবার শেষ হয়েছে। কনভেনশন শেষে সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ রাজ্যে বিজেপি সরকারের কাজকর্মের তীব্র সমালোচনা করেন।

বিজেপি'র নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বিরোধীদের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক অধিকার হরণ করার চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ। রাজ্যে বামফ্রন্ট ক্ষমতা হারানোর পর থেকে ডিওয়াইএফআই টিওয়াইএফের উপর ক্রমাগত আক্রমণ সংগঠিত হচ্ছে। সাংগঠনিক কাজকর্ম করতে দেওয়া হচ্ছে না। রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই। ভোটে যে কোন দল জিততে পারে। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যেক দল কথা বলবে, নিজেদের কাজ করবে-তার মধ্য দিয়ে মানুষ ঠিক করবে কে ভাল, কে ভাল নয়। রাজ্যের বিজেপি সরকার গঠনের পর থেকেই তারা অন্যান্য দল ও সংগঠনগুলিকে ভয় পাচ্ছে। সে কারণেই বিরোধী সংগঠনগুলির গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর আক্রমণ সংগঠিত করা হচ্ছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৮৬ ভাগ আসনে বিরোধীদের প্রার্থী দিতে দিল না। বিজেপি যদি মানুষের সমর্থনে জিতে থাকে তাহলে বিরোধীদের ভয় পাচ্ছেন কেন, আক্রমণ সংগঠিত করা হচ্ছে কেন? সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক উপায়ে রাজ্যের বিজেপি'র নেতৃত্বাধীন সরকার চলছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

মোদি সরকার তাদের একটি প্রতিশ্রুতিও পূরণ করেনি বলে অভিযোগ করা হয়। ৪৪টি লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা বিক্রি করার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পর্যটনে বিকাশ, দেশবাসীকে রাজ্যে আমন্ত্রণ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে দেশবাসীকে প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দেশের অন্তত ১৫টি পর্যটন ক্ষেত্রে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভাষণে তিনি উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে নতুনভাবে আবিষ্কার করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেই ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য দেশবাসীকে ত্রিপুরায় ঘুরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এক ট্যুইট বার্তায় তিনি বলেন, রাজ্যের ৩৭ লক্ষ জনগণ আপনাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাতে এবং পথপ্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত।

প্রসঙ্গত, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে প্রদত্ত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং ইতিহাস মনে রাখার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে, শিকড় থেকে ছিন্ন হয়ে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই, ভারতের কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং ইতিহাস ভুলে উন্নতি সম্ভব নয়। তিনি বলেন, কর্মসংস্থানের প্রশ্নে পর্যটনের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। দেশের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রেও পর্যটনের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই, ২০২২ সালের মধ্যে প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দেশের অন্তত ১৫টি পর্যটনক্ষেত্রে ভ্রমণে যাওয়ার জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

তিনি বলেন, অনেকক্ষেত্রে ভ্রমণ সুখকর না-ও হতে পারে। তবুও নিজেদের সন্তানদের ভবিষ্যতের চিন্তায় ভারতকে তাদের কাছে তুলে ধরা খুবই জরুরি। তাতে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সাথে পরিচিত না হলে আজকের প্রজন্মের কাছে ভারতবর্ষ সম্পর্কে অজানা রয়ে যাবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের ১০০টি পর্যটনক্ষেত্র উন্নয়নের লক্ষ্য নিতে হবে। লক্ষ্য স্থির করে এগিয়ে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলিকে লক্ষ্য স্থির করে পর্যটন উন্নয়নে পদক্ষেপ নিতে হবে।

প্রধানমন্ত্রীর দাবি, উত্তর-পূর্বাঞ্চল প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। শুধু তা-ই নয়, ওই অঞ্চলে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে নতুন ভাবে আবিষ্কার করা উচিত। তবেই নতুন ভারত তৈরি হবে। তিনি দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানান, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পর্যটনক্ষেত্রগুলি ভ্রমণের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে বাছাই করে নিন। বছরের নির্দিষ্ট সময়ে ওই অঞ্চলে সপরিবারে বেড়াতে যান।

প্রধানমন্ত্রীর আবেদনের ভিডিও বার্তা ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ট্যুইটারে শেয়ার করেছেন। সেই ভিডিও বার্তা তুলে ধরে তিনি দেশবাসীর কাছে রাজ্যকে ভ্রমণের ক্ষেত্র হিসেবে বাছাই করার আবেদন জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্য ত্রিপুরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং প্রাচীন স্থাপত্যে ভরপুর। তাই তিনি সমগ্র ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে দেশবাসীকে ত্রিপুরায় এসে এই রাজ্যকে নতুনভাবে আবিষ্কার এবং অভিজ্ঞতা নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। ৩৭ লক্ষ ত্রিপুরাবাসী সমগ্র দেশবাসীকে সাদর অভ্যর্থনা এবং পথ প্রদর্শনে ও আতিথেয়তায় প্রস্তুত রয়েছেন বলে দাবি করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী।

পর্ষদের সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত উত্তীর্ণ ৪১৪৭ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পরিচালিত দ্বাদশ এবং মাধ্যমিকের সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা হয়েছে। তাতে, মোট ৪,১৪৭ জন পরীক্ষার্থী পাশ করেছেন। মোট পরীক্ষার্থী ছিলেন ৫,৬৫৪ জন। কিন্তু পরীক্ষা দিয়েছিলেন ৫,৪৯২ জন। পর্ষদ সভাপতি ড় ভবতোষ সাহা জানিয়েছেন, পূর্বঘোষিত সময়ের মধ্যেই সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

গত ২৯ জুলাই দ্বাদশ এবং মাধ্যমিকে সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পর্ষদ সভাপতি ভবতোষ সাহা আজ জানিয়েছেন, এ-বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। তাই প্রতি জেলায় এবছর ২/৩টা করে পরীক্ষাকেন্দ্র করা হয়েছিল। তাঁর কথায়, এ-বছর ৮ জেলায় ১৮টি পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষার্থীরা সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা দিয়েছেন। তিনি জানান, এবার উচ্চ মাধ্যমিকে ৪৭৩ জন এবং মাধ্যমিকে ৫,১৮১ জন সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার্থী ছিলেন। তাঁদের মাধ্যমিকে ১২৫ জন এবং

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতিষ্ঠানের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ ঘটায় লোগো ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। প্রতিষ্ঠানের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ ঘটায় লোগো। আজ ত্রিপুরার সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রীর অফিস কক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দফতরের লোগো প্রকাশ করে এ-কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তাঁর কথায়, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন দফতরের লোগো রয়েছে। লোগোতে দফতরের মূল উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়।

তিনি বলেন, শিক্ষা দফতর রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৫ ◘ সংখ্যা ৩০৭ ◘ ১৮ আগস্ট ২০১৯ ইং ◘ ৩২ শ্রাবণ ◘ রবিবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

নতুন স্বাস্থ্য আইন কোন্ পথে

চিকিৎসা পরিষেবা যাহাতে সাধারণের কাছে আরও বেশী করিয়া পৌঁছাইয়া দেওয়া যায় সে জন্যই কেন্দ্রীয় সরকার মেডিকেল কাউন্সিল ঢালিয়া সাজাইতে উদ্যোগী হইয়াছে। ইহার প্রতিবাদে চিকিৎসকরা ক্ষোভ বিক্ষোভও প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতার পর হইতেই একই স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্পর্কিত আইন চালু আছে। এক্ষেত্রে আইন অনেকটাই এক তরফা। আর এই মুহূর্তে দেশের সামনে বড় সমস্যা চিকিৎসক সংকট। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চিকিৎসক সংকটের কারণে গরীব রোগীদের সমস্যা বাড়িয়াছে। স্বাধীনতার বাহাত্তর বছর পরও দেশের নব্বই শতাংশ রোগীই চিকিৎসার স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত। বিভিন্ন রাজ্যে চিকিৎসার সীমাবদ্ধতার কারণে রোগীদের বহির্রাজ্যে পাড়ি দিতে হয়। ভারতে অনেক জটিল রোগের চিকিৎসক আছেন। চিকিৎসা ক্ষেত্রে ভারতের উপর বিদেশের বহু রোগীও নির্ভর করেন। দক্ষিণ ভারতে চিকিৎসার বিপ্লব চলিতেছে। এইসব রাজ্যগুলিতে বহু বিদেশী রোগী ভিড় জমাইতেছেন চিকিৎসার জন্য। বাণিজ্যিক দিক দিয়া এইসব রাজ্যের হাসপাতালগুলি সাফল্যের মুখ দেখিয়াছে। এক সময় দক্ষিণ ভারতের ভেলোরের সিএমসি হাসপাতাল রোগী চিকিৎসার দুর্দান্ত ভূমিকা পালন করিয়াছে। এই হাসপাতালে সত্যিই সেবার মহান মানসিকতা ছিল। বহু জটিল রে াগী সেই হাসপাতালেই নিরাময় লাভ করিয়াছে। গোটা দেশ জুড়িয়াই এই হাসপাতালের কর্মকীর্তি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেই সিএমসির গৌরব এখন ধুলায় লুটাইতেছে। রোগীদের ভরাস্থল শেষ। এই হাসপাতালও এখন কসাইখানায় পরিণত হইয়াছে।

দক্ষিণ ভারতে চিকিৎসা বাণিজ্যের রমরমা। বিশেষ করিয়া বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরপূর্বাঞ্চল হ ইতে ব্যাপক হারে রোগী সেইসব হাসপাতালে বিশ্বাস বুকে নিয়া ভিড় জমান। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহারা প্রতারিত হন। এই প্রতারণার হাত হইতে রোগীদের বাঁচাইবার কোনও রক্ষা কবচ এখনও দেওয়া গেল না। নতুন স্বাস্থ্য আইনে এই বিষয়টি গুরুত্ব পাইবে কিনা কে জানে। হাসপাতালগুলিতে নানা ভাবে রোগীরা বিড়ম্বিত হন। এক্ষেত্রে প্রতিটি হাসপাতালে পরিদর্শক দল নিয়োগ করিতে পারিলে হয়তো রোগী ও চিকিৎসকদের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড় হইবে। চিকিৎসার প্রধান হইল প্যাথলজিকেল রিপোর্ট। এই প্যাথলজিক্যাল রিপোর্টের নামে রোগীদের অনবরত গলা কাটা চলে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা যায় বহু মূল্যের এই রিপোর্ট চিকিৎসক দেখিলেনই না। এইসব বিষয়গুলিকে কোনওভাবেই খাটো করিয়া দেখিলে চলিবে না। এখন পরিস্থিতি এমন হইয়াছে যে, ফেল কড়ি কিনিয়া নাও চিকিৎসা। টাকা নাইতো চিকিৎসা নাই। দেশের গরীব অংশের মানুষের এই দুঃখ ঘুচাইবে কে? কেন্দ্রের নতুন স্বাস্থ্য আইন গরীব রোগীদের মধ্যে আশার আলো আনিয়া দিতে পারিবে কিনা এই প্রশ্ন উঠিতেছে।

ত্রিপুরার স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রসার বাস্তবিক কতখানি হইয়াছে তাহা নিয়া জোর বিতর্ক আছে। এখনও জটিল রোগের ক্ষেত্রে রোগীরা রাজ্যের চিকিৎসায় ভরসা পায় না। ছুটিতে হয় বহির্রাজ্যে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি ঘোষণা দিয়াছেন শিশু ও চোখের হাসপাতাল গড়িয়া তোলা হইবে। চিকিৎসার জন্য নিশ্চয়ই হাসপাতাল জরুরী। কিন্তু তাহার সঙ্গে দক্ষ চিকিৎসক পাওয়া না গেলে রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে তেমন সাফল্য আসিবে না। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ঘাটতি রহিয়াছে। রাজ্যের মফঃস্বলের হাসপাতালগুলিও অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থতাই কুড়াইতেছে। একটু জটিল হইলেই জিবি হাসপাতালে রেফার হইতেছে। স্বাধীনতার বাহাত্তর বছর পরও আমাদের দেশের গরীব অংশের মানুষের জীবনে চিকিৎসা গ্যারান্টি নাই। অভিযোগ যে, অনেক ক্ষেত্রেই, গরীব রোগীরা বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুকে বরণ করিয়া নেন। দিনে দিনে ওষুধের দামের প্রতিযোগিতা দেখা দিয়াছে। এত এত দাম দিয়া ওষুধ কিনা কয়জনের পক্ষে সম্ভব? ইহা ছাড়াও প্যাথলজিক্যাল রিপোর্টের দক্ষিনার হারও মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। ওষুধের লাগামছাড়া দাম রোধে সরকার কোনও আইন করিতে পারেন কিনা তাহাও দেখিতে হইবে।

রাজনৈতিক সংঘর্ষে ফের উত্তপ্ত নৈহাটি, গ্রেফতার বিজেপি কাউন্সিলর

বারাকপুর, ১৭ আগস্ট (হি স) : ফের বোমাবাজিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটি। শুক্রবার রাত থেকে আবারও রাজনৈতিক সংঘর্ষ শুরু হয় সাহেব কলোনি এলাকায়। দু'পক্ষের বোমাবাজিতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয় এক বিজেপি কাউন্সিলরকে গ্রেফতার করে। বিজেপি কাউন্সিলারকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে তুলাকালাম নৈহাটি থানা। শুক্রবার অনেক রাত পর্যন্ত ঘেরাও করে রাখা হয় পুলিশ কর্মীদের। বিক্ষোভে হাজির হন খোদ সাংসদ অর্জুন সিং। তার প্রতিবাদে বারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিংয়ের নেতৃত্বে নৈহাটি থানা অবরোধ করেন বিজেপি কর্মী, সমর্থকরা।

এই ঘটনার জেরে শনিবার সকালেও সেই অশান্তি জারি ছিল এলাকায়। পথ অবরোধও হয়। আপাতত এলাকায় পুলিশ পিকেট থাকায় কিছুটা শান্ত এলাকা। জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাত দশটা নাগাদ নৈহাটির সাহেব কলোনি এলাকায় ফের রাজনৈতিক সংঘর্ষ থেকে শুরু হয় বোমাবাজি। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। সেখান থেকে গ্রেপ্তার করা হয় গণেশ দাস নামে এক বিজেপি কাউন্সিলরকে। অভিযোগ, তাঁর নেতৃত্বেই বিজেপি কর্মী, সমর্থকরা বোমাবাজি করছিল। এর প্রতিবাদে বারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিংয়ের নেতৃত্বে রাত দেড়টা নাগাদই নৈহাটি থানা ঘেরাও করা হয়। তাঁদের দাবি, মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে বিজেপি কাউন্সিলরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অবিলম্বে তাঁকে ছেড়ে দিতে হবে।

শনিবার সকালেও সেই জের কাটেনি। সকাল হতে না হতেই ঘোষপাড়া রোডের গরুরফাঁড়ি মোড় অবরোধ করেন বিজেপি কর্মী, সমর্থকরা। অবরোধ করা হয় কল্যাণী রোডও। বেলা সাড়ে এগারোটা থেকে বেশ কিছুক্ষণ চলে অবরোধ। তারপর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অবরোধ তুলে দেয়। তবে এলাকার পরিস্থিতি থমথমে। রয়েছে পুলিশ পিকেট।

উল্লেখ্য, লোকসভা ভোটে আগে হোক বা পরে, বারাকপুর লাগোয়া নৈহাটি-ভাটপাড়া-কাঁকিনাড়া অঞ্চলে রাজনৈতিক অশান্তিতে উত্তপ্ত হয়েই রয়েছে। দিনেদুপুরে রাস্তাঘাটে বোমাবাজি, প্রকাশ্যে সংঘর্ষের জেরে পরিস্থিতি ক্রমশ হাতের বাইরে চলে যেতে থাকলে নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। ভাটপাড়ায় শান্তি ফেরাতে সেখানে যান স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাতারাতি বারাকপুর পুলিশ কমিশনারকে অন্যত্র বদলি করে অত্যন্ত দক্ষ পুলিশ অফিসার মনোজ ভার্মাকে সেখানকার দায়িত্ব দেওয়া হয়। মনোজ ভার্মার নেতৃত্ব পুলিশ এলাকায় নিয়মিত রুটমার্চ করায় দুষ্কৃতী দাপট কিছুটা কমে। কিছুটা স্বস্তি ফেরে সাধারণ জনজীবনে।

শহরের জল মাপলেন ফিরহাদ

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি.স.): বৃষ্টিহীন শহরে হঠাত বর্ষণে কার্যত নাজেহাল শহরবাসীঊ টানা বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণঊ এইসময়েই গঙ্গায় জোয়ার আসায় গঙ্গায় জল পরার জন্য শহরের যে চারটি লকগেট আছে খুলে দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোঊ শনিবার সকালে সোজা শহরের বিভিন্ন পাম্পিং স্টেশন গুলোর কি অবস্থা দেখে নিয়ে করে জলের হাল হকিকত বুঝে নিতে পরিদর্শনে বেরোলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিমঊ

এদিন সকালে ১১টা নাগাদ তিনি প্রথমে যান বালিগঞ্জ পাম্পিং স্টেশনেঊ সেখানে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে এরপর ধাপা যান তিনিঊ তারপর সেখান থেকে পামারবাজার তারপর মমিনপুর এবং বেহালা পাম্পিং স্টেশন পর্যবেক্ষণ করেনঊ শুক্রবার বিকেলে টানা ২ ঘন্টার বৃষ্টিতে জল জমে যায় শহরের বহু অংশেঊ এরপর থেকেই অভিযোগ আসতে শুরু করে কলকাতা পুরসভার সদর দফতরে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

মার্কসবাদ কখনই গণতন্ত্রের কথা বলে না

গুরুপ্রসাদ বিশ্বাস

মার্কসবাদ কখনই গণতন্ত্রের কথা বলে না। অর্থাৎ পৃথিবীতে মানুষের সমাজে গোষ্ঠীতন্ত্র, রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র পার হয়ে মানুষের নতুন ভাবনা হল যে সাম্যবাদ, তা হয়ত আদিম বিশ্বে মানুষের বা প্রাণী সমাজে প্রাকৃতিক ভাবে ছিল। একদিক থেকে ভাবতে গেলে প্রকৃতি প্রদত্ত যে জীবনধারা তারই পরিশীলিত এবং পরিণত আকারের চিন্তা মার্কসবাদের মূল কথা। অপরপক্ষে মাৎস্যন্যায়ও প্রাণীর প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি।

প্রাকৃতিক সম্পদ যার যেমন প্রয়োজন সে তেমনভাবেই ভোগ করবে এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। যেমন আপন শরীর অনুযায়ী কোনও প্রাণী শৈত্য সহ্য করতে পারে আবার কেউ উষ্ণতা। সে শীতলতা এবং তাপ যেভাবেই গ্রহণ করুক, তাতে কোনও কিছুই অন্তরায় হতে পারে না। আবার একটা বড় প্রাণী অপর কোনও ক্ষুদ্রতর প্রাণীকে খেয়ে প্রাণ ধারণ করে, এও প্রাকৃতিক। এবং স্বভাবত দেখা যায় বৃহৎ বা বেশি শক্তিধর প্রাণী দুর্বলকে মেরে খেয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে---অর্থাৎ বড় ছোটকে মেরে খায় বা তার ওপর প্রভুত্ব করে। এ যেমন সত্য, প্রকৃতিতে এর বিপরীত সত্যও আছে। যেমন অতি ক্ষুদ্র উকুন বা মশা বড় প্রাণীর রক্ত মোক্ষণ করে বেঁচে থাকে। একজন আর একজনকে শোষণ করবে, এও প্রাকৃতিক ধর্মের অন্তর্ভুক্ত।

সৃষ্টি সূত্রে মানুষও প্রাকৃতিক প্রাণী। তা সত্ত্বেও এই প্রাণী অন্যান্য সব প্রাণীর থেকে সর্বাবস্থায় ভিন্ন প্রকৃতির। মানুষের গঠন, তার গঠনবৈশিষ্ট্য অনুসারী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং মেধা সবই পৃথক এবং অতি উন্নত মানের। এতাবৎকাল পৃথিবীতে জাত কোনও প্রাণীর সঙ্গেই তার মেলে না। প্রাকৃতিক শক্তির চূড়ান্ত রূপে মানুষ সৃষ্টি। বৈচিত্র্যও প্রকৃতির ধর্ম, তাই মহাশূন্যলোক জুড়ে গ্রহণক্ষত্র তার প্রত্যেকটি পৃথক, প্রত্যেকের আয়তন , গঠন, তাদের নির্মাণ—সর্বত্রই পার্থক্য। এই পৃথিবীর গ্রহেই কত জীব। বিপুলকায় ডাইনোসর থেকে খালি চোখে দেখা যায় না এমন কীটপতঙ্গ---কত প্রকারের। কতরকম ফুল, কত ফল, কত প্রকার গাছ, গন্ধই বা কত প্রকারের। মানুষ নামক প্রাণীরই কত প্রতার ভেদ; কত প্রকার মুখসন্ধ, কত ভাষা, কত গাত্রবর্ণ। আরও বিস্ময়ের অসংখ্য মানুষের মধ্যে দুজনকে দেখতে একই রকম তো পাওয়াই যাবে না। এ বিস্ময় অভাবনীয়। মানুষের বুদ্ধি সকল প্রাণী থেকে পৃথক অছত তারই মধ্যে কত পার্থক্য। তারতম্যের সীমা নেই। মানুষের নানা চিন্তা, নানা ভাবনা। সবচেয়ে যা বিস্ময়কর সে হল উদ্ভাবনী শক্তি যা প্রাকৃতিক বিশ্বের রূপান্তর ঘটিয়ে যাচ্ছে অবিরাম, অনবরত। সে বস্তুর রূপান্তর ঘটিয়ে চলেছে তার সৃষ্টির সময় থেকেই।

এত কিছু সত্ত্বেও মানুষ তার স্বভাবে প্রকৃতি বৃত্তকে অতিক্রম করতে পারেনি এখনও পর্যন্ত। তার ক্ষুধা আছে যা তাকে নিয়ন্ত্রণ করে, তার নিদ্রা আছে যা জীবনের জন্যে অবশ্যম্ভাবী, তার ক্রোধ আছে যার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তার অসাধ্য। তার মন ও শরীরে প্রেরণা আছে যার জন্য জীবনসৃষ্টিতে সে দায়বদ্ধ। অতিরিক্ত এখটি বিভাব তার মন ও শরীরে প্রেরণা আছে যার জন্য জীবনসৃষ্টিতে সে দায়বদ্ধ। অতিরিক্ত একটি বিভাব তার আছে, লোভ, যা তাকে মাৎস্যন্যায়ে আবদ্ধ করে রেখেছে। লোভের কাজই হচ্ছে সে নিবৃত্তি দেয় না। লোভ সংক্ষোভ দিয়ে বিড়ম্বিত করে জীবনকে। লোভ সীমাহীন। এই বিশ্বে যত কিছু দৃশ্যমান সব কিছু সংগ্রহের জন্যে তার লোভ। অথচ সে জানে পৃথিবীর কোনও বস্তুই কারও নিজের হতে পারে না। যে দেহ নির্ভর করে তার জীবন, সত্য সন্ধান করলেই জানবে সেটাও তো তার নয়। এই পৃথিবীর থেকে গঠিত এইখানে পাওয়া বস্তুর রূপান্তর ঘটিয়ে আবার এই দেহও পড়ে থাকে এই পৃথিবীতেই। তবু মানুষ দেহচর্চা করে , বস্তুর প্রতি আকর্ষণ তীব্র হয় তার, কোথায় কী আছে দখব বলে দৌড়ায় অবস্থঅন থেকে দূরে, সাধ্যে কুলোলে দূরান্তরে। পাহাড় দেখব, সমুদ্র দেখব, অরণ্য দেখব, প্রান্তর দেখব, পর্বতের উচ্চতাকে স্পর্শ করব, সমুদ্রের তলদেশে পৌঁছাব তার প্রকৃতি দেখতে।

বোগের স্পৃহা সীমাহীন। যত ক্ষমতায় ধরা যায় ততই বেড়ে যায় লোভের স্পৃহা। এ স্পৃহা প্রাকৃতিক। এর ওফর মানুষের নিয়ন্ত্রণ নেই। সাধ্য আছে বলেই সাধ বেড়ে চলে। কিন্তু যে সাম্যবাদ চিন্তাচর্চিত

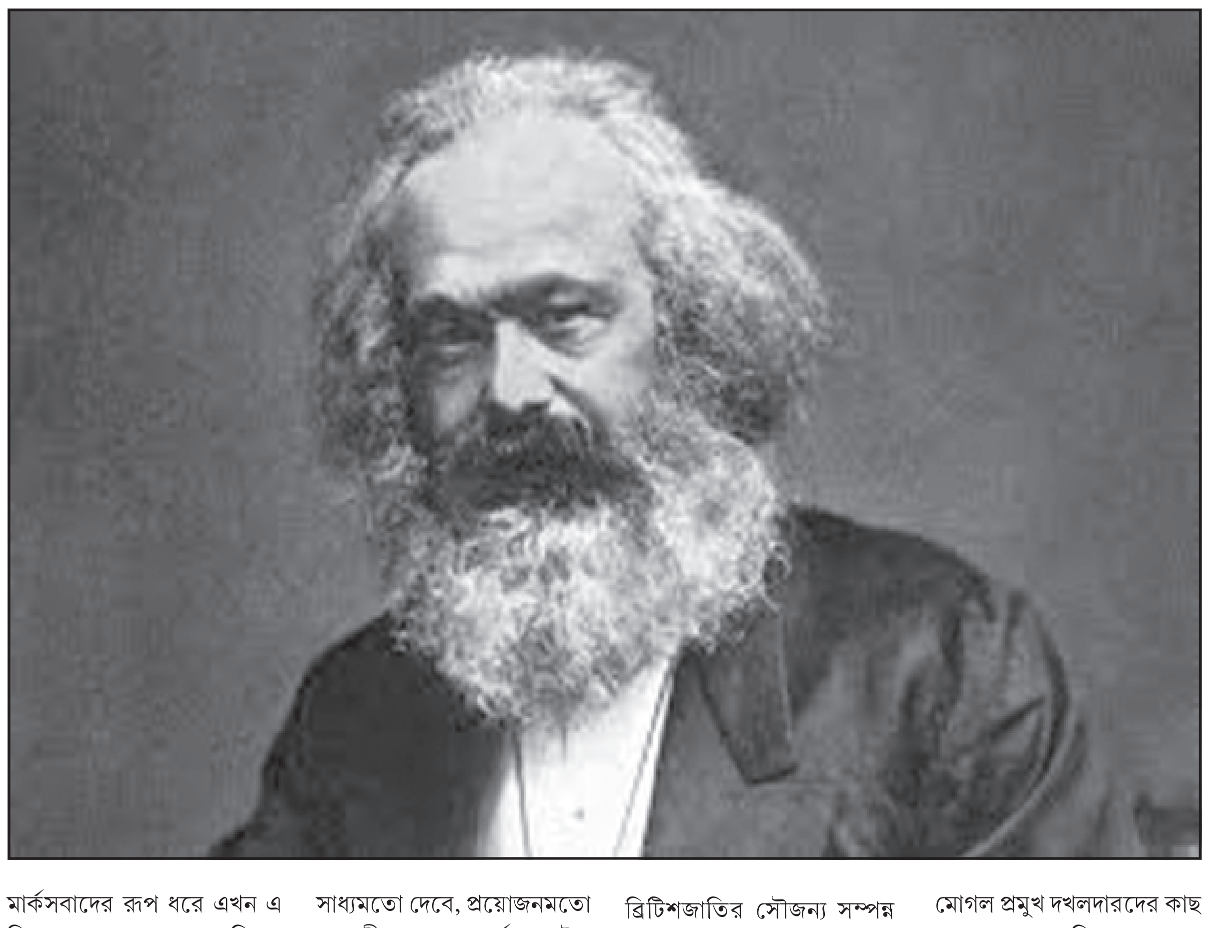

মার্কসবাদের রূপ ধরে এখন এ বিশ্বের মনুষ্যসমাজে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভাবেই প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ। সেই সাম্যবাদী অর্থনৈতিক দর্শনের মূল কথা হচ্ছে প্রত্যেক মানুষ সমাজের জন্য কাজ করবে। বিনিময়ে সমাজের কাছে তার প্রয়োজনীয় বস্তু পাবে। এই দেওয়া পাওয়ার সূত্রকে প্রকৃতিপক্ষে সম্পূর্ণ ভাবেই এতদিনের পৃথিবীর পদ্ধতি-বিরোধী বলা সঙ্গত।

কারণ সমাজকে যতটা শ্রম দেবে তার বিনিময়ে প্রয়োজন মতো সম্পদ পাবে---বললে অনেক কথা না বলা থেকে যায়। প্রাকৃতিক ভাবেই সকলের সামর্থ্য সমান হয় না। শক্তিতে মানুষ মাত্রেই একই ধারা বলা গেলেও তার মধ্যে পরিমাণগত তারতম্য রয়েছে। জন্মসূত্রেই বৌদ্ধিক বা দৈহিক শক্তির পার্থক্য প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের আছে। কাজেই বৌদ্ধিক শক্তি বা কায়িক শক্তি যাদের কম তাদেরও তো বেঁচে থাকার প্রয়োজন প্রায় একই। প্রাকৃতিক শক্তির চূড়ান্ত রূপে মানুষ সৃষ্টি। বৈচিত্র্যও প্রকৃতির ধর্ম, তাই মহাশূন্যলোক জুড়ে গ্রহণক্ষত্র তার প্রত্যেকটি পৃথক, প্রত্যেকের আয়তন , গঠন, তাদের নির্মাণ—সর্বত্রই পার্থক্য। এই পৃথিবীর গ্রহেই কত জীব। বিপুলকায় ডাইনোসর থেকে খালি চোখে দেখা যায় না এমন কীটপতঙ্গ---কত প্রকারের। কতরকম ফুল, কত ফল, কত প্রকার গাছ, গন্ধই বা কত প্রকারের। মানুষ নামক প্রাণীরই কত প্রতার ভেদ; কত প্রকার মুখসন্ধ, কত ভাষা, কত গাত্রবর্ণ। আরও বিস্ময়ের অসংখ্য মানুষের মধ্যে দুজনকে দেখতে একই রকম তো পাওয়াই যাবে না। এ বিস্ময় অভাবনীয়। মানুষের বুদ্ধি সকল প্রাণী থেকে পৃথক অছত তারই মধ্যে কত পার্থক্য। তারতম্যের সীমা নেই। মানুষের নানা চিন্তা, নানা ভাবনা। সবচেয়ে যা বিস্ময়কর সে হল উদ্ভাবনী শক্তি যা প্রাকৃতিক বিশ্বের রূপান্তর ঘটিয়ে যাচ্ছে অবিরাম, অনবরত। সে বস্তুর রূপান্তর ঘটিয়ে চলেছে তার সৃষ্টির সময় থেকেই।অতএব অধিক শক্তির অধিকারীরা তা মানুবে কেনৎ ন্যায় বা নীতির দিক থেকেও সেটা যথার্থ নয়। মানুষ তার উত্তরাধিকারবাহী ঐতিহ্যবশে সেই কথাই বলবে।

অথচ নতুন তত্ত্ব বা জীবনপ্রণালী অর্থনৈতিক দর্শন প্রতিষ্ঠা করতে হলে এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করতেই হবে। নইলে সাম্যবাদ হচ্ছে কী করে? এই দর্শন যেহেতু প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে, অতএব তা করতে হলে মানুষের এতদিনের চিন্তাভাবনাকে উল্টে দিয়ে, রাষ্ট্রক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে, সামাজিক শক্তিরনবরূপ ঘটাতে হবে। এসব গণতন্ত্র-ফন্ত্র চলবে না। নতুন রাষ্ট্রনীতি হল শ্রমিক শ্রেণির একনায়তন্ত্র। রাষ্ট্রব্যবস্থার কেন্দ্রে শ্রমিকদের প্রতিনিধিবৃন্দই সব চালাবে নতুন পদ্ধতিতে। যে পদ্ধতি হচ্ছে ওই অর্থনৈতিক দর্শন। সমাজকে সাধ্যমতো দেবে, প্রয়োজনমতো সামগ্রী পাবে। অর্থাৎ বন্টন পদ্ধতি। যা অর্থমূল্যে বিচার হবে না। বলেই আপতদৃষ্টিতে মনে হয়। মানুষের মূল লোভ তো অর্থ লোভ, কারণ মুক্ত সমাজে অর্থ দিয়ে সবই কেনা যায়। অতএব অধিক অর্থ অধিক ভোগ্যসম্পদ দেবে। তাই পরোক্ষে বিনিময় প্রথা প্রচলন করে দিতে পারলে অর্থলাভ মনুষ্যচরিত্র থেকে কয়েক প্রজন্ম পরে মুছে যাবে। এটা মার্কসবাদে স্পষ্ট কথিত নয়, কল্পিত হয়ত।

কিন্তু তেমন চিন্তা এতই দূরগামী যে সমস্ত মনুষ্যকুলকে এক বিশাল সাধনার পর্যায়ে তাতে আত্মসমর্পণ করতে হবে তবে যদি মানুষের প্রকৃতি পরিবর্তন সম্ভব হয়। কারণ প্রাচীন ভারতের মনীষীবৃন্দ বহু বছর ধরে, সম্ভবত কয়েক হাজার বছর ধরে, ভেবে আসছেন এবং বলে আসছেন ভোগের মাধ্যমে ভোগের স্পৃহার নিবৃত্তি হয় না। ত্যাগেই ভোগস্পৃহার নিবৃত্তি হতে পারে। বোগ দুর্ভোগ ডেকে আনে। অগণিত সন্ন্যাসী ভারতবর্ষ জুড়ে আপন প্রবৃত্তিকে জয় করবার তপস্যা করেছেন সর্বসুখ, মায়া, মোহ ত্যাগ করে—মানুষ সব দেখেছে, সেই ত্যাগব্রতকে সম্মান জানিয়েছে। কিন্তু আপন জীবনের ক্ষেত্রে তা গ্রহণ করতে পারেনি বলে ভোগবাদ, ভোগলিপ্সা স্বাধীনোত্তর কালে অতি বিপজ্জনকভাবে মনুষ্যচরিত্রে পরিব্যাপ্ত। ভারতীয় সমাজে এক বহুজনমান্য সন্ন্যাসী মন্ত্র দিয়েছিলেন 'সত্যের জন্যে সবকিছু ত্যাগ করা উচিত কিন্তু কোনও কিছুর বিনিময়েই সত্যকে ত্যাগ করা চলে না।' তাঁর চিত্রপট ও মূর্তি নির্মাণ করে দেশময় সম্মান প্রদর্শন পুরোদমে চললেও জীবনের ব্রত হিসেবে কেউ তা গ্রহণ করতে পারেনি। প্রকৃতিগত কারণে প্রবৃত্তির দাসত্বে আত্মসমর্পণ করেছে। তাই ব্যাপক অসততা সমাজের সর্বস্তরে প্রসারিত। ভোগের আসক্তিতে অধিক শক্তি যাদের তারা ব্যাঙ্ক জালিয়াতি করছে, রাজনীতির নাম করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে রাজকোষ থেকে অহরণ করছে অর্থ, সাধারণ স্তরে যে যেভাবে পাবে অর্থ আত্মসাৎ করছে। ভারতীয় সমাজে যেটা সবচেয়ে বড় আঘঅত সেটা হচ্ছে ভোগস্পৃহার প্রাবল্যে নারী হারাচ্ছে আপন শ্রী এবং সম্ভ্রমবোধ,যে লজ্জা, তাকে বিক্রি করছে সামাজিক উন্মার্গগামিতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

অথচ আমাদের দেশে নবীন অর্থনৈতিক জীবনদর্শনের পথগামীরা হয়ত তার আবেগটুকু আত্মস্থ করে অগভীর পাড়ে বসে সাগর দর্শনের তৃপ্তি লাভে বিভোর থাকছেন। সমুদ্রের ধারে বসেতার শীতল বাতাসে স্নিগ্ধ হতে হতে তরঙ্গভঙ্গ দর্শন আর সমুদ্রের রহস্য উদঘাটন, দুটোতে যে পার্থক্য তা অপরিমেয়। বোধকবি কপোষ্টতবৃত্তি সম্পন্ন মানসিকতায় দ্বিতীয়টি অসম্ভব। আমরা ব্রিটিশজাতির সৌজন্য সম্পন্ন স্বভাবের জন্যে স্বাধীনতার সংগ্রাম কাকে বলে সম্যক উপলব্ধি করতে পারিনি। আবেগপ্রবণ আন্দোলনকে স্বাধীনতা সংগ্রাম ধরে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছি। কারণ ব্রিটিশরা আসার পূর্বকালেরযে নিদারুণ পরাধীনতা হাজার বছর ধরে নিষ্পেষিত করেছে ভারতের মনুযসমাজকে, জাতিবিধ্বংসী মূর্খ অঞ্চলে ছোট ছোট রাজার অধীনে যে সংগ্রাম হয়েছে তাতে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা ছিল কিন্তু সাংস্কৃতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ জাতির স্বাধীনতার স্বপ্ন ছিলন া। বস্তুতঃ ব্রিটিশদের এদেশে কার্যকারণযোগে রাজত্ব লাভ সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য অভিন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা তো অনস্বীকার্য। আর ব্রিটিশদের এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়া এখটা কার্যকারণেযোগে। যাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বলে প্রচার করা হয়, সেই জার্মান যুদ্ধে ব্রিটিশদের অভ্যন্তরীণ শক্তি বহুল পরিমাণে ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল, তার সময়সঙ্গী হিসেবে আমেরিকা, ফ্রান্স থাকলেও। যে কারণে কোনও নতুন ঝঞ্ঝাটে জড়াতে ব্রিটিশ সরাদ্ধকর চাইছিল না। নৌবিদ্রোহ সামান্য হলেও আজাদ হিন্দু বাহিনীর সংগ্রামে জহরলাল নেতাজী-বিরোধিতা করে দেশে গণঅভ্যুত্থান বোধ করলেও ব্রিটিশ সরকার ঝামেলা এড়াতেই ভারত শাসনের দায় ছেড়ে দেবার কথা ভাবে। তাই অনেকাংশে সেই দায়মুক্তির জন্যই আমাদের দেশের স্বাধীনতা আসে যা ভারতবর্ষের মানুষ আনুমানিক বারশো বছর পর পেল।

খণ্ড খণ্ড ভারত তারা জয় করেছিল, মুখ্যতঃ আর এক বিদেশি শক্তির উত্তরাধিকারীদের কাছ থেএক। কারণ সামান্য কিছু অংশ সংগ্রামরত স্থানীয় ভূমিসন্তান রাজন্যবর্গ বা স্বাধীনচেতা বিদ্রোহী নায়কের কাছ থেকে পেলেও প্রায় সর্বাংশ জুড়েই ছিল মোগল রাজ্যের অধীনতা। যে শাসনব্যবস্থায় রাজকার্য পরিচালনার দায়িত্বে ছিল আরব, পারস্য, তুর্কিস্থান থেকে আগত নবার, মনসবাদর, জায়গীরদার, আমীর, ওমরাহ প্রভৃতি আঞ্চলিক প্রভুবর্গ যারা বাদশাহ কর্তৃক স্বসম্প্রদায় বাবনায় আনীত বা আমন্ত্রিত এবং নিয়োজিত। যেমন বাংলা-বিহার-ওড়িশা সম্মিলিত ভূখণ্ডের নিয়োজিত করদ নবাব চিল মুর্শিদকুলি খাঁ, অতঃপক সরফরাদ খাঁ তারপর পারস্য থেকে চাকরির সন্ধানে এদেশে আসা আলিবর্দি খাঁ, যার পুত্রসন্তান না থাকায় মায়ের কোলে চড়ে এদেশে আসা সিবাজ-উদ-দৌল্লা। সিরাজ-উদ-দৌল্লা প্রকৃতপক্ষে নবাবি পরোয়ানার অধিকার পায়নি দিল্লির বাদশাহকে 'নজরানা' জমা দিতে না পারার জন্য। তাই পলাশির যুদ্ধে সিরাজ অপসৃত হলে ইংরেজরা এই অঞ্চলের অধিকার এবং ধীরে ধীরে সমগ্র ভারত পাঠান মোগল প্রমুখ দখলদারদের কাছ থেকে আপন অধিকারে আনে। এবং দেশময় আরজকতার সুযোগে সমগ্র ভারতখণ্ড কাব্জা করে আপন বোধ ও যুরোপের ভাবনার সম্প্রসার করতে থাকে।

হাজার বছর ধরে যে সব সাম্প্রদায়িক সংবিদানে বিশ্বাসী শাসকবর্গ এদেশের শাসনক্ষমতা চিরস্থায়ী করবার অভিপ্রায়ে এদেশের মানুষদের অনেককে নানা পদ্ধতিতে স্বধর্মচ্যুত করে তাদের সম্প্রদায়ের মতাদর্শের অধীন করে নিয়েছিল তাদেরই উত্তরাধিকারবাহী বেগে বর্দ্ধিত জনসমুদায়ের কুটিল অংশ মত প্রকাশ করেছিল যে, ব্রিটিশরা যেহেতু মুসলিম বাদশাহদের কাছ থেকে দেশ দখল করেছিল, অতএব তাদের হাতেই এদেশ প্রত্যর্পণ করে যেতে হবে। বাদশাহরা সবাই মোঙ্গল,তাতার প্রভৃতি বিদেশি হানাদার ও আক্রমণকারী হলেও তারা যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে গেছে সেই বীজ মহীরুহ হয়েছে অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যার বেগে। দশলীসত্ত্বে ভারত হবে দারুল ইসলাম।

বিশ্বজীবনের পরিবর্তন প্রয়াসী সাম্যবাদীরাও রাজনৈতিক মতাদর্শে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং নতুনত্ব প্রতিষ্ঠায় চেষ্টিত ব্যক্তিবর্গও এইশব ঘটনা জানতেন এবং ইলামের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রই শুধু নয়, বিপরীতধর্মী সে বিষয়েও তাঁদের অজ্ঞতা থাকা সম্ভব নয়। মার্কসবাদের জীবন দর্শনে ঈশ্বরের নামাত্র নেই বরং ঈশ্বরে বিশ্বাস তাদের সংবিদান অনুসারে অবৈধ। অপরপক্ষে সম্পূর্ণ ভাবে ঈশ্বরের অর্থাৎ এক পরম শক্তির ভয় দেখিয়েই ইসলামের আপ্রকাশ ও বিশ্ববিজয়ের স্বপ্ন আজন্ম লালিত। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল মার্কসবাদী দলের পক্ষ থেকে ভারতভূমিতে ইসলামের স্বর্গ তথা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে সহযোগিতামূলক আন্দোলন দেখা গেল। সলাম ভয়ানক ভাবে নাস্তিক হওয়া সত্ত্বেও এদেশের সামাজবাদীরা তথা তাদের নেতৃত্ব কী করে ইসলামের প্রতি স্বতঃপ্রণোদিত সহযোগিতা করেন, যে কোনও বুদ্ধি সচেতন মানুষের কাছে তা দুর্বোধ্য। একটাই উদ্দেশ্য হতে পারে স্বাধীনোত্তর সরকারকে দুর্বল করা, বা মূর্খামী হতে পারে যে স্বাভাবিকভাবে ভারতের একটা অংশ ভাগ করে যে 'আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার' আদায় হচ্ছে ধর্মের ভিত্তিতে তাদের কাছে সামজবাদী আন্দোলনে ভবিষ্যতে সহযোগিতা।

মূলতঃ দুটো চিন্তাই কিন্তু সুবিধাবাদী। বিশ্বের বৃহত্তম পরিবর্তনের চিন্তার সঙ্গে যা বিন্দুমাত্র মেলে না। বরং এত বড় একটা সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিকে সমর্থন করা কেন, জন্মানোর প্রতিরোধ না করাও একটা ক্ষতিকর কর্ম, মার্কসবাদী আদর্শের পরিপন্থী। আদর্শ হিসেবে মার্কসবাদী সাম্রাজবাদ, যে মানুষের জীবনে তার সমগ্র জীবন জুড়ে এক সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তন, সে চিন্তা বা বোধ সম্ভবতঃ রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে এদেশে কারও ছিল না, বা নেই। সেই কারণে যে কোনও উপায়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকেই আদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেবার চেষ্টায় সচেতন তারা। রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে মানুষের বাহ্যিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করবার শক্তিলাভ ঘটতে পারে, কিন্তু মার্কসবী আদর্শের প্রতিষ্ঠার যে মূল চিন্তা তার সঙ্গে সমন্বয় হয় না। যে জন্য চীনদেশে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পন্থায় মানুষের অন্তলোকে পরিবর্তন আনবার কথা ভাবনায় আনা হয়েছিল, কিন্তু কতটা সম্ভব তা ভাবা হয়নি। তবু একথা মানতেই হবে সেই ভাবনা যাঁর বা যাঁদের চিন্তায় এসেছিল তাঁদের আদর্শ পূরণের চিন্তা কিছুটা অগ্রগামী ছিল। কেবল দল তৈরি করে নির্বাচনকে বিপ্লবের পরিপূরক ভেবে ছাপ্পা ভোট, জাল ভোট, ক্ষমতার জোরে টিকে থাকার জন্য ভোট লুট প্রভৃতি অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিসমূহের অবলম্বনকে নির্বাচন ও একটা যুদ্ধ বলে ঘোষণা করে জনমানসের উপর চাপিয়ে দেওয়া প্রভৃতি জঘন্য প্রক্রিয়া আমরা পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনোত্তর কালে অনেক বছর ধরে দেখেছি এবং সেই একই পদ্ধতিতে রাজ্যচালনার ক্ষমতা দখল করে রাখার অপকৌশল পরবর্তী কালের নীতি বিগর্হিত রাজনৈতিক গোষ্ঠীরও দেখছি।

মার্কসবাদ যে শাসন ব্যবস্থার কথা বলে তাকে প্রকৃত অর্থে গণতন্ত্র বলা যায় না, যে গণতন্ত্র সম্পর্কে সর্বোত্তম কথা হচ্ছে "By the people, of the people and for the people" কারণ সাম্রাজ্যবাদী সংবিধান স্পষ্ট করেই বলছে, শ্রমিক শ্রেণির একনায়কতন্ত্র। যেখানে যে রাজনৈতিক দল থেকেই প্রার্থী এবং সেই দল মনোনীত প্রার্থীসমূহের মধ্যে থেকেই রাষ্ট্রব্যবস্থা সঞ্চলনের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হবে। কাজেই এটা অনেকটা (''Gulded Democeacy'')-র মতো কথা। পাকিস্তানের এক সেনাপ্রধান শাসনক্ষমতা দখল করে তাদের মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দেবার অধিকার জনতাকে দিয়েছিল যে নামে। আর একটা ভড় গোলমানল হচ্ছে, পৃথিবীকে এক ছাঁচে ঢেলে সমস্ত জনমানসকে শ্রমিকে রূপান্তরিত করলেও শ্রমের মাধুয্যে ও যেও তো বৈষম্য থাকবেই। সব নির্মাণকার্য তো শুধু হাতুড়ি পেটানো নয় সেটা বর্তমান বিশ্ব দ্রুত দেখছে। বৌদ্ধিক যে নির্মাণকর্ম তাতে সামান্যই সেই শ্রমিক শ্রেণির ভূমিকা থাকে, যারা হাতুড়ি পেটায়।

কাজেই বিশ্বের মনীষা যে ভাবে বৌদ্ধিক শক্তির প্রাধান্য ধরে এগিয়ে চলেছে—আবার কোনও প্রকৃত বিশ্বযুদ্ধে এই পৃথিবীর মানুষের সব কীর্তি সমূলে ধ্বংস হয়ে না গেলে মানুষের প্রকৃতি তথা মনুষ্যধর্ম পরিবর্তনের অলীক স্বপ্ন নিঃশব্দেই হারিয়ে যাবে।

(সৌজন্যে-দৈঃ নবোত্থান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

বাংলাদেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নয়নে সরকার সবকিছু করবে : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ১৭।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আরো উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন, এজন্য সরকার প্রয়োজনীয় সবকিছু করবে। তিনি বলেন, শিক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের বিদেশে পাঠানোসহ শিা ও উচ্চশিার জন্য আমরা প্রয়োজনীয় সবকিছু করবো।শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের দেশে রাবেয়া ও রোকেয়া জমজের সফল অস্ত্রোপচারের মতো আরো জটিল কাজ যাতে করা যায় সেজন্য আমরা সব ধরনের শিার ব্যবস্থা করবো।

প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি ঢাকার সিএমএইচ-এ জমজ শিশুর সফল অস্ত্রোপচারকারী বাংলাদেশী ও হাঙ্গেরীয় চিকিৎসক এবং অন্যান্য কর্মচারীদের সমন্বয়ে গঠিত চিকিৎসক দলের উদ্দেশে ভাষণে একথা বলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, এ জমজ শিশুর অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বাংলাদেশের চিকিৎসকরা বিশাল অভিজ্ঞা অর্জন করেছেন। এখন আমরা এ সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আরো উন্নয়নে মনোনিবেশ করবো।শুক্রবার সন্ধ্যায় গণভবনে এই অনুষ্ঠানে আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল সার্ভিসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. ফশিউর রহমান, ডিজিএমএস-এর কনসালটেন্ট সার্জন জেনারেল মেজর জেনারেল মাহবুবুর রহমান, ড় হাবিবে মিল্লাত এমপি, হাঙ্গেরীয় চিকিৎসক দলের ডা. কেসাপোডি, ডা. কোসোকি এবং পাটাকি বক্তব্য রাখেন। এছাড়া, অন্যান্য চিকিৎসক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাও বক্তব্য রাখেন।

গত ২ আগস্ট ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) দীর্ঘ ৩৩ ঘন্টার সফল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে জমজ শিশুকে আলাদা করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং হাঙ্গেরী সরকারের সংস্থা ডিফেন্সলেস পিপল ফাউন্ডেশনের (এডিপিএফ) সহযোগিতায় এ অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করা হয়।

এর আগে জমজ শিশুকে চিকিৎসার জন্য হাঙ্গেরী পাঠানো হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে-বিদেশে তাদের চিকিৎসার সকল খরচ বহন করেন। পাবনার চাটমোহর উপজেলায় তারা জন্মগ্রহণ করে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলো জমজ শিশুর অস্ত্রোপচারে জড়িত ছিল সেগুলোকে অভিজ্ঞতার আলোকে আরো উন্নত ও আধুনিকায়ন করতে হবে। শেখ হাসিনা এ সফল অস্ত্রোপচারের জন্য হাঙ্গেরীয় চিকিৎসক দলের সদস্যসহ সকল চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্যদের অভিনন্দন জানান।

তিনি বলেন, বাংলাদেশী ও হাঙ্গেরীয় চিকিৎসরা একটি অসাধারণ কাজ করেছেন। জমজ শিশুদ্বয় পুরোপুরি সুস্থ হয়ে শিগগিরই মায়ের কোলে ফিরে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। শেখ হাসিনা বলেন, এ সফল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বাংলাদেশের সরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলোর চিকিৎসকরা নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাবেয়া-রোকেয়ার সফল অস্ত্রোপচার বাংলাদেশের চিকিৎসকদের চোখ-কান খুলে দিয়েছে। তিনি বলেন, এ জটিল অস্ত্রোপচারে প্রবেশের মাধ্যমে বিভিন্ন হাসপাতাল ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি সুন্দর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। এসব হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসকদের সমন্বিত কাজের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এর মাধ্যমে সমঝোতা ও অভিজ্ঞতার উন্নয়ন হয়েছে।তিনি বলেন, সফল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে আপনারা রাবেয়া-রোকেয়ার মাথা আলাদা করেছেন।

এটি সবার জন্য বড় ধরনের সফলতা। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নয়নে সরকারের পদেপের বিস্তারিত তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দেশের প্রথম মেডিকেল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

হাঙ্গেরীয় চিকিৎসক দলের সদস্যরা অস্ত্রোপচারকালে বাংলাদেশী চিকিৎসকদের চমৎকার সহযোগিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তারা বাংলাদেশ সরকারের উষ্ণ আথিথেয়তারও প্রশংসা করেন। তারা আরো বলেন, এ সফল অস্ত্রোপচার বাংলাদেশ ও হাঙ্গেরীর মধ্যে এক নতুন ধরনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে।রাবেয়া-রোকেয়ার পিতা রফিকুল ইসলাম তার কন্যাদের চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করায় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি এই অস্ত্রোপচারের সঙ্গে জড়িত বাংলাদেশ ও হাঙ্গেরীর চিকিৎসকদের ধন্যবাদ জানান।

খালেদা জিয়ার সুচিকিৎসা ও মুক্তির বিষয়টি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে তুলে ধরা হবে : মির্জা ফখরুল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ১৭।। খালেদা জিয়ার সুচিকিৎসা ও মুক্তির বিষয়টি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএনপি। শনিবার সন্ধ্যায় স্থায়ী কমিটির বৈঠকের পর মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দলের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান।তিনি বলেন,আমরা দেশনেত্রীর স্বাস্থ্য ও তার মুক্তির বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে পদপে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। যেসব গণতান্ত্রিক দেশ আছে তাদেরকে অবহিত করব এবং অন্যায়ভাবে যে দেশনেত্রীকে আটক করে রাখা হয়েছে সে বিষয়টা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করব।বিএনপি মহাসচিব বলেন,ঈদের আগে দলের চেয়ারপারসন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জামিনের যে বিষয়টা এসেছিলে হাই কোর্টে, সেখানে একটা নেতিবাচক আদেশ হওয়ার পর থেকে আমাদের যে ধারণাটা আরও দৃঢ় হয়েছে, এখন বিচার ব্যবস্থা আর স্বাধীনভাবে স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারছে না। সরকার বিচার ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করছে।েসেত্র আইনিভাবে এটা কিছুটা অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে যে, এখানে আমরা ন্যায়বিচার পাব কিনা।

সে কারণে আমরা দেশনেত্রীর মুক্তির আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে সমাবেশের কর্মসূচি অব্যাহত রাখব। যেহেতু আগস্ট মাসে সরকার কোনো কর্মসূচি নিতে দেয় না সে কারণে আমাদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ১ সেপ্টেম্বর থেকে এই কর্মসূচি আবার শুরু করব।খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে ঈদের আগে চট্টগ্রাম, বরিশাল ও খুলনায় সমাবেশ করেছে বিএনপি।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন,ডেঙ্গু পরিস্থিতি আগের চেয়ে আরও ভয়াবহ। সবাই বলছেন, আগামী মাসটা নাকি আরও খারাপ যাবে, অবস্থা আরও বাড়বে। দুর্ভাগ্যের বিষয়টা হচ্ছে যে, এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুর ওষুধ এসে পৌঁছেনি।আমরা গত সভা থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকারকে অনুরোধ করেছিলাম, এর প্রতিরোধে জরুরিভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে। সেটা সরকার করেনি, আপাৎকালীন একটা ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছিলাম, সেটা নেওয়া হয়নি। তার ফলে যারা ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে যাচ্ছেন তারা সঠিক চিকিৎসা পাচ্ছে না। আমরা দাবি জানাচ্ছি সম্পূর্ণ বিনা খরচে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য, সব রকমের ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।কোরবানির পশুর চামড়া নিয়ে ‘মতাসীন দলের সিন্ডিকেটের’ তৎপরতা এবং সরকারের ব্যর্থতার সমালোচনা করে মির্জা ফখরুল বলেন,চামড়া শিল্প ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য এসব কাজ করেছে। স্থায়ী কমিটি সরকারের ব্যর্থতা ও উদাসীনতার জন্য তীব্র নিন্দা জানিয়েছে।

অবিলম্বে এই শিল্পকে রার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে আমরা সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দলের ভাইস চেয়ারম্যান হারুন আল রশিদের বাড়ি ভেঙে দেওয়া ও একজন বিচারপতির গ্রামের বাড়িতে হামলার নিন্দা জানান তিনি।

বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালনে জেলা-মহানগর-উপজেলা পর্যায়ে শোভাযাত্রা, সভা-সমাবেশ-আলোচনা সভা অনুষ্ঠানে সিদ্ধান্ত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে হয়েছে জানিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন,ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে আমরা র্যা শি ও পরদিন আলোচনা সভা করব।

এরপরেই বেগম জিয়ার মুক্তির দাবিতে বিভাগীয় সমাবেশগুলো আমরা সমাপ্ত করব।আগামী ২৪ অগাস্ট জন্মাষ্টমী উপলে দলের প থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যদের সংবর্ধনার আয়োজন করা হবে বলে জানান তিনি।

স্থায়ী কমিটির বৈঠকে মহাসচিব ছাড়া খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মওদুদ আহমদ, জমিরউদ্দিন সরকার, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, আবদুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সেলিমা রহমান ও ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু উপস্থিত ছিলেন।লন্ডন থেকে স্কাইপে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানও যুক্ত ছিলেন বৈঠকে।

আমেরিকায় গিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার ছক করেছিলেন তৎকালীন সেনা কর্মকর্তা জিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ১৭।। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার ছক তৎকালীন সেনা কর্মকর্তা জিয়াউর রহমান যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে করেছিলেন বলে অভিযোগ করেছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এএইচএম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক।

শনিবার (১৭ আগস্ট) দুপুরে জাতীয় প্রেসকাবে বাংলাদেশ অনলাইন অ্যাক্টিভিষ্ট ফোরাম (বোয়াফ) আয়োজিত ‘সিরিজ বোমা হামলা ২০০৫: মৌলবাদ-জঙ্গিবাদ ও আজকের বাংলাদেশ’ শীর্ষক আলোচনাসভায় তিনি এ অভিযোগ করেন।বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী বলেন, সেনাবাহিনীর তৎকালীন উপ-প্রধান জিয়াউর রহমান ১৯৭৩ সালে আমেরিকায় গিয়ে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ছক এঁকেছিলেন। তিনি কেন ওই সময় আমেরিকায় গিয়েছিলেন সেটি তদন্তের জন্য কমিশন গঠন করতে হবে। জিয়া হাজারো মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করেছেন। এটিও তদন্তে আনা উচিত।মানুষ জানতে চায় কেন জাতির পিতাকে হত্যা করা হয়েছে, এর পেছনে গুটিকয়েক সেনা সদস্য জড়িত, নাকি আরও গভীর ষড়যন্ত্র ছিল।

১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড, ১৭ আগস্ট সিরিজ বোমা হামলা ও ২১ আগস্ট গ্রেনেড বোমা হামলার ঘটনার সুষ্ঠু বিচারের জন্য উচ্চমতাসম্পন্ন কমিশন গঠন করতে হবে। যে কমিটি শুধু এই হত্যা নয়, এর পেছনে কারা আছে সে বিষয়টিও বের করে আনতে পারবে।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে বাংলাদেশের নারী প্রিয়া সাহার এক সাম্প্রদায়িক অভিযোগ প্রসঙ্গে শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক জানান, তিনি প্রিয়া সাহার দাবির সঙ্গে একমত নন। মানিকের মতে, এর আগে বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা কমলেও বর্তমানে তা ২ শতাংশ বেড়েছে।তিনি বলেন, আমার বিশ্বাস আগে যারা এ দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তারা আবার ফিরে আসবেন।

বাংলাদেশ একটি অসাম্প্রদায়িক, সব ধর্মের-বর্ণের মানুষের বসবাস এখানে। যারা চলে গেছেন তারা আবার ফিরে আসুন।সভায় নিরাপত্তা বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আবদুর রশীদ বলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড এক ধরনের জঙ্গিবাদ। মনে রাখতে হবে জঙ্গিবাদের কারণে সবচেয়ে বেশি তিগ্রস্ত হয় দেশের সাধারণ মানুষ। এক সময় দেশের পটপরিবর্তনের জন্য ষড়যন্ত্রকারীরা জঙ্গিবাদের পে অবস্থান নেয়। তারা এর মাধ্যমে সুবিধা নিতে চেয়েছে, কিন্তু আমাদের অবস্থান অতীতের মতো থাকবে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে।

এর আগে জঙ্গিবাদে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা থাকলেও শেখ হাসিনা সরকার এ ধরনের কোনো পৃষ্ঠপোষকতায় নেই।

বোয়াফ সভাপতি কবীর চৌধুরী তন্ময়ের সভাপতিত্বে সভায় আরও বক্তব্য রাখেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আলী সিকদার, লেখক ও গবেষক অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাজী সাজ্জাদ আলী জহির প্রমুখ।

বিএনপি-জামায়াত চক্রের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে : ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ১৭।। বিএনপি-জামায়াত চক্রের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দলীয় নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকার আহবান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।তিনি বলেন, এখনো ওদের ষড়যন্ত্র চলছে। এখনও বাতাসে চক্রন্তের গন্ধ আসছে। তাই আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে হবে। ওবায়দুল কাদের শনিবার বিকেলে বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে জঙ্গি ও সন্ত্রাস বিরোধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এই আহ্বান জানান। ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট সারা দেশের ৬৩টি জেলায় সিরিজ বোমা হামলার প্রতিবাদে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দণি আওয়ামী লীগ যৌথ ভাবে এই সমাবেশের আয়োজন করে।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘আমাদের অস্তিত্বের জন্য শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার কোন বিকল্প নেই। আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হই তাহলে কোন চক্রান্তই আমাদের তি করতে পারবে না। সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকলে আমরা যে কোন অবস্থা মোকাবেলা করতে পারবো।’‘সরকার বিএানপিকে নেতৃত্ব শূন্য করতে চায়’ বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীগের এমন বক্তব্যের জবাবে তিনি বলেন, নিজে নির্বাচিত হয়ে আসন ছেড়ে দিয়েছেন শূণ্য করেছেন। তাহলে বোঝেন আপনি কতটা শূন্য। আপনার অবস্থা কোথায়?। আপনারাতো নিজেই নিজেদের শূণ্য করছেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, আওয়ামী লীগকে নেতৃত্বে শূন্য করতে চেয়েছিল বিএনপি। তারা মতায় থাকার সময়ে গুম, খুন, বোমাহামলা করে আওয়ামী লীগকে নেতৃত্ব শূন্য করতে চেয়েছিল। তৎকালিন বিএনপি সরকারের পৃষ্ঠ পোশকতায় সারাদেশের ৬৩ জেলায় একযোগে বোমা হামলা হয়েছিল। এগুলো ভুলে গেলে চলবে না ফখরুল সাহেব।তিনি বলেন, অনেক কিছু ভুলে গিয়েছিলাম আমরা। ১৫ আগস্ট, ২১ আগস্টের কথা ভুলে সেদিন সন্তান হারা মাকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শান্তনা জানাতে গিয়েছিলেন কিন্তু আপনারা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। গণভবনে প্রধানমন্ত্রী আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কিন্তু কি ভাষায় কথা বলা হয়েছিলো। এসবের জবাব দিতে পারবেন না ফখরুল সাহেব।

ওবায়দুল কাদের বলেন, ভুলের রাজনীতি, নেতিবাচক রাজনীতি, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে আপনারা নিজেদের রাজনীতি নিজেরাই শুন্য করে দিয়েছেন। ফখরুল সাহেব বলেন খালেদা জিয়ার মুক্তির আন্দোলন করতে পারেন না। আপনারা কত দেউলিয়া হয়ে গেছেন, যে আন্দোলন করতে পারেননি। আপনাদের দেখলে মনে হয় জয়নুল আবেদীনের ছবির কাঁদার মধ্যে আটকে যাওয়া গরুর গাড়ীর মতো। এখান থেকে উদ্ধার পেতে হলে আপনাদের জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষকতা, দুনীতির রাজনীতি পরিহার করতে হবে।

তিনি বলেন, নেতিবাচক ধ্বংসাত্বক রাজনীতি করতে করতে আপনারা ভুলের চোরাবালিতে এসে নিজেরাই নিজেদের শুন্য করে দিয়েছেন, আওয়ামী লীগ আপনাদের শূন্য করতে চায়নি। খুনের রাজনীতি, হত্যার রাজনীতি, সন্ত্রাসের রাজনীতি জঙ্গিবাদের পৃষ্টপোষকতার রাজনীতি আপনারাই শুরু করেছিলেন। আজ কোন সাহসে সন্ত্রাসের রাজনীতির কথা বলেন। বাংলাদেশের মানুষ কি ভুলে গেছে, সেই হাওয়া ভবনের লুটপাট, দুর্নীতিতে ৫ বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কথা। আজকে বলেন দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট। এই সিন্ডিকেটের পৃষ্টপোষক আপনারা।

ঢাকা মহানগর দণি আওয়ামী লীগের সভাপতি আবুল হাসনাতের সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ ও জাহাঙ্গীর কবির নানক, সাংগঠনিক সম্পাদক আহমদ হোসেন, আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, এনামুল হক শামীম ও মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, দপ্তর সম্পাদক ড় আব্দুস সোবহান গোলাপ, কেন্দ্রীয় নেতা এডভোকেট কামরুল ইসলাম, ঢাকা মহানগর দণি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশে বিএনপি’র হাত ধরেই জঙ্গিবাদের উত্থান : মাহবুব উল আলম হানিফ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ১৭।। আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ বলেছেন, বাংলাদেশে বিএনপি’র হাত ধরেই জঙ্গিবাদের উত্থান হয়েছে।

শনিবার রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউতে ১৭ আগস্ট সিরিজ বোমা হামলার বার্ষিকীতে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ আয়োজিত মানববন্ধন কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।হানিফ বলেন, ‘যারা সিরিজ বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল সেই বিএনপি জামায়াত এখনো তৎপর, তারা ষড়যন্ত্র করছে। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সকল ষড়যন্ত্র রুখে দেবে আওয়ামী লীগ। বিএনপি’র হাত ধরেই বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থান হয়েছে।’

তিনি বলেন, বিএনপি এখনও ষড়যন্ত্রের পথ খুঁজছে। আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, বাংলাদেশের মানুষ এদেশে সন্ত্রাসবাদ দেখতে চায়না। জঙ্গিবাদ দেখতে চায় না। যেকোনো ষড়যন্ত্র ও অশুভ তৎপরতা জনগণকে সাথে নিয়ে কঠোরভাবে মোকাবেলা করা হবে।হানিফ বলেন, বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তার পুত্র তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশকে আবার পাকিস্তানের ধারায় ফিরিয়ে নেয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। তাই ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট এবং ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট এর ন্যাক্কারজনক এই বোমা হামলার পৃষ্ঠপোষকতা করে ছিল পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই।

মানববন্ধনে স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক পংকজ দেবনাথ, ঢাকা মহানগর উত্তর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি মোবাশ্বের চৌধুরী, মহানগর দিণের সভাপতি দেবাশীষ বিশ্বাস, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম লিটন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নওগাঁর সীমান্তে বাংলাদেশি যুবককে ধরে নিয়ে গেছে বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ১৭।। নওগাঁর সীমান্ত থেকে এক বাংলাদেশি যুবককে নিয়ে গেছে ভারতীয় সীমান্ত রীবাহিনী-বিএসএফ।

শনিবার ভোর রাতে সাপাহার উপজেলার হাঁপানিয়া এলাকা থেকে তাকে নিয়ে যায় বলে বিজিবি জানিয়েছে।আটক আলমগীর হোসেন (২০) নওগাঁর পোরশা উপজেলার বিষ্ণুপুর কাটাপুকুর গ্রামের সেন্টু মিয়ার ছেলে। আলমগীরের স্বজন ও এলাকাবাসী জানান, শুক্রবার রাতে আলমগীর ও তার ৮/১০ জন সহযোগী হাঁপানিয়া সীমান্তের ২৩১ মেইন পিলারের পাশ দিয়ে ভারতে যান।

একই সীমান্ত পথে শনিবার ভোর রাতে ভারত থেকে গরু নিয়ে ফেরছিলেন তারা।পথে ভারতের ঢাকা উজাল এলাকায় কেদারীপাড়া ক্যাম্প বিএসএফ জোয়ানরা আলমগীর ও তার সহযোগীদের দেখতে পেয়ে ধাওয়া করে। এ সময় অন্যরা বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে সম হলেও আলমগীর বিএসএফের হাতে ধরা পড়ে বলে এলাকাবাসী জানান।

১৬ বিজিবির কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল তুহিন মো. মাসুদ বলেন, আলমগীরের ভারতে আটকের বিষয়ে তার পরিবার থেকে বিজিবির কাছে কোনো অভিযোগ করা হয়নি।

তবে আমরা লোকমুখেসহ বিভিন্নভাবে জানতে পেরে আলমগীরের সন্ধান ও তাকে ফেরত চেয়ে দুপুরে বিএসএফের কাছে চিঠি দিয়েছি।তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিএসএফ চিঠির কোনো জবাব দেয়নি বলেও জানান কর্নেল তুহিন।

প্রয়াত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ গবেষক-পণ্ডিত তাবুরাম টাইড

গুয়াহাটি, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক-পণ্ডিত তাবুরাম টাইডের জীবনাবসান ঘটেছে। আজ, শনিবার সকাল ৭:৩০ মিনিটে গুয়াহাটির অ্যাপলো হাসপাতালে ৭৮ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন এই বিশিষ্ট পণ্ডিত।

প্রয়াতের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, গত প্রায় দু সপ্তাহ ধরে জ্বর ও কাশিজনিত রোগে ভুগছিলেন তিনি। প্রথমে তাঁকে স্থানীয় নেমকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু রোগের উপসর্গ বেড়ে যাওয়ায় পরিবারের সদস্যরা গত ১৩ আগস্ট বিশিষ্ট এই শিক্ষাবিদকে অ্যাপলো হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে ডাক্তাররা তাঁকে আইসিইউতে ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু করেন। মূলত তিনি শ্বাস-প্রশ্বাসের পাশাপাশি ডায়াবেটিসের রোগী ছিলেন।

১৯৪২ সালের ১ আগস্ট তাবুরাম টাইডের জন্ম হয়েছিল উজান অসমের লখিমপুর জেলার প্রত্যন্ত মিসিং গ্রাম ঘুনাসুঁতি আয়েংগিয়ায়। তাঁর বাবা উবাং টাইড ছিলেন একজন কৃষক। শিক্ষাজীবনে তাবুরাম একজন অতি মেধাবী ছাত্র হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। গ্রামেরই একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা আরম্ভ করে হাইস্কুল শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন উত্তর-লখিমপুরে। হাইস্কুল শিক্ষার পর তিনি চলে যান কলকাতা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৩ সালে ইংরেজি বিষযে কৃতিত্বের সঙ্গে স্নাতক উত্তীর্ণ হয়ে পরবর্তীতে ১৯৬৬ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছিলেন পণ্ডিত তাবুরাম।

গুয়াহাটির প্রথমসারির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কটন কলেজে ইংরেজি বিষয়ের লেকচারার হিসেবে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। এরই মধ্যে বৃত্তি লাভ করে ব্রিটেনে রিডিং ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাইড লিংগুইস্টিকে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা নেন।

তাবুরাম টাইড কেন্দ্রীয় লোকসেবা আয়োগ (ইউপিএসসি)-এর মাধ্যমে ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস (আইএফএস)-এর জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু সে সময় শারীরিক অসুস্থতার জন্য চাকরিতে যোগদান করতে পারেননি।

তিনি রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের প্রশাসনিক আধিকারিক হিসেবে বেশ কয়েকবছর কাজ করেছেন। শিক্ষা দফতরের ডিপিআই, এসসিইআরটি অধিকর্তা, মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকর্তা, উচ্চ শিক্ষা দফতরের অধিকর্তা, মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের চেয়ারম্যান-সহ বহু উচ্চপদে নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে কার্যনির্বাহ করে গেছেন।

এছাড়া, তিনি শিক্ষা সংস্কার কমিশন, সাহিত্য অকাডেমি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, গুয়াহাটি এবং ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য-সহ আরও বেশ কয়েকটিকে বিভিন্ন সম্মানীয় পদে খ্যাতির সঙ্গে কাজ করে গিয়েছেন।

মিসিং আগম কেবাঙের প্রতিষ্ঠাতা তাবুরাম টাইড মিসিং ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্য বহু আবদান রেখে গেছেন। কয়েকটি গবেষণালব্ধ

ছয়ের পাতায়

চামড়া নিয়ে খেলছে কারা, খুঁজছে সরকার : তথ্যমন্ত্রী হাছান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ১৭।। এবার কোরবানির পশুর চামড়ার দরপতনের ‘খেলায় মেতে উঠা চক্রকে’ খুঁজে বের করতে সরকার সচেষ্ট বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ।

শনিবার জাতীয় প্রেস কাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাংবাদিক ফোরামের আয়োজনে জাতীয় শোক দিবসের আলোচনায় তিনি একথা জানান।বাংলাদেশে চামড়ার মোট চাহিদার বড় অংশই আসে কোরবানির পশু থেকে। এবার ঈদের দিন থেকেই সরকারের বেঁধে দেওয়া দামের চেয়ে কম দামে চামড়া কেনা হচ্ছে বলে অভিযোগ আসতে থাকে।

আড়তদাররা চামড়া কেনা বন্ধ রাখলে সঙ্কট মারাত্মক আকার ধারণ করে। বিুব্ধ মৌসুমী ব্যবসায়ীরা অনেক চামড়া সড়কে ফেলে দেন।চামড়া শিল্প ধ্বংস করতে সরকার পরিকল্পিতভাবে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করে কাঁচা চামড়া রপ্তানির সুযোগ করে দিয়েছে বলে অভিযোগ আসে বিএনপির কাছ থেকে।এর পরিপ্রেিত হাছান মাহমুদ বলেন, দেশের পাট শিল্পকে ধ্বংস করেছে বিএনপি। আদমজী জুটমিল কারা বন্ধ করেছিল?বিপরীতে আওয়ামী লীগ সরকার আমলে চামড়া শিল্পে রপ্তানি বাড়ার চিত্র তুলে ধরে তিনি বর্তমান সঙ্কটের একটি চক্রকে দায়ী করেন।তিনি বলেন,বাংলাদেশের মানুষের ক্রয় মতা বেড়েছে, সেই হিসেবে ট্যানারির সংখ্যা বাড়েনি। এই সুযোগ নিয়ে একটি চক্র চামড়ার দরপতনের খেলায় নেমেছে। এই চামড়ার দরপতনের খেলায় যারা মেতেছে, সরকার তাদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে।বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের চক্রান্তের সঙ্গে যারা জড়িত ছিল, তাদের খুঁজে বের করতে একটি কমিশন গঠনের দাবি জানান আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক হাছান মাহমুদ।সভায় বক্তব্যে একই দাবি তোলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আ আ স ম আরেফিন সিদ্দিক।

তিনি বলেন, বিশ্বে অন্য রাষ্ট্র নায়কদের হত্যার ঘটনায় বিচারিক আদালতের পাশাপাশি কমিশন গঠন করে তা জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়। বঙ্গবন্ধু হত্যায় জড়িত যারা পালিয়ে আছে, তাদের শাস্তি নিশ্চিত করা এবং জড়িতদের সকল তথ্য জনগণের সামনে উত্থাপন করার স্বার্থে দ্রুত কমিশন গঠন করা দরকার।

ইকবাল সোবহান চৌধুরীর সভাপতিত্বে আলোচনা

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ইতি ও নেতিবাচক দিক

ড্যান ব্রাউনের অরিজিন উপন্যাসটি যারা পড়েছেন তারা হয়ত কিছুটা ধারণা পেয়ে থাকবেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দৌরাত্ম্য সম্পর্কে। অরিজিন উপন্যাসের কাহিনি কাল্পানিক হল্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বাস্তব অগ্রগতি এখন কল্পনাকেও হার মানায়।

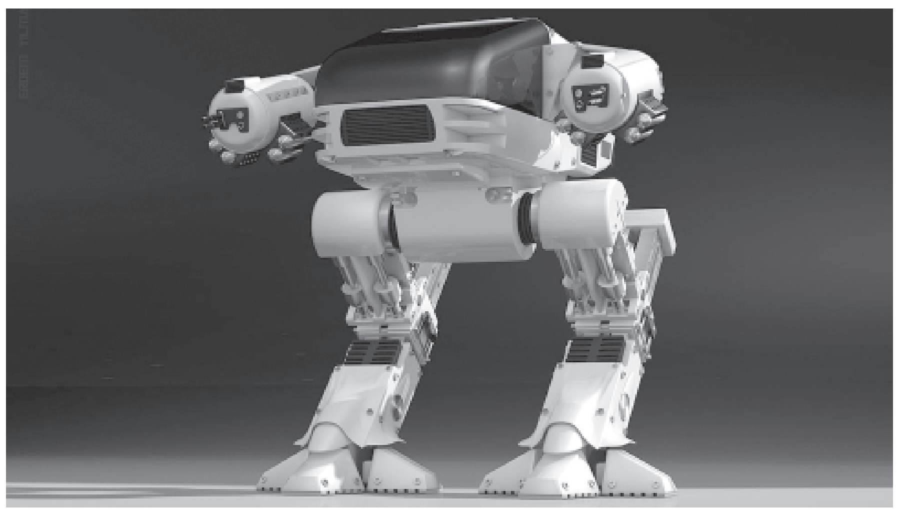

মানব সভ্যতার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কতখানি দানবীয় গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, তা বোঝা যায় গত বছরের ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একটি ঘয়না। গত বছর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বুদ্ধিমত্তা ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বিষয়ক একটি শুনানিতে পার্লামেন্টেরিয়ানদের সহেগ আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানানা হয় পিপার নামের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন এক রোবটেকেও। এ স ময় রোবট পিপার সংশ্লিষ্ট বিষয় চাড়াও নৈতিকতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের মতো মানবীয় বিষয়েও আলোচনায় অংশ নেয়। পার্লামেন্টে রিয়ানদের এক প্রশ্নের জবাবে পিপার অবস্য তাদের আশ্বস্ত করেছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কখনি মানবজাতির প্রতিদ্বিন্দ্বি হয়ে দাঁড়াবেন। পিপারের এ উত্তরের ওপর কথখানি আস্থা রাখা যাবে, সেটি অবশ্য ভাববার বিষয়। এক সময় কম্পিউটারকেক সংজ্ঞায়িত করা হতো বুদ্ধিহীন একটি যন্ত্র হিসেবে, যা কিনা কেবল মানুষের দেয়া নির্দেশ না অনুযায়ী কাজ করতে পারে। তবে কম্পিউটারের সে সংজ্ঞা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। কম্পিউটার এখন মেশিন লার্নিং ও ডিপ লার্িং প্রযুরদ্ধক্তর মাধ্যমে মানুষের মতোই বুদ্ধিমান হয়ে উঠছে. অথীতে কম্পিউটার অনেক যান্ত্রিক কাজে মানুষকে পেচনে ফেললেও কগনিটিভিটি ও ক্রিয়েটিভিটির মতো মানবীয় বিষয়গুলো ছিল কম্পিুটারের ধরাছোঁয়ার বাইরে। সে ধাড্গাও এখন বদলে যাচ্চেষ লেখালেখি বা চিত্রকর্মের মতো অতি সংবেধনসীল সৃষ্টিশীল বিষয়ও এখন কম্পিউটার দখল করে নিচ্ছে।

অথচ মানুষহলেই যে সবাই শিল্প সাহিত্যের মতো বিষয়ে সৃষ্টিশীলতা দেখাতে পারেন, এমনটি নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন সংগীত সৃষ্টি করছে, ছবি আকছে উপন্যাসও লিখছে। জাপানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রচিত একটি উপন্যাস মৌলিক সাহিত্যে হিসেবে পুরস্কারের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বচিত হয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছে, আগামীদিনের বেস্টসেলার বইয়ের পুরস্কারগুলো দখল করে নেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক অ্যালগোরিদম। সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা আঁকা একটি চিত্রকর্ম, ৪,৩২,০০০ ডলারেও বিক্রি হয়েছে। চিত্রকর্মটিরনিচে শিল্পর মতা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক অ্যালগোরিধত্বণগ্ন। সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা আকা একটি চিত্রকর্মী নিচে মনবশিল্পীর মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভিত্তিক অ্যালগোরিদগম তার একটি স্বাক্ষরও করে দিয়েচে। সাংবাদিকতার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পদচারণা। ইতিমধ্যে নিউইয়র্ক টাইমস, এপি, রয়টার্সের মতো আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সফটওয়ারকে অটোমেটেড জার্নালিস্ট বা সাবাদিক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। জাপানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক সংবাদ সংস্থা চালুহয়েছিল ২০০৮ সালেই, নতুন ধারার এই সাংবাদিকরা মানুষের চেয়ে ককোনো দিকেই কমদক্ষ নয় বরং দ্রুততা এবং নির্ভুলতা মানুষের চেয়েও বেশি। চীনে ইতিমধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ভার্চুয়াল সংবাদ পাঠককে দিয়ে সংবাদ পরিবেশন করাহচ্ছে। এসব ঘটনা থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে, আগামীর গণমাধ্যম শিল্পের গতিপথ কোনদিকে প্রবাহিতহচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই ভয়াল থাবার ম প্রভাব ইতিমধ্যেই কর্মবাজরে পড়াশুরু হয়ে গেছে। টেক জায়ান্ট কোম্পানি অ্যাপলের হার্ডওয়ার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ফক্সকন ইতিমধ্যে ৬০হাজার কর্মী ছাটাই করে তার পরিবর্তে রোবটকে কর্মী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। চিনের শিল্প তবে কম্পিউটারের সে সংজ্ঞা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিতহচ্ছে। কম্পিউটার এখনে মেশিন লার্নিং ও ডিপ লর্নিং প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষের মতোই বুদ্ধিমান হয়ে উটেছে। অতীতে কম্পিউটারের অনেক যান্ত্রিক ক কাজে মানুষকে পেছনে ফেললেও কননিটিভিটি ও ক্রিয়েটিভিটির মতো মনবীয় বিষয়গুলো ছিল কম্পিউটারের ধরাছোঁয়ার বারিে। সে ধারণাও এখন ব দলে যাচ্চেষ লেখালেখি বা চিত্রকর্মের মতো অতিসংবেদনশীল সযষ্টি বিষখয় বিষয়ও এখন কম্পিুটার দখল করে নিচ্ছে।

অথচ মানুষ হলেই যে সবাই শিল্পসাহিত্যের মতে বিষয়ে সৃষ্টিশীলতা দেখাতে পারেন, এমনটি নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন সংগীত সৃষ্টি করছে, ছবি আঁকছে, ুপন্যাসও লিখশছে। জাপানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রচিত একটি উপন্যাস মৌলিক সাহিত্যে হিসেবে পুরস্কারের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয়েছিল। দারণা করা হচ্ছে, আগামীদিনের বেস্ট সেলাব বইই যে ব পুরস্কারগুলো দখল করে নেবে বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক অ্যালগোরিদম। এসব ঘটনা থেকে সহজেই বোঝা যায়, আগমীর গণমাধ্যম শিল্পের গতিপথ কেনদিকে প্রবাহিত হচ্চে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই ভ য়াল থাবার প্রভাব ইতিমধ্যেই কর্মবাজারে পড়া সুরু হয়ে গেছে। টেক জায়ান্ট কোম্পানি অ্যাপলের হার্ডওয়ার নির্মাতা প্রতিষ্ঠা ফক্সকন ইতিমধ্যে ৬০ হাজার কর্মী ছাঁটাই করে তার পরিবর্তে রোবটকে কর্মী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। চিনের শিল্প কারখাণাগুলোতে রোবটের ব্যবহার বাণছে আশঙ্কাজনক ভাবে। গত বছর চিনের কারখানায়গুলো রোবট ব্যবহারের হার বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০.৮ শতাংশ। ওয়ার্ল্ডে ইকোনমিক ফেরাম তাদের একটি গবেষণা প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২০২২ সালের ভেতর বিশ্বের ৮০ কোটি চাকরি দখল করে নেবে রোবট। বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তি ক্ষে কেবল চাকুরি দখল করছে, তা নয়, ফরচুন ম্যাগাজিনের এক প্রতিবেদনে বলাহয়েছে, বিশ্বের অন্তত ৫০০টি নেতৃত্ব স্থানীয় কোম্পানি তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া ছেড়ে দিয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার হাতে, অর্থাৎ যন্ত্র এখন মানুষকে নিয়োগ দিচ্ছে। তবে অনেক বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যে শুধু মানবজাতির চাকরি হরানোর কারণে হবে তা নয়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক রণে নতুন পেশারও সৃষ্টিহবে। ডাটা সায়েন্টিস্ট, মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার, আইওটি এক্সপার্টের মতো বিভিন্ন পেশা কৃত্রিম বুদিমত্তার উত্থানের ফলে সৃষ্টি হলেও উঁচুস্তরের এ পেশায় তৃতীয় বিশ্বের মানুষের নাগাল প্যাওয়া কোনক্রমেই সহজ হবে না। উচু মানের কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন এসব পেশায় একচ্ছত্র আধিপত্য করবে উন্নত বিশ্বের উঁচুতলার মানুষজন, আর বে কারহবে গরিবরা। প্রয়াত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং, জাতিসংঘের প্রয়াত মহাসচিব কফি আনান অনেক আগেই কৃত্রিম বহুদ্ধিমত্তার উত্থান সম্পর্কে আমাদের হুঁশিয়ারি করেছিলেন। বর্তমান সময়ের অলোচিত প্রযুক্তিবিদ ইলন মাস্ক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়নকে দৈত্যকে ডেকে আনার শামিল হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। তার মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মনবজাতির জন্য সবচেয়ে ভংয়কর হুমকি এমনকি এটি পারমাণবিক বোমার চেয়েও বেশি বিপজ্জনক। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সবচেয়ে বড় বিপদ হল, এ প্রযুক্তি একসময় মনুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে, নিজেই একটি সত্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। ফেসবুক কর্তৃপক্ষ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন একটি চ্যাটবটের প্রকল্প ঠিক একই কারণে বন্ধ করতেবাধ্য হয়েছিল। ফেসবুকের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন চ্যাটবট মূল প্রোগ্রামের বাইরে নিজ থেকে আলাদা একটি ভাষায় মেসেজ আদান প্রদান শুরু করে দিয়েছিল। যার ওপর ওই প্রকল্পের বিজ্ঞানীদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এ ঘটনার পর ফেসবুক কর্তৃপক্ষ প্রকল্পটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হ য়। চিনের অতি প্রাচীন গো খেলাায় পেশাদার কিংবদন্তি খেলোয়াড় লি সিডলকে টান চারবার হারিয়েছে গুগল ডিপ মাইন্ডের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্ত াআলাফ গেঅগ্ন. এ ঘটনায় স্পষ্ট হয়, আগামী দিনে বুদ্ধিভিত্তিক বিষয়গুলোতেও মানুষকে ছাঁড়িয়ে যেতে পরে কম্পিউটার। মানুষ প্রযুক্তি সৃষ্টি করে তাার পরিশ্রমের লাঘবের জন্য। মানুষের সঙ্গে যন্ত্রের পার্তক্য এখনে। যন্ত্র যদি ক্রমশ মানবীয় গুণাবলি অর্জন করতে শুরু করে, মানুষ এবং যন্ত্রের বিরোধটা শুরু হবে এখান থেকেই। অনেকের ধারণা আগামীদিনে মানুষের কাজের পরিধি কমে গিয়ে মানুষ হয়ে পড়বে ক্রমশ কর্মশূন্য। বুদ্ধিমান যন্ত্রের মাধ্যমে যে বিপুল সম্পদ উপাার্জিত হবে তার ওপর কর ধার্য করে এবং সে অর্থ মানবজাতির ভেতর বন্টন করে মানবসভ্যতায় সমন্বয় করাহবে। কর্মহীন যে জীবনের আশঙ্কা আমাদের দিকে উঁকি দিচ্ছে, তা একেবারে অমূলক নয়। সে কর্মহীন জীবন কতটা সুখকর হবে অথবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি আমরা কতটা মানবকল্যাণে কাজে লাগাতে পারব, সেটিই আসল চিন্তার বিষয়। তবে অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত নানা প্রযুক্তি মানবজাতির কল্যাণেরর তুলনায় শোষণ ও ধ্বংসের কাজে প্রয়োগ হয়েছে বেশি। ড্যান ব্রাউন তার উপন্যাসে দেখিয়েছেন মানবসভ্যতাকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলছেকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। উপন্যাসের ঘটনা কাল্পনিক হলেও আসল বাস্তবতা হচ্ছে আমরা অনেকটা অজান্তেই প্রবেশ ক রছি সভ্যতার আরেকটি স্তরে, যেখানে মানবসভ্যতার সঙ্গে সবচেয়ে বড় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে, যার স্রষ্টা মানুষ নিজেই।

২৬টা ছবির পর লিখব 'এ টু জেড'

অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়: কোন স্কুলে পড়তেন আপনি? দোলনা। স্কুলে ফার্স হতেন? সেকেন্ড হতাম। বালাজি সবসময় ফার্স হত। ফার্স হওয়ার জেদটা কি তখন থেকেই তৈরি হয়েছিল? (হাসতে হাসতে) প্রশ্নের উদ্দেশ্য, বিষয়টা পরিস্কার করলে ভাল হয় না? এই যে জাতীয় পুরস্কারে বাংলার মধ্যে ফার্স হলেন, আগে জাতীয় স্তরেও হয়েছেন, পুরস্কার ঘোষণার আগে কি টেনশন ছিল ফার্স হওয়া নিয়ে? না, না। আমি জানতামই না কবে পুরস্কার ঘোষণা হবে। একটা মিটিং-এ ছিলাম। সেখানেই খবর পেলাম 'এক যে ছিল রাজা' সেরা বাংলা ছবির পুরস্কার পাচ্ছে। 'চতুষ্কোণ'-এর পুরস্কার যখন ঘোষণা হয়, তখন ডাবিং করছিলাম। 'জাতিস্মর' যখন পুরস্কার পেল, ঘোষণার সময় আমি আমেরিকায় ট্যুর করছিলাম। কিন্তু, এটা তো ঘোষণার সময়ের ব্যাপার। ছবি তৈরির সময় কি মাথায় থাকে জাতীয় পুরস্কারের কথা? জাতীয় পুরস্কার খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। খুব সম্মানের ব্যাপার। কিন্তু এটা মাথায় রেখে কাজ করি না। কিন্তু, ধরুন একই বছরে কৌশিক গাঙ্গুলিও ছবি করেছেন, আপনিও করেছেন। তখন কি টেনশন হয় যে কৌশিক পুরস্কারটা পাবেন, নাকি, আপনি? দেখুন, টেনশন কথাটা বলবে না। একটা বছরে কী কী ছবি হচ্ছে খেয়াল রাখি। কোন ছবি পেতে পারে, সেটাও আমি খেয়াল রাখি। আর কৌশিক গাঙ্গুলির কথা বললেন বলে বলছি, হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে রাইভ্যালরি আছে, মিউচুয়াল রেসপেক্টও আছে। আগের বছরে যেমন 'নগরকীর্তন' দেখে আমার মনে হয়েছিল যোগ্য ছবিই পুরস্কার পেয়েছে। এবছর 'উরি' তো অনেকগুলো পুরস্কার পেল। যোগ্য ছবিই পেয়েছে বলে মনে হয়েছে? দেখুন, সাউন্ডের পুরস্কারটা যোগ্য হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ছবির জন্যে ভিকি কৌশল যে সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন, সেটা নিয়ে আমার প্রশ্ন আছে। ওর চেয়ে যিশু অনেকগুন বেটার অভিনয় করেছে 'এক যে ছিল রাজা'য়। ছবি তৈরির সময় কোন জিনিসটা মাথায় থাকে, পুরস্কার, না বক্স অফিস? আমার ছবি একই সঙ্গে ফেস্টিভ্যালেও পুরস্কৃত হয়েছে এবং বক্স অফিসেও সাফল্য পেয়েছে। বাংলা ছবিতে এটা আমার কন্টিবিউশন বলেই মনে করি। ফেস্টিভ্যাল এবং বক্স অফিসের বেড়াটা আমি ভাঙতে পেরেছি। ছবি তৈরির সময় দর্শকদের ভাল লাগবে কী না, এটা কী মাথায় রেখে ছবি করেন? এই ব্যাপারে আমি অত্যন্ত স্বার্থপর। আমি একমাত্র নিজের দিকে তাকিয়ে ছবি বানাই। নিজের যে ছবি করতে ভাল লাগে, সেটাই বানাই। ক'টা লোকের সেটা ভাল লাগবে, অ্যাওয়ার্ড পাবে কী না, এটা আমি মাথায় রাখি না। আপনার বেশ কয়েকটা সিনেমা নিয়ে কোনও কোনও সমালোচকের অভিযোগ যে সৃজিত পুরনো ছবির বিনির্মান করেন। এটা নিয়ে আপনার বক্তব্য কী? দেখুন, বাংলা ছবির ক্ষেত্রে যদি উত্তমকুমার জড়িত থাকেন, তাহলে মানুষ সেটাতেই লিঙ্ক হয়ে পড়ে, আটকে পড়ে, মোহিত হয়ে থাকে। এই মোহ-টা ছাপিয়ে উঠতে পারেন না অনেকেই। আমার 'এক যে ছিল রাজা' নিয়ে কেউ কেউ বলেন এটা 'সন্ন্যাসী রাজা' থেকে তৈরি। কিন্তু এটা তো একটা ঐতিহাসিক কোর্ট কেস নিয়ে তৈরি ছবি। 'জাতিস্মর'-এর মূলে আছে একটা সত্য ঘটনা। সেটা কী করে 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গী'র বিনির্মান হয়? আমার একমাত্র ছবি, যেটাকে আপনি বিনির্মান বলতে পারেন, সেটা 'অটোগ্রাফ'। এটা একই সঙ্গে 'নায়ক' ছবিটার প্রতি ট্রিবিউট এবং বিনির্মান। আমার আর কোনও ছবিই আগের কোনও সিনেমার বিনির্মান নয়। আমি আলাদা আলাদা থিম নিয়ে প্রতিবার ছবি করি। আমি একজন কথক। গল্প বলাটাই আমার কাজ। আমি স্টোরি টেলার। তাহলে, গল্প, উপন্যাস লেখেন না কেন? আমার উপন্যাসের স্ট্রাকচার হল চিত্রনাট্য। যখন ২৬ টা ছবি হয়ে যাবে তখন একটা বই লিখবনাম দেব 'এ টু জেড'। 'এ টু জেড' কেন? আসলে ইংরেজি বর্ণমালার ২৬টা অক্ষরের অনেকগুলো নিয়েই আমি ছবি করে ফেলেছি। যেমন 'এ'দিয়ে 'অটোগ্রাফ', 'বি' দিয়ে 'বাইশে শ্রাবণ', 'জেড' দিয়ে আছে 'জুলফিকার'। মাঝখানে কয়েকটা অ্যালফাবেট বাকি আছে। যেমন 'এফ', যেমন 'আই'। এমন কয়েকটা অক্ষর হয়ে গেলে ২৬টা ছবি হয়ে যাবে। 'এ টু জেড' সম্পূর্ণ হয়ে গেলে লিখব জীবনের 'এ টু জেড'। এমন হিসেব করে ছবি তৈরি করেন নাকি? বর্ণমালা দিয়ে ছবির মালা তৈরি করছেন? (হাসতে হাসতে) তাই তো দেখা যাচ্ছে। এবার তো 'বাইশে শ্রাবণ'-এর দুই চরিত্রকে ফিরিয়ে আনছেন নতুন ছবিতে? হ্যাঁ, 'গুমনামি বাবা'র কাজ শেষের পথে। পুজোয় মুক্তি পাবে। পুজোর পরে শুরু হবে 'বাইশে শ্রাবণ'-এর অভিজিৎ, অমৃতাকে নিয়ে নতুন ছবি 'দ্বিতীয় পুরুষ'। নিজের ছবির চরিত্রদের আবার টেনে আনছেন কেন নতুন ছবিতে? দশ বছর হল ছবি করছি। পুরনোরা কেমন আছে, একটু খোঁজখবর নিচ্ছি। এই আর কি। তবে, আমি নিজেকে খুব একটা সিরিয়াসলি নিইনা। গল্প বলি। গল্প বলতে চাই। নিজেকে শোনাই। তারপর দর্শকদের কাছে আসি। এক গল্প থেকে অন্য গল্পে চলে যাই। সবটাই জীবনের গল্প।

দেশে মেয়েদের নিয়ে শুরু হচ্ছে রোবটিক্স প্রোগ্রাম

তথ্য প্রযুক্তিতে সারা বিশ্বে নারী পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে টেকসই লক্ষ্য মাত্রা বাস্তবায়নের জন্য দেশে ১০ থেকে ২৫ বছরের মেয়েদের নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী একটি টেক লিডারশীপ প্রোগ্রামের আয়োজন করেছে বাংলাদেশ অ্যাডভান্স রবোটিক্স এবং ভিশন ২০২০ সাউথ এশিয়ান প্রকল্প।

আগামী ১২ মে রাজধানী ঢাকার ধানমণ্ডি ২৭ নম্বর রোডের ইএমকে সেন্টার এবং ই এমকে মেকারল্যাবের সহযোগিতায় তারা এই অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বল শুরু করতে যাচ্ছে। প্রথমদিকে একটি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া চালু করেন কর্তৃপক্ষ। প্রাথমিকভাবেইমাত্র কয়েক দিনে রেজিস্ট্রেশন করে ১৮০ জন তরুণী।

সেখানে দেশের বিভিন্ন সরকারী স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পাশাপাশি নামকরা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মেধাবী ছাত্রীরাও নিবন্ধন করেছে অংশগ্রহণ করার জন্য।

কিন্তু সীমিত আসনের কারণেই বাছাই পর্বের মাধ্যমে ৭০ জনকে নির্বাচন করা হবে।

এই অংশগ্রহণকারী তরুণীদের নিয়ে সংগঠন দুইটি ফিমেল রোবটেক লিডারশীপ নামক একটি বিশেষ সেমিনার আয়োজন করতে যাচ্ছে।

এই সেমিনারের পরে কিছু নির্বাচিত সদস্যকে বিনামূল্যে বাংলাদেশের অ্যাডভান্স রোবোটিক্সের দক্ষ গবেষক, প্রশিক্ষক এবং মেন্টর দ্বারা রোবটিক্স এবং অ্যাডভান্স প্রযুক্তি বিষয়ক কোর্স করার সুযোগ করে দেবেন।

এছাড়া ভিশন ২০২০ সাউথ এশিয়ান প্রকল্পের উদ্যোগে রোবোটিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তির নানান খাতে উদ্যোক্তা হওয়ার উপযুক্ত সুযোগ পাবেন এবং সদস্যরা বিনামূল্যে ক্যাম্পাস টেক অ্যাম্বাসেডর হওয়ার সুযোগ পাবেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান ড. শফিকুল ইসলাম এবং প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন বাংলাদেশের সংসদের ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী মিয়া।

এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সংসদ সদস্য হোসনে আরা বাবলী, ইউএসএআইডি কৃষি সম্প্রসারণ কার্যকলাপ প্রকল্পের পার্টি প্রধান বিদ্যুৎ মহলদার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবটিক্স অ্যান্ড মেকাট্রনিকস বিভাগের চেয়ারম্যান ড. লাফিফা জামালসহ সরকারি এবসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তারা। সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে থাকবেন তরুণ প্রযুক্তিবিদ ভিশন ২০২০ সাউথ এশিয়ান প্রকল্পের প্রধান নিবাহী কর্মকর্তা ও বাংলাদেশের অ্যাডভান্স রোবটিক্সের প্রতিষ্ঠাতা জিমি মজুমদার এবন ন্যানো স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারীবাংলাদেশী প্রথম তরুণ আবদুল্লাহ হিল কাফি, অ্যাডভান্স রোবোটিক্সের মহাকাশ ও রোবটিক্স বিষয়ক উপদেষ্টা এবং প্রথম তরুণী রায়হানা শামস ইসলাম অন্তরা, ফিমেল টেক লিডার বিষয়ক উপদেষ্টা।

এছাড়া আরো বক্তব্য রাখবেন অ্যাডভান্স রোবটিক্সে সিকিউরিটি সিস্টেম বিষয়ক উপদেষ্টা রাশেদ মজুমদার এবং আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে লাইভে যুক্ত হবেন অথবা বার্তা দিবেন প্রধান উপদেষ্টা ফারহান ফেরদৌস (জাপান), তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা টমাস রায় (জাপান) এবং দক্ষিণ কোরিয়া এবং টেলিকমিউনিকেশন এবং ফিমেল টেক লিডার বিষয়ক উপদেষ্টা তাহসিন সামিরা দেলোয়াড়সহ বিভিন্ন সেক্টরে স্বনামধন্য গবেষক, প্রযুক্তিবিদ এবং উদ্যোগতারা। এই উদ্যোগের ব্যাপারে জিমি মজুমদার বলেন, আগামীদিনের পৃথিবী রোবটিকস এবং কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর।

তাই নারী পুরুষ সমানভাবে অংশগ্রহণ না করলে কোন দেশ এই গ্লোবাল চ্যালেঞ্জে নিজের অস্তিত্ব সমানভাবে রক্ষা করতে পারবে না।

প্রযুক্তিতে নারীরা সর্বদাই পিছিয়ে আছে তাই আমরাই প্রথম ডিজিটাল বাংলাদেশর স্বপ্ন পূরণের জন্য মেয়েদের নিয়ে রোবটিক্স এবং অ্যাডভান্স টেকনোলজি নিয়ে এই নূতনধর্মীয় যুগপযোগী এইলিডারশিপ প্রোগ্রাম চালু করেছি।

বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার ৬৪ জন মেয়েকে আমরা দক্ষ টেক লিডার হিসাবে গড়ে তুলতে চাই যারা তাদের নিজ নিজ এলাকায় শতশত টেক মেম্বারকে প্রশিক্ষিত করবে এবং উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলবে। ভবিষ্যতে এই টেক লিডার এবং টেক মেম্বাররাই অ্যাডভান্স তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশকে সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরবে এবং নারী পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে নিয়ে আসবে বলে তারা আশাবাদী।

এই ধরনের প্রোগ্রাম তারা সারা বিশ্বে চালু করতে চায় এবং জাতিসংঘের টেঁকসই লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করবেন তারা।

যে খাবার গুলি ক্যান্সার ডেকে আনতে পারে

ক্যানসার আমাদের জীবনের এখন একটি অতি পরিচিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাড়ায় পাড়ায়, অলিতে গলিতে এখন একটি দুটি করেক্যানসার আক্রান্ত দেখা যায়। চিকিৎসকদের বক্তব্য, দূষণকাজের ধরণ, খাওয়ারের রকমফেরই নাকি এই রোগের উৎস। বহু ক্ষেত্রে অতি সাধারণ জীবনযাপন করেও মুক্তি পাওয়াযাচ্ছে না এই মারণ ব্যাধী থেকে।তবে, আমরা যদি একটু নিজেদের পরিবর্তন করতে পারি তাহলে হয়তো বিপদের আশঙ্কা কিছুটা হলেও রোধ করা যাবে। সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে প্রতিদিনের জীবনে আমরা যদি এই খাবারগুলিকে আমাদের খাওয়ারেরতালিকা থেকে বাদ দিতে পারি তাহলে ক্যান্সারে রোখা যায়। এবার এক নজরে দেখে নেওয়া যাক কোন কোন খাবারে রয়েছে এই তালিকায়—১) প্রসেস্‌ড মিট :কাজের সুবিধার জন্য আজকাল আমরা সব কিছুতেই প্যাকেজড ফুড বা টিন ফুডের ব্যবহার কারি। চটজলদি খাবার তৈরি করা যায়। সঙ্গে ঝঞ্ঝাটও কম এই ধরনের খাবারের ক্ষেত্রে। শাক-সব্দি থেকে মাছ, এমনকী মাংসও আমরা এভাবেই খাই । তবে সমীক্ষায় বলা হচ্ছে টিনড মিট বা প্রসেস্‌ড মিট -এ প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম নাইট্রেড থাকে। এই রাসায়নিক শরীরে ক্যানসার সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে অন্যতম একটি বস্তু। ২) মাইক্রোওয়েভ পপকর্ন: ফাস্ট ফুড থেকে পটাটো ওয়েফার্স এমনকী পপকর্ন, তরুণ প্রজন্মের কাছে অতি পরিচিত এবং পছন্দের।

ইচাপা ইচ্ছে থেকেই পরিচালক

বহুদিন সঙ্গীত পরিচালনা করার পর এই প্রথম সিনেমার পরিচালক। এবং প্রথম ছবি 'কেদারা' জিতে নিল স্পেশাল জুড়ি অ্যাওয়ার্ড। দ্বিতীয় ছবি শুরুর আগে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী লাগছে? আসলে, জাতীয় পুরস্কারের আসরে এই স্পেশাল জুড়ি অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় দেশের মধ্যে দ্বিতীয় সেরা ফিচার ফিল্মকে। তাই, এটা সত্যিই একটা বড় সম্মান। হ্যাঁ, অবশ্যই আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিল এই পুরস্কার। অন্তত, আমি যে ধরনের ছবি বানাতে চাই, সেই পথেই যে থাকতে পারব এই পুরস্কার সেই ভাবনাটায় অনেকটা জোর এনে দিল। পরিচালক হিসেবে অন্যদের কাছে অত নম্বর তো পাচ্ছিলাম না। ফলে, আমার গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দিল এই পুরস্কার। এই গ্রহণযোগ্যতাটা কাদের কাছে? সমকালীন পরিচালকদের কাছে, নাকি দর্শকদের কাছে? প্রথমত এবং প্রধানত দর্শকদের কাছে। আমার এই ছবি ফেস্টিভ্যালে দেখানো হলেও এখনও তো সিনেমা হলে রিলিজ করেনি। ফলে জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার জন্য কুড়ি পার্সেন্ট বেসিক অডিয়েন্স বা সাধারণ দর্শক আমি পেয়ে গেলাম। আমার কাজ হবে আমার সিনেমা দিয়ে সেই দর্শকটাকে বাড়ানো। তবে, তার জন্যে আমি কোনও কমপ্রোমাইজ করব না। আমি সেই গল্পই বলব, যা আমার বলতে ইচ্ছে করবে। আপনার প্রযোজক নিশ্চয়ই খুশি প্রথমবারের পরিচালকের ওপর ভরসা করার জন্যে? অবশ্যই। আমার 'কেদারা'র প্রযোজক সমীরণ দাস আমার ওপর বিশ্বাস রেখেছিলেন প্রথম মিটিং থেকেই। আমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি এই সম্মান-প্রাপ্তিতে খুবই খুশি। পরবর্তী ছবির প্রযোজকও কি তিনিই? না, আমার তৃতীয় ছবি উনি প্রযোজনা করবেন। দ্বিতীয় ছবি কি বাবা, মেয়ের সম্পর্ক নিয়ে? অপু? ওটা একটু পিছিয়েছে। ওটাই তৃতীয় ছবি হবে। দ্বিতীয় ছবি কী? কী বিষয়? দ্বিতীয় ছবির নাম 'আগন্তুক'। আজকালকার দিনে বহু সিনিয়র সিটিজেন এই শহরে একা থাকেন। তাদের ছেলেমেয়েরা বিদেশে। প্রতিবেশী বা অন্য আত্মীয়স্বজনরা তাদের বাড়তি মনে করে। মানবিক সম্পর্কই আমার ছবির কেন্দ্রে। কারা অভিনয় করছেন? আবির, সোহিনী, পদ্মনাভ, বেনী, নীল এরা আছে। কবে শুটিং শুরু? ২৪ আগস্ট থেকে। 'কেদারা' কবে মুক্তি পাবে? নভেম্বরে। 'কেদারা'র কেন্দ্রে আছে এক জমিদারের একটা চেয়ার। চেয়ার কি এখানে একটা চরিত্র হয়ে উঠেছে? হ্যাঁ, চেয়ার এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটা চরিত্র। প্রথম ছবিতেই কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় আপনার ছবির প্রধান অভিনেতা। এমন একজন গুরুত্বপূর্ণ পরিচালক ও অভিনেতাকে প্রথম ছবিতেই ডিরেকশন দিতে কোনও দ্বিধা হয়নি? আসলে কৌশিকদার সঙ্গে বহু বছর ধরে তাঁর ছবির মিউজিকের কাজ করেছি। সম্পর্কটাও নিবিড়। আর, এই চরিত্রটা কৌশিকদা ছাড়া হত না। কৌশিকদাকে ডিরেকশন দিতে গেলে প্রথম পরিচালকের একটু দ্বিধা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কৌশিকদা এতটাই কো-অপারেটিভ যে দ্বিধা-টিধা উধাও হয়ে গিয়েছিল। এবং প্রথম পরিচালক হিসেবে অভিনেতা কৌশিকদার কাছ থেকে যে মিউচুয়াল রেসপেক্ট পেয়েছি, সেটা আমাকে বাড়তি প্রেরণা দিয়েছে। নিজে সঙ্গীত পরিচালক, কিন্তু এই ছবির মিউজিকের দায়িত্ব দিলেন অরিজিৎ সিং কে। কেন? সিনেমার পরিচালক হিসেবে আমি সব কাজটা একা করতে চাইনি। আর, এই ছবির জন্যে যে মিউজিক চাইছিলাম সেটা অরিজিৎ-ই পারবে। সেজন্যেই আমি ওকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম। এবং অসাধারণ কাজ করেছে অরিজিৎ। অন্যদিকে অরিজিৎ সিংও তো ছবি পরিচালনা করছেন। সেখানে আপনি অভিনেতা। হ্যাঁ, অরিজিৎ-এর 'সা'তে অভিনয় করেছি। চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবেও অরিজিৎ যে চমৎকার, সেটা ছবিটা দেখলে বোঝা যাবে। আপনার সিনেমার গল্প তো আপনার-ই। সেটা কি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই? অনেকটা তো নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই। নিজের দেখা জগৎ থেকে মনে মনে অনেক গল্প তৈরি করি। সেগুলো সিনেমায় বলতে ইচ্ছা করত অনেকদিন থেকেই। মনের মধ্যে ছাই চাপা অনেক ইচ্ছে তো থাকে। সেটা থেকেই ছবির পরিচালক হলাম। একসময় ছিলেন চিরদীপ। নাম বদল করে ইন্দ্রদীপ হয়ে সঙ্গীত পরিচালনায় সাফল্য পেলেন। সঙ্গীত পরিচালক থেকে সিনেমা পরিচালকের ভূমিকায় এসেই জাতীয় পুরস্কার। নাম বা ভূমিকা বদল তাহলে সাফল্য দিয়েই যাচ্ছে? (হাসতে হাসতে) সেটাই হচ্ছে দেখছি। আসলে, মিউজিক করতে করতে 'বোর' হয়ে গিয়েছিলাম। অন্য একটা ভাষা খুঁজছিলাম নিজেকে প্রকাশের। তাই সিনেমার পরিচালক। ভেবেছিলাম, লাগলে তাক, না লাগলে তুক। তাহলে, তাক-ই লাগল? তাই তো দেখছি। তাহলে, এখন কি আপনাকে সঙ্গীতের চেয়ে বেশি করে সিনেমার পরিচালক হিসেবে দেখতে পাওয়া যাবে? সিনেমা পরিচালনার কাজটা নতুন প্রেমিকার মতো। আমি তো এমনিতে কম কথা বলি।

শনিবার চাকমাঘাটে বিজেপিতে যোগদান র‍্যালীতে ভাষণ রাখেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

ভারতীয় উদ্যোগপতিদের আহ্বাণ বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্ণরের

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি. স.): ২০৪১ সালে বিশ্বে উন্নত দেশের তালিকায় বাংলাদেশকে নেওয়ার লক্ষ্যে পাখির চোখ করেছে সে দেশের সরকার। শনিবার কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই মন্তব্য করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েয় অধ্যাপক তথা বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্ণর আতিউর রহমান। তিনি বলেন, গত কয়েক বছরে ও দেশের যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে, তা রীতিমত উল্লেখযোগ্য। মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের ডাকা এ দিনের আলোচনায় তিনি ছিলেন প্রধান অতিথি। বিষয় ছিল 'বাংলাদেশে বানিজ্যিক সম্ভাবনায় এবং সার্বিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন।' বাংলাদেশের এই প্রবৃদ্ধির হার ধরে রাখতে ভারতের সক্রিয় সহযোগিতা প্রার্থনা করে আতিউর রহমান বলেন, "ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক এখন অত্যন্ত ভাল। এর সুযোগ নেওয়া দরকার। চিন, জাপানের বিনিয়োগকারীরা আসছেন। ভারতীয়রা কেন আসবেন না? শিল্পে বিকাশের প্রচুর সম্ভাবনা আছে ওদেশে। যে কোনও পরিমাণ বিনিয়োগ করতে পারেন। প্রয়োজনে বেড়িয়ে যেতে পারেন। কেবল ভারতীয়দের জন্য তিনটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (এসইজেড) তৈরি হচ্ছে।'

২০০৯-এর মে থেকে ২০১৬-র মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গভর্ণর ছিলেন অর্থনীতির ডক্টরেট আতিয়ুর রহমানউ তিনি বলেন, "১৯৭২-এর ২৬ ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন বাংলাদেশ আবার হাসবে। আমরা অসম্ভব খারাপ অবস্থা থেকে যাত্রা শুরু করে আজ অর্থনীতির নিরিখে একটা সম্মানজনক অবস্থায় এসে পৌঁছেছি। এটা হয়েছে নতুন উন্মেষ, নয়া প্রযুক্তি, স্বনির্ভরতা এ সবের সম্মেলনে। এই সঙ্গে সমান গুরুত্ব দিয়েছি অংশীদারি ও যৌথ উদ্যোগের সংস্থাকে। ব্যাঙ্কের গভর্ণর থাকাকালীন উদ্যোগীদের ই কমার্স, আউটসোর্সিংয়ের স্বাধীনতা দিয়েছিলাম। তার সুফল মিলেছে।"

অনুষ্ঠানে কলকাতায় বাংলাদেশ দূতাবাসের ডেপুটি হাই কমিশনার তৌফিক হাসান বলেন, এই মুহূর্তে

গোটা বিশ্বে যে গুটিকয় রাষ্ট্র অতি দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথে আছে, বাংলাদেশ তাদের অন্যতম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই স্বপ্ন পূরণের পথে। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ রাষ্ট্রপুঞ্জের অনুন্নত দেশসমূহের তালিকা থেকে বেড়োতে শুরু করেছে। আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি মেনে এর পূর্ণ উত্তরণ হবে ২০২৪-এর ১ জানুয়ারি।

স্বাগত ভাষণে বণিকসভার সভাপতি বিশাল ঝাঝারিয়া বলেন, ভারত-বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বানিজ্য বাড়ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে এর পরিমাণ ছিল ৯-৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সে বছর বাংলাদেশে ভারতের রফতানি ছিল ৮-৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ভারতের আমদানি ছিল ০-৮৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। দ্বিপাক্ষিক বানিজ্য বাড়িয়ে উপকার পাওয়ার নানা পথ রয়েছে। কেবল অর্থনীতি নয়, সাক্ষরতা, গড় আয়ু, মহিলাদের বিকাশ প্রভৃতির হার যেমন বেড়েছে, তেমনই হ্রাস পেয়েছে প্রসবকালীন মায়ের মৃত্যু এবং শিশুমৃত্যু। এর বিশদ তথ্যও তিনি দাখিল করেন।

প্রধানমন্ত্রী আবাসের গৃহ পেতে দালালচক্রের ফাঁদে না পড়তে বলেছেন লোয়াইরপোয়ার জেলা পারিষদ

পাথারকান্দি (অসম), ১৭ আগস্ট (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী আবাসের গৃহ বরাদ্দের জন্য দালালচক্রের ফাঁদে না পড়তে বলেছেন লোয়াইরপোয়ার জেলা পারিষদ (জেডপিসি) সহেলি দে। ঘুষের লেনদন সংক্রান্ত কোনও তথ্য পাওয়া গেলে সুবিধাভোগী এবং সংশ্লিষ্ট দালালকে ছেড়ে কথা বলা হবে না, সঙ্গে হুমকিও দিয়েছেন তিনি।

করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি এলাকায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বরাদ্দ হতেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে এক দালাল চক্র। সরকারি আবাস পাইয়ে দেওয়ার নামে শুরু হয়েছে ঘুষের লেনদেন। একাংশ সহজ-সরল সুবিধাভোগীকে প্রধানমন্ত্রী আবাসের গৃহ পাইয়ে দেওয়ার নামে দালাল চক্রগুলো হাতিয়ে নিচ্ছে মাথাপিছু ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা। এ-ধরনের কুকর্মে একদিকে যেমন স্থানীয় কতিপয় জালাল সক্রিয়, অন্যদিকে একাংশ সরকারি আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিও জড়িত বলে অভিযোগ উঠেছে।

এ প্রসঙ্গে লোয়াইরপোয়া জেলা পরিষদ সদস্য সহেলি দে-র প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি জানান, সম্প্রতি গোটা পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার জন্য ২,২৪১টি প্রধানমন্ত্রী আবাসের গৃহ বরাদ্দ হয়েছে। তবে সহজ-সরল সুবিধাপ্রাপকদের এই সব গৃহ পাইয়ে দেওয়ার নামে দালাল সিন্ডিকেট মাথাচাড়া দেওয়ার ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। বিজেপি সরকারের আমলে দালালরাজ কিংবা ঘুষের রাজত্ব বরদাস্ত করা হবে না। সহেলি জানান, লোয়াইরপোয়া জেলা পরিষদ এলাকার পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতের লোয়াইরপোয়া, বাজারিছড়া, ইচাবিল, ঝেরঝেরি ও বালিপিপলায় প্রায় ৬০০-এর মতো প্রধানমন্ত্রী আবাসের গৃহ মঞ্জুর হয়েছে। এটা এক রেকর্ড। উন্নয়নের ধারা বানচাল করতে নানা ফন্দি আঁটছে এক দুষ্ট চক্র। এ-ধরনের কুর্মে কতিপয় সরকারি কর্মচারীও মদত দিচ্ছেন বলে উত্থাপিত অভিযোগ যদি সত্যি হয়, তা-হলে এদের কুকর্ম রুখতে সচেতন জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেছেন জেলা পারিষদ সহেলি দে।

তিনি জোরের সঙ্গে বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাসের গৃহ কারও কথায় বা সুপারিশে বরাদ্দ হয় না। সুবিধাভোদীদের স্টেটাস রিপোর্টের ভিত্তিতে এই সব সরকারি গৃহ মঞ্জুর হয়। এই যোজনার টাকা সরাসরি প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী দফতর থেকে যোগান ধরা হয়। এতে কোনও দালালচক্রের হস্তক্ষেপ মেনে নেওয়া যায় না। এ যোজনায় কোনও সুবিধাভোগীর নাম নথিভুক্ত হয়ে গেলে তা কেউ কর্তন করতে পারেন না। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার নাম করে কাউকে কানাকড়ি না দেওয়ার আহ্বান জানান জেলা পাপরিষদ সহেলি। তাছাড়া, সরকারি গৃহ পাইয়ে দেওয়ার নামে কেউ ঘুষের টাকা দাবি করলে, সেই ঘুষখোরের নামে সরাসরি পুলিশে অভিযোগ দায়ের করতে বলেছেন তিনি।

দুদিনের সফরে ভুটান পৌঁছোলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

পারো (ভুটান), ১৭ আগস্ট (হি স) : দ্বিতীয়বারের সফরে ভুটান পৌঁছালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার দুদিনের সফরে ভুটান পৌঁছোলে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান সেদেশের প্রধানমন্ত্রী লোটে তাশেরিং। পারো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নরেন্দ্র মোদীকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। আজ ভুটানের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভারত-ভুটান সম্পর্ক নয়াদিল্লির "প্রতিবেশী প্রথম" নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। আমি আত্মবিশ্বাসী যে, এই সফর দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ককে আরও উন্নত করবে।'

এই সফরে মোদী ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগায়েল ওয়াংচুক এবং ভুটানের চতুর্থ রাজা জিগমে সিঙ্গিয়ে ওয়াংচুকের সঙ্গে দেখা করবেন। পাশাপাশি দেশটির প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। তাঁর সফরের দ্বিতীয় দিন মোদীর ভুটানের জাতীয় স্মৃতিসৌধ ছর্টনে যাওয়ার কথা রয়েছে। এছাড়া তিনি বৌদ্ধ বিহার তাসিছোডজং-এ একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। পরে ভুটানের রয়্যাল ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখবেন। সফরকালে দুদেশের মধ্যে ১০টি মউ স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা। পাঁচটি প্রকল্পের উদ্বোধনও হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তার মধ্যে রয়েছে মঙ্গদেচুতে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং থিম্পুতে ইসরো-নির্মিত আর্থ স্টেশন। ডোকলাম নিয়ে তীব্র উত্তেজনার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফর উপলক্ষ্যে নিরাপত্তায় মোতায়েন রয়্যাল ভুটান আর্মি ও রয়্যাল পুলিশের বিশেষ দল। অত্যন্ত জনপ্রিয় পর্যটনস্থল পারো। ফলে পর্যটকদের সাময়িক চলাচলে থাকছে কড়াকড়ি। যদিও পূর্ব ঘোষণা অনুসারে, সবাইকে এই নির্দেশিকা জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মোদীর সফর ঘিরে পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলা লাগোয়া বিখ্যাত বাণিজ্যপথ ফুন্টশোলিং ও জয়গাঁয় বাণিজ্য বন্ধ থাকছে। পর্যটকদের যাতাযাতেও থাকছে বিধি নিষেধ। ফুন্টশোলিং ভুটানের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শহর।

চিন ও ভারতের মাঝে থাকা একচিলতে পার্বত্য ভূখণ্ড তথা ড্রাগনভূমি হল ভুটান। তিনটি দেশের সীমান্তে রয়েছে ডোকলাম মালভূমি। এই এলাকায় চিনা সেনার উপস্থিতি নিয়ে বেজিং ও নয়াদিল্লির কূটনৈতিক সম্পর্কে আলোড়িত হয়েছিল আন্তর্জাতিক মহল। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ভুটান সফরে গিয়ে প্রতিবেশী চিনকে কিছু বার্তা দেবেন মোদী। সেই দিকেই লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। এইদিকে লক্ষ্য রাখছে অপর প্রতিবেশী চিন।

ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ৫০০ কোটির সম্পত্তি হাতানোর চেষ্টার অভিযোগ

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি. স.): সর্বভারতীয় অখন্ড সম্মেলনের সম্পত্তি যাতে বেহাত না হয়, তার আবেদন করলেন সম্প্রদায়ের একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী। তাদের অভিযোগ, সংগঠনের যে সম্পত্তি অছি পরিষদের হাতে থাকার কথা, কৌশলে তা ব্যক্তিগত মালিকানায় হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।

শনিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষ্ণ চন্দ্র দেবনাথ, হরেন্দ্র নাথ মন্ডল, অসীম দে সরকার, বলরাম দাস, দয়ানাথ সাহা, প্রণব রায় সংগঠনের এই ছয় শীর্ষ প্রতিনিধি বলেন, প্রায় ১০০ বছর আগে স্বামী পরমহংসদেব প্রথমে বারাণসীতে এর প্রতিষ্ঠা করেন। এর পর ভারত-বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এর শাখা। বর্তমানে এসবের মূল্য প্রায় ৫০০

ছয়ের পাতায়

করিমগঞ্জের লোয়াইরপোয়ায় গরুচোর সন্দেহে ধৃত এক, গণধলাই দিয়ে পুলিশে সমঝে দিলেন জনতা

পাথারকান্দি (অসম), ১৭ আগস্ট (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়া থানার অন্তর্গত হাতিখিরা বাগানে এক ব্যক্তিকে গরুচোর সন্দেহে ধরে গণধলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন স্থানীয় জনতা। ধৃত ব্যক্তিকে ওই বাগানের ২০ নম্বর লাইনের পুখরিটিলার বাসিন্দা বছর ৫০-এর জনৈক নিতাই কুর্মি বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, শুক্রবার গভীর রাতে বাজারিছড়া থানা এলাকার হাতিখিরা বাগানের বিশ নম্বর লাইনে প্রহরারত স্থানীয় ভিডিপি কর্মীরা টহল দিচ্ছিলেন। তখন রাত প্রায় দুটো নাগাদ ওই নিশাচরকে দেখেন, সে এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ির গোয়ালঘরে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। টহলদারি ভিডিপি কর্মীদের বুঝতে বিলম্ব হয়নি, গৃহস্থদের গবাদি পশু চুরি করার পরিকল্পনা নিয়ে এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি যাতায়াত করছে। কিন্তু ভিডিপি কর্মীদের অবস্থানে সে তার কর্ম সম্পাদন করতে পারছিল না। এক সময় তারা নিশাচর ব্যক্তিকে ধরে বেঁধে রাখেন।

শনিবার সকালে ঘটনাটি মুখে মুখে চাউর হয়ে যায়। জমতে থাকে ভিড়। স্থানীয়দের মধ্যে কেউ কেউ তাকে এলাকার দাগি চোর নিতাই কুর্মি বলে শনাক্ত করেন। ইত্যবসরে উত্তেজিত জনতা ধৃত সন্দেহভাজন চোরকে ধোলাই দিয়ে জুতোর মালা পরিয়ে চক্কর কাটান। জনরোষের কবলে সন্দেহভাজন ব্যক্তিটি স্বীকার করে সে গৃহস্থদের ঘর থেকে গরু চুরি করে অন্যেরর হাতে তুলে দেয়। বিনিময়ে সে নাকি গরু প্রতি দেড়শো টাকা করে পারিশ্রমিক পায়। পরে ওই সব চুরির গরুগুলো ট্রাকে বোঝাই করে ত্রিপুরা, এবং বাংলাদেশে পাচার করা হয়। এদিকে খবর পেয়ে বাজারিছড়া থানা থেকে পুলিশ গিয়ে জনতার হাতে আটক নিতাই কুর্মিকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে। বাজারিছড়া থানার ওসি বিএন মালসেম থিক জানান, ধৃত ব্যক্তির কাছে এলাকায় গত বেশ কিছুদিন ধরে সংগঠিত চুরি সংক্রান্ত বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য আদায় করেছেন। তবে তদন্তের স্বার্থে এ-সব খোলসা করতে তিনি তাঁর অপারগতার কথা জানান।

প্রসঙ্গত, গত বেশ কয়েকমাস থেকে লোয়াইরপোয়া এলাকার বিভিন্ন স্থানে চুরির হিড়িক পড়ায় আতঙ্ক বোধ করছেন স্থানীয়রা। চোরের হাত থেকে রক্ষা পেতে স্থানে স্থানে শুরু হয়েছে রাত জেগে পাহারার ব্যবস্থাও।

শনিবার লেবার কমিশনের সামনে এক বিক্ষোভ র‍্যালী আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

সীমান্তরক্ষার কাজের মেয়াদ শেষ করে এবার ফিরছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি

লেহ, ১৭ আগস্ট (হি স) : টেরিটোরিয়াল আর্মির সঙ্গে সীমান্তরক্ষার কাজের মেয়াদ শেষ করে এবার ঘরে ফিরছেন লেফট্যানেন্ট কর্নেল মহেন্দ্র সিং ধোনি। শনিবার নয়াদিল্লির বিমান ধরার আগে লেহ বিমানবন্দরে সিকিউরিটি চেকিংয়ে করেন মাহি।

বিশ্বকাপের পর সেনার কাছে সীমান্তরক্ষী হিসেবে দেশসেবা করতে চেয়ে ইচ্ছেপ্রকাশ করেছিলেন ধোনি। ধোনির ইচ্ছেকে যথাযোগ্য সম্মান জানিয়ে প্রাক্তন অধিনায়ককে টেরিটোরিয়াল আর্মির ১০৬ টিএ প্যারা ব্যাটেলিয়ন হিসেবে জম্মু-কাশ্মীরে প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করে দেয় ভারতীয় সেনাবাহিনী। উপত্যকায় দু'সপ্তাহ প্রশিক্ষণের শেষে এবার ঘরে ফিরছেন মাহি।

উল্লেখ্য, জম্মু-কাশ্মীরে আর্টিকল ৩৭০ রদ হওয়ার পর নতুন ইউনিয়ন টেরিটোরি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা লাদাখে সেনার পোশাকে ৭৩ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করেন বিশ্বজয়ী অধিনায়ক।১০৬ নম্বর টেরিটোরিয়াল আর্মি ব্যাটেলিয়নের সঙ্গে স্বাধীনতা দিবস সেলিব্রেশন করেন বিশ্বকাপ জয়ী ভারত অধিনায়ক। পতাকা তুলে স্বাধীনতা দিবস সেলিব্রশনের আগে লাদাখের আর্মি হাসপাতালে যান ধোনি। সেখানে ভর্তি জওয়ান ও তাঁদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। ৩১ জুলাই টেরিটরিয়াল আর্মির একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে প্রশিক্ষণে যোগদান করেছিলেন মাহি। যোগ দিয়েই সেনা পোশাকে ব্যাটে অটোগ্রাফ দিতে দেখা গিয়েছিল কর্নেল (সাম্মানিক) ধোনিকে। পাশাপাশি সেনার পোশাকে ভলিবল খেলে ইউনিটের বাকি সদস্যদের উদ্দীপ্ত করেছিলেন মাহি।২০১১ দেশকে বিশ্বকাপ জেতানোর পর ভারতীয় টেরিটোরিয়াল আর্মির তরফে ধোনিকে কর্নেল (সাম্মানিক) পদ প্রদান করা হয়। বছর চারেক পর ২০১৫ আগ্রায় সেনার এয়ারক্র্যাফটের প্রশিক্ষণে পাঁচটি প্যারাশুট জাম্প সম্পূর্ণ করেন মাহি। একই সঙ্গে একজন কোয়ালিফায়েড প্যারাট্রুপার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন বিশ্বজয়ী অধিনায়ক।

শনিবার ডিওয়াইএফ আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত রেল-বিমান পরিষেবা

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি.স.): টানা বৃষ্টির জেরে নাকাল শহর কলকাতাউ জল জমে স্বাভাবিক জীবন যাত্রা শ্লথউ এর প্রভাব পরেছে রেল থেকে শুরু করে বিমান পরিষেবাতেওউ হাওড়া-শিয়ালদা শাখায় দেরিতে চলছে ট্রেন। বাতিল করা হয়েছে বেশ কিছু ট্রেন। রেললাইন জলের তলায় থাকায় বন্ধ রাখা হয়েছে চক্ররেলের একাংশ। শনিবার সকালে দেরিতে ছাড়ে দিল্লিগামী ২টো বিমান। খারাপ পরিস্থিতির ফলে ৩টি বিমান অবতরণে সমস্যা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

শুক্রবার বিকেলের পর থেকে সেই যে বৃষ্টি শুরু হল, তা এখনও চলছে। সপ্তাহান্তে বৃষ্টি দিয়েই সকাল শুরু হয়েছে কলকাতার। টানা বৃষ্টির জেরে শহরের বেশ কিছু রাস্তা জলমগ্ন। পূর্ব রেল সুত্রে খবর, হাওড়া-শিয়ালদা শাখায় দেরিতে চলছে ট্রেন। দক্ষিণ-পূর্ব শাখায় ৩টি ডাউন পাঁশকুড়া-হাওড়া লোকাল ও ২টি ডাউন মেচেদা-হাওড়া লোকাল বাতিল করা হয়েছে।এছাড়া হাওড়া-বাগনান-সাঁতরাগাছি লোকাল ও হাওড়া-পাঁশকুড়া-হাওড়া লোকাল বাতিল করা হয়েছে। ৫টি আপ হাওড়া- পাঁশকুড়া লোকালও বাতিল করা হয়েছে।

হাওড়া থেকে বাতিল করা হয়েছে আপ/ডাউন শ্রীরামপুর লোকাল, আপ/ডাউন বেলুড় মঠ-হাওড়া লোকাল, ডাউন শেওড়াফুলি লোকালউ জল জমে রেল লাইন ডুবে যাওয়ার ফলে সকাল ১০টা ৪০ মিনিট থেকে বাগবাজার ও প্রিন্সেপ ঘাটের মধ্যে বন্ধ রাখা হয়েছিল চক্ররেল।

একটানা ভারী বৃষ্টির জেরে কলকাতা বিমানবন্দরের অ্যাপ্রন এরিয়ায় জল জমেছে। সমস্যা হচ্ছে বিমান ওঠানামার ক্ষেত্রে। বৃষ্টির জেরে ককপিট থেকে বাইরের দৃশ্য পরিষ্কার দেখা না যাওয়ায়ও সমস্যা হচ্ছে বিমান ওড়ানোর ক্ষেত্রেউ

মসজিদে বিস্ফোরণের ঘটনায় মারা গিয়েছে তালিবানি নেতার ভাইও

কাবুল, ১৭ আগস্ট (হি স) : শুক্রবার পাকিস্তানের এক মসজিদে বিস্ফোরণে মারা যায় তালিবান সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের এক নেতার ভাইও। জানা গিয়েছে, এই বিস্ফোরণে ৪ জন মারা গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে ওই নেতার ভাইও রয়েছে। বিস্ফোরণের দায় স্বীকার না করলেও বোমা বিস্ফোরণের জেরে শেখ হাজিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদার ছোট ভাই হাফিজ মারা গিয়েছে তা ঘোষণা করেছে তালিবানের এক সিনিয়র সদস্য।

পুলিশ জানিয়েছে, বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় ৪ জনের মৃত্যু হলেও আহত হয়েছেন ২০জন। তাঁদের মধ্যে অনেকের অবস্থাই সংকটজনক। ফলে মৃতের সংখ্যা

ছয়ের পাতায়

পুলিশ কর্মীর ছেলের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য বারাসত পুলিশ আবাসনে, তদন্তে পুলিশ

বারাসত, ১৭ আগস্ট (হি স) : পুলিশ কর্মীর ছেলের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে। শনিবার সকালে বারাসতের কাছারি ময়দান সংলগ্ন পুলিশ আবাসনের নিচ থেকে উদ্ধার হয় ওই যুবকের রক্তাক্ত দেহ। পরিবারের অভিযোগ, খুন করা হয়েছে প্রভাকর গিরি নামে ওই যুবককে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বারাসত থানার পুলিশ শাসন থানায় কর্তব্যরত পুলিশ কর্মী কৃষ্ণানন্দ গিরির ছেলে মৃত প্রভাকর গিরি। কৃষ্ণানন্দ গিরির পরিবার বারাসত পুলিশ আবাসনেই থাকেন। প্রভাকর বিভিন্ন ব্যাংকের সার্ভারের কাজ করতেন। জানা গিয়েছে, শুক্রবার কাজে যাননি তিনি। দুপুরে দীর্ঘক্ষণ বন্ধুদের সঙ্গে এলাকায় ঘুরেফিরে বাড়ি ফেরেন প্রভাকর। বিকেলে ফের বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে বেড়িয়ে পড়েন তিনি। পরে রাত ১০ টা নাগাদ বাড়ি থেকে ফোন করা হলে তিনি জানান, বারাসত স্টেশনে বন্ধুদের সঙ্গে রয়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ি ফিরবেন বলেও জানান তিনি। কিন্তু এরপর আর বাড়ি ফেরেননি। বাড়ি থেকে একাধিকবার ফোনে চেষ্টা করলেও তাঁর সঙ্গে আর কেউ যোগাযোগ করতে পারেননি। পরে শনিবার সকালে পুলিশ আবাসনের নিচে প্রভাকরকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা।

তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এরপরই পুলিশের তরফে দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই পরিবারের তরফে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বারাসত থানায়।পুলিশ কর্মীর ছেলের রহস্যমৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার সকাল থেকেই উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। পরিবারের অভিযোগ, বন্ধুরাই খুন করেছে প্রভাকরকে। কিন্তু কী কারণে খুন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। মৃত যুবকের সঙ্গে কারও কোনও অশান্তি ছিল কি না, তা জানতে ইতিমধ্যেই মৃতের বন্ধু, পরিবার ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলছেন তদন্তকারীরা। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই যুবকের মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে বলে মনে করছে বারাসত থানার পুলিশ।

আজ থেকে রাজ্যে ট্রাক ধর্মঘটের ডাক

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি স)ঊ পুলিশের বিরুদ্ধে জুলুমবাজির অভিযোগ তুলে সোমবার থেকে রাজ্যে ট্রাক ধর্মঘটের ডাক দিল ফেডারেশন অফ ওয়েস্টবেঙ্গল ট্রাক অপারেটার্স অ্যাসোসিয়েশন। অনির্দিষ্টকালের জন্য ট্রাক সংগঠনগুলি ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদক তথা বনগা মোটর ওনার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি দিলীপ দাস হিন্দুস্থান সমাচার-কে বলেন, “দাবি না মেটা পর্যন্ত আমরা ধর্মঘট চালিয়ে যাবঊ তবে, আগামীকাল প্রশাসনের তরফে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেঊ কাল বিকেলে বেলেঘাটায় আমরা নিজেদের মধ্যে এক বৈঠকে বসবঊ”

রাজ্য কিংবা জাতীয় সড়কের একাধিক সেতুর পরিস্থিতি বেশ সঙ্কটজনক। তাই পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই বিপাকে পড়তে হয় ট্রাক চালকদের। মাঝ রাস্তাতেই বহু সময় নষ্ট হয় বিকল্প উপায় অবলম্বন করতে গিয়ে। এই ইস্যুতেই সরব হয়েছেন আন্দোলনকারীরা। তাঁদের দাবি, ওভার লোডিংয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকার অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ বহন ক্ষমতায় ছাড় দিলেও রাজ্য সরকার সেই নিয়ম মানে না। ফলে আকছার পুলিশদের ঘুষ দিতে হয়। না হলে পণ্য বোঝাই ট্রাক নিয়ে যেতে দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ।

নিয়মানুযায়ী, ১০ চাকা ট্রাকের ক্ষেত্রে ১৬টনের সঙ্গে অতিরিক্ত ৩টন মোট ১৯টন, ১২ চাকা লরির ক্ষেত্রে ২১টনের সঙ্গে অতিরিক্ত ৪টন ও ১৪ চাকা লরির ক্ষেত্রে ৩৩টন পণ্যের সঙ্গে আরও ২টন পর্যন্ত ট্রাকে মাল বহনে ছাড় রয়েছে। আন্দোলনকারীদের দাবি, বেশকিছু ক্ষেত্রে এই পণ্য পরিবহণ করতে গিয়েই পুলিশি হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। হাতে গুঁজে দিতে হচ্ছে টাকা।

শুধুমাত্র পুলিশ জুলুমই নয়, আরও পাঁচ দফা দাবিতে ধর্মঘটে নামছেন ট্রাক মালিকরা। যার মধ্যে রয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ওভার লোডিং নীতি, মোটর ভেহিকেল আইনের ফাঁকফোকর, গাড়ির কাগজপত্র নিয়ে সরকারি কর্মীদের ঢিলেমি ও ডিজেলে জিএসটি লাগু করার দাবি।

উন্নতি হয়নি

● প্রথম পাতার পর

চিকিৎসকরা। নজর রাখা হচ্ছে দলের তরফেও। সময়ে সময়ে রিপোর্ট পাঠানো হচ্ছে কেন্দ্রকে। শুক্রবার সকালেই জেটলিকে দেখতে এইমসে যান রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। তাঁর সঙ্গে যান কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী অশ্বিণী কুমার।

শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় গত ৯ আগস্ট সকালে এইমসে ভরতি করা হয় অরুণ জেটলিকে। প্রথমে কার্ডিওলজি বিভাগে ভরতি করা হয় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে। বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে তৈরি হয় মেডিক্যাল টিম। তারপর প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে ভেন্টিলেশনে স্থানান্তরিত করা হয়। রাতেই প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীকে দেখতে যান উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান বেঙ্কাইয়া নায়ডু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন এবং লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। ভর্তি হওয়ার সপ্তাহখানেক পরেও অরুণ জেটলির অবস্থার তেমন একটা উন্নতি হয়নি বলেই এইমস সূত্রে খবর।

যুব সংগঠনের

● প্রথম পাতার পর

পথে অগ্রসর হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। মানুষ যাতে তীব্র আক্রমণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সেজন্য কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার করা হয়েছে। ডিওয়াইএফআই বলেছে কাশ্মীর কারোর সাথে ছিল না। ৩৭০ ধারার মধ্য দিয়ে কাশ্মীরকে কিছু সুবিধা দেওয়া হবে সেই চুক্তির ভিত্তিতেই কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে এসেছিল। কাশ্মীর ও ভারতের মধ্যে যে সুতোটা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল সেই সুতোটা কেটে দেওয়া হয়েছে বলে ডিওয়াইএফআই নেতা অভিযোগ করেন। কাশ্মীর যদি মনে করে তারা চুক্তি তুলে নেওয়ায় ভারতের সঙ্গে থাকবে না, তাহলে তারা ভারতের সঙ্গে না-ও থাকতে পারে। তারা আলাদা থাকার জন্য রাষ্ট্রসংঘে আপিলও করতে পারে। কাশ্মীরের মানুষ কেমন আছে তা কেন জানতে দেওয়া হচ্ছে না সেই প্রশ্নও তুলেছে ডিওয়াইএফআই।

জরুরী পরিষেবা

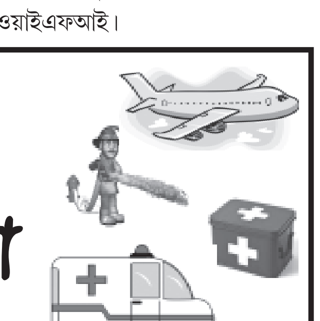

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জাগরণ অফিসে আনন্দমার্গের বোনেরা রাখি পরাচ্ছেন। নিজস্ব ছবি।

লোগো ঃ শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

এই কর্মসূচি রূপায়ণে অন্যতম ভূমিকা নিচ্ছেন রাজ্যের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ। আসন্ন শিক্ষক দিবসে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে লোগো সংবলিত মোমেন্টো দিয়ে সম্মান জানানো হবে, জানান তিনি। এদিন শিক্ষামন্ত্রী বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে শিক্ষা দফতরের বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, শিক্ষার মানোন্নয়নে ত্রিপুরা সরকার একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকার ত্রিপুরার শিক্ষার মানোন্নয়ন করে রাজ্যকে দেশের অন্যতম স্থানে নিয়ে যেতে চাইছে। সেই লক্ষ্য পূরণে সরকার নতুন দিশা, এনসিইআরটি-র সিলেবাস চালু করা, সিঙ্গল শিফট স্কুলের সময়সূচি পরিবর্তন, প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ৬৭টি স্কুলে লেখাপড়া চালু, প্রায় ৩১ হাজার শিক্ষককে শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ-সহ একাধিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা চা উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা, উচ্চশিক্ষা অধিকর্তা সাজ ওয়াহিদ এ, বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা ইউ কে চাকমা, ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা উন্নয়ন দফতরের অধিকর্তা সুনীল দেববর্মা ও অন্যান্য আধিকারিক, শিক্ষাবিদ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষগণ উপস্থিত ছিলেন। লোগোটির ডিজাইনার আর্ট কলেজের শিক্ষক অরূপ সিনহাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী লোগোটি ডিজাইন করার জন্য শিক্ষক সিনহাকে ধন্যবাদ জানান।

ভূমিকায় প্রশ্ন

● প্রথম পাতার পর

পুলিশের হাতে এ-সব আটকের ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে যাচ্ছে, অথচ কোনও মামলা নেই। কদমতলা থানা কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। কদমতলা এবং ধর্মনগরের সচেতন নাগরিকরা জানতে চেয়েছেন, শুক্রবার সন্ধ্যায় কাকে আটক করা হয়েছিল? মারুতি অল্টো কারটি কার ছিল? যে কার্টুনটি পাওয়া গেছে তার মধ্যে কী ছিল? এ ব্যাপারে তাঁরা রাজ্যের গৃহ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী যদি বিষয়টি সরাসরি তদন্ত করেন তা-হলে জেলা পুলিশের শীর্ষ থেকে অধস্তন কর্মীদের মুখোশ খুলে যাবে দাবি করেছেন অভিযোগকারীরা।

মরণফাঁদে পরিণত

আটের পাতার পর

সময় বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে পারেন বলে ইঙ্গিত মিলেছে। খয়েরপুর-আমতলি বাইপাস সড়কটির সংস্কার করা হলে একদিকে যেমন যানবাহন চলাচলে সুবিধা হবে। ঠিক তেমনি জরুরি ভিত্তিতে যাতায়াতের ক্ষেত্রেও সুবিধা বাড়বে। সবদিক বিবেচনা করেই অবিলম্বে বাইপাস সড়কটির সংস্কার করার দাবি উঠেছে।

নেতার ভাইও

পাচের পাতার পর

বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। পাকিস্তানের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের শহর কুয়েতা থাকে ২৫ কিমি দূরে অবস্থিত এক মসজিদে বোমা বিস্ফোরণ হয়। এই সিনিয়র সদস্য জানিয়েছে, সমজিদের পাশেই রয়েছে এক মাদ্রাসা। যেখানে হাফিজ পড়াতেন। আফগান তালিবানের সদস্যরা মাঝেমধ্যেই যেতেন সেখানে। পড়ানোর শেষে নমাজের জন্য মসজিদে গিয়েছিলেন তালিবান নেতার ভাই।

চেষ্টার অভিযোগ

পাচের পাতার পর

কোটি টাকা। বেআইনিভাবে এসব হস্তান্তরের চেষ্টা হচ্ছে। বেশ ক’বছর মামলা লড়ার পর নিম্ন আদালত আমাদের পক্ষে রায় দিয়েছে। আমরা এর রূপায়ণ, প্রয়োজনে প্রশাসক বসানোর দাবি করছি।

অভিযোগকারীরা বলেন, ২০০৮-এর ১৬ এপ্রিল কলকাতায় কাঁকুরগাছির গুরুধামে মঙ্গলময়ী বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে স্বঘোষিত মহাসন্ন্যাসিনী সংহিতা দেবী-সহ চার জন খুন হন। তা নিয়ে তোলপাড় হলেও আজ পর্যন্ত খুনের কিনারা হয়নি। আমরা চাই, দ্রুত ওই রহস্যের উদ্ঘাটন হোক।

তথ্যমন্ত্রী হাছান

তিনের পাতার পর

সভায় বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক আব্দুস সবুর, বিএসএমএমইউয়ের উপাচার্য কনক কান্তি বড়ুয়া, জাতীয় প্রেস কাবের সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন, বিএফইউজের সাবেক সভাপতি মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, সাবেক মহাসচিব ওমর ফারুক চৌধুরী, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কুদ্দুস আফ্রাদ, ডিইউজের সাধারণ সম্পাদক সোহেল হায়দার চৌধুরী বক্তব্য রাখেন।

তাবুরাম টাইড

তিনের পাতার পর

এবং অন্য কয়েকটি রচনাগ্রন্থও রচনা করেছেন এই বিশিষ্ট পণ্ডিত। সাহিত্য জগতে অবদানের জন্য অসম সরকার তাঁকে সাহিত্যিক পেনশনও প্রদান করেছিল। মিছিং আগম কেবাং তাঁকে ২০০৭ সালে ‘আগম মিগাঙ’ সম্মানে সম্মানিত করেছে। মিসিং ভাষা-সাহিত্যে অবদানের জন্য ২০১০ সালে তাঁকে সাহিত্য অকাডেমি ‘ভাষা সম্মান’ পুরস্কারে ভূষিত করেছে। এছাড়া ২০১১-১২ সালে ছুকাফা পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক-পণ্ডিত তাবুরাম টাইডকে।

মাপলেন ফিরহাদ

দুইয়ের পাতার পর

তরিঘরি আরও সক্রিয় করা হয় কলকাতা পুরসভার কন্টোল রুমঊ কন্টোল রুমের নম্বর ২২৮৬ ১২১২ঊ এই নম্বরে ফোন করলেই মিলবে পরিষেবা।

মেয়র এদিন পাম্পিং স্টেশনগুলি পরিদর্শন করে জানান, “শহরের ড্রেনেজ সিস্টেমগুলি যে পরিমানে জল নিষ্কাশন করতে সক্ষম তাঁর থেকে অনেক বেশি বৃষ্টিপাত হওয়ায় এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছেঊ যেখানে কলকাতা পুরসভার ড্রেনেজ সিস্টেমগুলি ৬ মিলিমিটার জল একসাথে জল নিষ্কাশন করতে পারে সেখানে আবহাওয়া দফতরের শেষ খবর অনুসারে বৃষ্টি হয়েছে ১৮৬ মিলিমিটার। কর্মীরা চেষ্টা করছে জল যত দ্রুত সম্ভব নামিয়ে শহরকে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে আনতে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় বোনকে বাঁচাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু দাদার

সোনারপুর, ১৭ আগস্ট (হি.স.): বোনকে বাঁচাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল দাদার। মৃতের নাম পিন্টু নস্কর(২৬)। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সোনারপুর থানার অন্তর্গত বৈদ্যপাড়া এলাকায়। এই ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

শুক্রবার রাতে বোনের সাথেই বাড়ি ফিরছিল পিন্টু। প্রচণ্ড বৃষ্টি হওয়ার কারণে রাস্তায় জল জমে ছিল। বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে জমা জলে ইলেকট্রিকের কাটা তার পড়েছিল। সেই জলেই প্রথম পা দিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় বোন। বিষয়টি বুঝতে পেরে বোনকে বাঁচাতে যায় পিন্টু। তখন সে ও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। দাদা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছে দেখে চিৎকার শুরু করে বোন। সেই চিৎকার শুনে আশপাশের মানুষজন এসে তাদের দুজনকে উদ্ধার করে। দুজনকেই স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই পিন্টুকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। এই ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। মৃতের বাবা মৃত্যুঞ্জয় নস্কর ঘটনার তদন্ত দাবী করেছেন। সোনারপুর থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে ও অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

উত্তীর্ণ ৪১৪৭ জন

● প্রথম পাতার পর

দ্বাদশে ৩৭ জন পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিলেন। ফলে, মাধ্যমিকে ৫,০৫৬ জন এবং দ্বাদশে ৪৩৬ জন পরীক্ষা দিয়েছিলেন।

ভবতোষবাবু জানিয়েছেন, সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষায় মাধ্যমিকে ৩৭৬৯ জন এবং দ্বাদশে ৩৭৮ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। জানান, যারা সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি তারা আগামী বছর পরীক্ষা দিতে পারবেন। এদিকে, বিষয়ভিত্তিক ফলাফলের হার এখনও পর্ষদ অফিসে খতিয়ে দেখা হয়নি বলে তিনি জানিয়েছেন।

চেইন ছিনতাই

● প্রথম পাতার পর

দাঁড়িয়ে থাকলে অপরজন মহিলার গলা থেকে জোরপূর্বক সোনার হার ছিনতাই করে মহিলাকে ধাক্কা মেরে ফেলে আহত করে চলে যায়। মহিলা কিছু বোঝে ওঠে চিৎকার করার আগে বাইকে চেপে চম্পট দেয় ছিনতাইবাজরা। মহিলার চিৎকার শুনে স্থানীয় মানুষজন ছুটে আসেন ঘটনাস্থলে। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ এসে একটি অভিযোগ লিখে নিয়ে যায়।

এদিকে দিনদুপুরে রাজধানী শহর আগরতলায় ছিনতাইয়ের ঘটনায় পুলিশি নিরাপত্তা বড়সড় প্রশ্ন চিহ্নের মুখে পড়েছে। কারণ সরকার নিরাপত্তাকে ঢেলে সাজাতে প্রথমে মোবাইল গাড়ির ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু এই গাড়িগুলি শহরের ছোট ছোট গলিতে চলতে পারবে না, তাই গত ১২ আগস্ট মুখ্যমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে বিট পুলিশি ব্যবস্থা চালু করেন, সেই সঙ্গে বিট পুলিশদের জন্য ২৬১টি মোটর বাইকও বরাদ্দ করা হয়। এগুলির উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, এই ২৬১টি মোটর বাইকে চেপে পুলিশ রাজধানীর ছোট ছোট গলিতে ঘুরে বেড়াবে যাতে কোনও ধরনের অপরাধ সংগঠিত হতে না পারে। অথচ এই ব্যবস্থা চালুর এক সপ্তাহ হওয়ার আগেই দিনের বেলা মহিলার গলা থেকে সোনার হার ছিনতাইয়ের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকাকে প্রশ্ন চিহ্নের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিরা

● প্রথম পাতার পর

খুমলুংয়ে ইনাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইস্টিটিউট হবে, বাঁশ ভিত্তিক শিল্প হবে, ব্যবসার জন্য শপিং কমপ্লেক্স হবে। বেশির ভাগই হয়নি আর যা কিছু হয়েছে তাদের জন্য তাদের কোনও সদস্য তার কিছু পায়নি। অন্যরা এ-সবের সুবিধা নিচ্ছে। তাই সরকারের উচিত, তাদের সঙ্গে চুক্তি পূরণ করা। সাংবাদিক সম্মেলনে টিইউআইপিসি-র সভাপতি, অরগানাইজিং সেক্রেটারি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি থুমনাই বরক, সাধারণ সম্পাদক থমাস ত্রিপুরা, সহ-সাধারণ সম্পাদক বিনয় দেববর্মা-সহ অন্যান্য নেতারা।

বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

তাঁরা বলেন, সম্প্রতি এ-সম্পর্কিত বিল সংশোধন করে শ্রমিকদের অর্জিত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে আজ আন্দোলনে সরব হয়েছেন। বলেন, সারা দেশেই এই আন্দোলন সংগঠিত করা হচ্ছে। যার অঙ্গ হিসেবে এদিন সংগঠনের ত্রিপুরা রাজ্য শাখার তরফে এই বিক্ষোভ ধরনা সংগঠিত করা হয়েছে। আন্দোলনকারীরা জানান, ১৯৭৬ সালে প্রথম শ্রমিকদের স্বার্থে একটি বিল পাশ করানো হয়। যার বলে দৈনিক মজুরির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হত শ্রমিকদের। পরবর্তী সময়ে ১৯৮৬ সালে পুনরায় এই আইনে সংশোধন করা হয়েছিল। তখন থেকে একইভাবে চলে আসছিল আইনটি। কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার আচমকা এই আইন পরিবর্তন করে দিয়েছে। ফলে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন সারা দেশের রিপ্রেসেন্টেটিভরা। আর এরই প্রতিবাদে তাঁরা আন্দোলন করছেন।

দুঃসাহসিক চুরি

● প্রথম পাতার পর

সঙ্গে ছুটে এসে দেখেন মন্দিরের সদর দরজার কোনও ক্ষতি হয়নি। কিন্তু পাশের দরজা ভেঙে চোর গয়না চুরি করে পালিয়েছে।

মন্দিরের পুরোহিত জানান, কালী মায়ের সমস্ত গয়না চোরেরা চুরি করে নিয়ে গেছে। প্রায় ১২ ভরি স্বর্ণালঙ্কার চুরি হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। তবে কালী প্রতিমার রূপার গয়নাগুলি চোরেরা নিয়ে যায়নি। মন্দিরে কর্তব্যরত নৈশ্যপ্রহরী জানিয়েছেন, রাত সাড়ে তিনটা নাগাদ চারজনকে পালাতে দেখেছেন তিনি। এদিকে, মন্দিরের পাশেই একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের সিসি টিভি ফুটেজে রাত সাড়ে তিনটা নাগাদ এক ব্যক্তিকে পালাতে দেখা গেছে। চুরির খবর পেয়ে ছুটে এসেছে পুলিশ। মন্দিরের পুরোহিতের কাছ থেকে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে ওই ব্যাঙ্কের সিসি টিভি ফুটেজও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছে পুলিশ। তবে, এক্ষেত্রেও চোরদের গ্রেফতার করা এবং কালী প্রতিমার চুরি যাওয়া গয়না ফিরিয়ে আনা আদৌ পুলিশের পক্ষে সম্ভব হবে কিনা ধর্মনগরবাসী সেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

স্বামীকে খুন ও ষড়যন্ত্রের দুই জনের যাবজ্জীবন জেল ও জরিমানার নির্দেশ দিল শ্রীরামপুর আদালত

হুগলি, ১৭ অগাস্ট (হি.স.): স্বামীর খুন ও ষড়যন্ত্রের ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে স্ত্রী ও তার এক আত্মীয়কে যাবজ্জীবন সাজা দিল শ্রীরামপুর আদালত।শনিবার শ্রীরামপুর আদালতের বিচারক মহানন্দ দাসের এজলাসে দুই অভিযুক্ত সীমা বক্সসী ও পার্থ সেন ওরফে নাটুকে যাবজ্জীবন সাজা ও পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো পাঁচ বছরের জেলের নির্দেশ দেন বিচারক। এদিন আদালতে সাজা ঘোষনার এজলাসে দাঁড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে অভিযুক্তরা।

শ্রীরামপুর আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে ২০১৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর রিষড়া থানার মোড় পুকুরের বাসিন্দা জয়ন্ত চক্রবর্তী (৪০) ওরফে বাপী কে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় পার্থ সেনোরফে নাটু।পার্থ জয়ন্তর দূর সম্পর্কের শ্যালক।ওই দিন গভীর রাতে পার্থ বাড়ি ফিরে এলেও জয়ন্ত বাড়ি না ফেরেনি।এই ঘটনায় জয়ন্তর পরিবারের লোকজন পার্থর কাছে জয়ন্তর খোঁজ করলে পার্থ তাদের বলে তারা একসঙ্গে বাড়ি থেকে বেরলেও মাঝ রাস্তায় জয়ন্ত তার সঙ্গ ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়।এরপর বাড়ির লোকজন জয়ন্তর খোঁজে তল্লাসী শুরু করে।কিন্তু কোথাও তার হদিশ মেলেনি।পরদিন ১৬ সেপ্টেম্বর রিষড়া ভেড়িতে জয়ন্তর মৃতদেহ ভেসে থাকতে দেখে স্থানীয়রা।রিষড়া থানার পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে।জয়ন্তর পরিবার মৃতদেহ শনাক্ত করে।এরপরেই জয়ন্তর পরিবার পার্থর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করে।তৎকালীন রিষড়া থানার ওসি প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় নিজেই খুনের ঘটনার তদন্ত শুরু করেন।যে ভেড়িতে জয়ন্তর দেহ উদ্ধার হয় সেখানে পুলিশ গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে ভেড়ির কর্মীরা পুলিশ কে জানায় অনেক রাত পর্যন্ত পার্থ ও জয়ন্ত কে তারা সেখানে দেখেছে।এরপর পুলিশ পার্থকে গ্রেফতার করে।খুনের সময় জয়ন্তর স্ত্রী সীমা দিল্লিতে ছিল।পার্থকে জেরা করে পুলিশ জানতে পারে দিদি সীমাই জামাইবাবু জয়ন্ত কে খতম করার নির্দেশ দিয়েছিল।পুলিশ সীমাকে ও পরে গ্রেফতার করে।পার্থ জামিন না পেলেও সীমা জামিনে ছাড়া পেয়ে যায়।শুক্রবার পার্থ ও সীমা দুজনেই দোষী সাব্যস্থ হওয়ায় পুলিশ সীমা কে ফের গ্রেফতার করে,এদিন সাজা ঘোষনা হয়।

শ্রীরামপুর আদালতের সরকারী আইনজীবী মহম্মদ মুসা বলেন,স্ত্রী সীমা তার আত্মীয় পার্থর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে নিজের স্বামী জয়ন্ত কে খুন করিয়েছে।পারিবারিক অশান্তির জেরে সীমার কথাতেই পার্থ ছুড়ি দিয়ে জয়ন্ত কে খুন করে ভেড়িতে দেহ ফেলে দেয়।পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে ৮৬ দিনের মাথায় চার্জসিট জমা দেয়।এই মামলায় ২৫ জন স্বাক্ষ্য দেয়।এদিন আদালতে অভিযুক্তদের তোলা হলে বিচারক অভিযুক্তদের যাবজ্জীবন জেল ও জরিমানার নির্দেশ দেন।

গলসীতে বজ্রপাতে মৃত ১, আহত ১

দুর্গাপুর, ১৭আগস্ট(হি.স.): মাঠে কাজ করার সময় বজ্রপাতে মৃত্যু হল এক দিনমজুরের। ঘটনায় আহত হয়েছে আরও একজন। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে গলসি ১নং ব্লকের বোলপুর গ্রামে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মৃতের নাম তগবীর শেখ বীরভুমের নলহাটির বাসিন্দা। গত কয়েকদিন আগে চাষের কাজে গলসীর বোলপুরে এসেছিল। এদিন ধান রোপনের কাজ করার সময় আচমকা বাজ পড়ে। মাঠেথাকা দুজনই ঝলসে যায়। গুরুতর অবস্থায় তাদের পুরষা ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষনা করে।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। মৃতের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

অবশেষে শর্ত সাপেক্ষে জামিন পেলেন রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলে আকাশ মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি স) : বেপরোয়া গাড়ি চালানো ও সরকারি সম্পত্তি নষ্টের অভিযোগে অবশেষে জামিন পেলেন রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলে আকাশ মুখোপাধ্যায়। শনিবার আলিপুর আলাদত আকাশ মুখোপাধ্যায়কে জামিন দিল।

জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছিল পুলিশ। শুক্রবারই বিজেপি সাংসদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলেকে একদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিল আলিপুর আদালত। শনিবার ফের তাঁকে আদালতে পেশ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারক। পুলিশের কাছে কেস ডায়েরিও তলব করা হয়। এদিন দুপক্ষের আইনজীবীর ব্যাখ্যা শোনার পর বিচারক শর্ত সাপেক্ষে আকাশের জামিন মঞ্জুর করেন। জানিয়ে দেওয়া হয়, আদালতের অনুমতি ছাড়া এলাকার বাইরে যেতে পারবেন না আকাশ। থানায় হাজিরাও দিতে হবে তাঁকে।

গত ১৫ আগস্ট রাতে বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালিয়ে বিপাকে পড়েন আকাশ। তাঁকে গ্রেফতার করে যাদবপুর থানার পুলিশ। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছিলেন, রাত ন’টা নাগাদ গলফ গার্ডেন রোড দিয়ে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন আকাশ। শেষপর্যন্ত গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রয়্যাল ক্যালকাটা গলফ ক্লাবের দেওয়ালে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার জেরে গাড়ির সামনের অংশ প্রায় পুরোটাই ভেঙে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রতিদিন রাতে এলাকায় গাড়ি নিয়ে দাপিয়ে বেড়ান রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলে। তবে তদন্তে নেমে পুলিশ জানায়, আকাশ সেসময় মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন না। আকাশের বাবা ধ্রুব জানান, বহুদিন ধরে গাড়িটির সার্ভিসিং হয়নি। তাই নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণ হিসেবে যান্ত্রিক গোলযোগের সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেয়নি পুলিশ। তাছাড়া রাস্তার ধারে খেলতে থাকা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বাঁচাতে গিয়েই গাড়ি দেওয়ালে ধাক্কা মারে বলে জানান ধ্রুব। এই ঘটনায় যাতে রাজনৈতিক রং না লাগে, পুলিশকে তা নিশ্চিত করার আবেদন জানিয়ে একটি টুইটও করেছেন বিজেপি সাংসদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায়।

নিয়ন্ত্রণরেখায় ফের সংঘর্ষবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন, পাক মর্টার হানায় শহীদ এক সেনা জওয়ান

শ্রীনগর, ১৭ আগস্ট (হি স) : নিয়ন্ত্রণরেখায় ফের সংঘর্ষবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করল পাকিস্তান। শনিবার জম্মু ও কাশ্মীরের রজৌরি জেলায় পাক মর্টার হানায় শহীদ এক সেনা জওয়ান।আজ সকাল থেকে সংঘর্ষবিরতি চুক্তি ভেঙে নিয়ন্ত্রণ রেখায় গুলি চালাতে শুরু করে পাকিস্তান।রাজৌরির নৌসেরা সেক্টরে মর্টার ও গুলি চালিয়ে হামলা শুরু করে পাকিস্তান সেনা। পালটা জবাব দিচ্ছে ভারতীয় সেনারাও। তবে শহিদ হয়েছেন ভারতীয় সেনার এক জওয়ান। নাম সন্দীপ থাপা। ভারতীয় সেনার মুখপাত্র জানিয়েছেন, ল্যান্স নায়েক সন্দীপ থাপা (৩৫) দেরাদুনের বাসিন্দা। পাকিস্তানের ছোঁড়া গুলি লেগে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি আরও জানান,   কোনও কারণ ছাড়াই নিয়ন্ত্রণরেখার ও-পার থেকে শনিবার সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ মর্টার ও গুলি ছুড়তে শুরু করে পাক সেনাবাহিনী। তাতেই প্রাণ হারান ল্যান্সনায়েক থাপা।

জন্ম-মৃত্যু পঞ্জিকরণ আইন, ১৯৬৯ অনুযায়ী দেশের প্রতিটি জন্ম-মৃত্যু পঞ্জিকরণ করানো বাধ্যতামূলক।

১) আপনার শিশুর জন্মের ২১ দিনের মধ্যে জন্মের প্রমাণ পত্র (Certificate of Birth) গ্রহণ করা আবশ্যক ।
২) শিশুর শিক্ষা, পারিবারিক রেশন কার্ডে নাম অন্তর্ভুক্তি, PRTC , AADHAAR এবং নানাবিধ প্রতিযোগিতামূলক বিষয়ে এই প্রমাণপত্র অপরিহার্য।
৩) মনে রাখবেন, সঠিক সময়ে ‘জন্ম-মৃত্যু রেজিস্ট্রিকরণ আইন - ১৯৬৯ ইং’ অনুযায়ী জন্ম-মৃত্যুর প্রমাণ সংগ্রহ করা বাধ্যতামূলক ।
৪) আইন অনুযায়ী যে স্থানে জন্ম বা মৃত্যুর ঘটনা ঘটিবে সেই স্থানের নিকটবর্তী সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন দপ্তরে তা পঞ্জিকরণ করানো আবশ্যক ।
৫) শহরাঞ্চলে : আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে ,সমস্ত মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলে এবং সমস্ত নগর পঞ্চায়েত অফিসে এবং
গ্রামাঞ্চলে : অর্থাৎ স্ব-শাসিত (TTAADC) এলাকার গ্রাম সচিব (Village Secretary) ও অ-স্বশাসিত (Non-TTAADC) এলাকায় এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সচিবকে জন্ম-মৃত্যুর সংবাদ দিতে হবে ।

ICA/D/720/19-20

মুখ্য পঞ্জিকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

রবি শাস্ত্রীর ফের নিয়োগে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ক্রিকেটবিশ্বে

জাতীয় দলের কোচের পদে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন রবি শাস্ত্রী। কপিল দেব, অংশুমান গায়কোয়াড় এবং শান্তা রঙ্গনাথনের ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটি দু-হাজারেরও বেশি আবেদনকরারীর মধ্য থেকে বেছে নিয়েছেন রবি শাস্ত্রীকে। আপাতত সাপোর্ট স্টাফ নির্বাচনের দায়িত্ব এমএসকে প্রসাদের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটির। যদিও কপিল দেবরাও সেই নির্বাচনে সামিল থাকতে চাইছেন। এমন অবস্থায় রবি শাস্ত্রী-র পুনরায় নিয়োগ বিশ্বক্রিকেটে সাড়া ফেলে দিয়েছে। কেউ শাস্ত্রী-র পুনর্নিয়োগে সদ্ব্যর্থক ব্যাপার খুঁজে পেয়েছেন। কেউ আবার নেতিবাচক টুইট করেছেন।শুক্রবারেই কপিল দেব সহ কমিটির বাকি দুই সদস্য মুম্বইয়ে বোর্ডের হেডকোয়ার্টাসে এসে গিয়েছিলেন। দুপুরেই শুরু হয় শর্ট লিস্টেড ছয় কোচের ইন্টারভিউ। চলতি সপ্তাহেই বোর্ডের তরফে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছিল, দু-হাজার আবেদনকারীর মধ্যে ছয়জনকে বেছে নেওয়া হয়েছে চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্য। রবি শাস্ত্রী ছাড়াও সেই তালিকায় ছিলেন প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান এবং শ্রীলঙ্কান হেড কোচ টম মুডি, নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন কোচ ও আইপিএলে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের কোচ মাইক হেসন, ২০০৭ সালে টি টোয়েন্টিতে ভারতের বিশ্বকাপজয়ী কোচ লালচাঁদ রাজপুত, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফিল সিমন্স এবং মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কোচিং স্কোয়াডে থাকা রবিন সিং।শাস্ত্রী নিজে স্কাইপে ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে ইন্টারভিউ দেন। অন্যদিকে, মাইক হেসন, টম মুডিরাও স্কাইপের মাধ্যমে কপিলদের সামনে বসেন। লালচাঁদ রাজপুত এবং রবিন সিং সশরীরে মুম্বইয়ের পাঁচতারা হোটেলে ইন্টারভিউয়ের জন্য হাজিরা দেন।যাইহোক, রবি শাস্ত্রী-র সঙ্গে ভারতের কোচ হওয়ার দৌড়ে যিনি ছিলেন সেই মাইক হেসন সর্বপ্রথম টুইট করে শাস্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানান। পালটা রবি শাস্ত্রী হেসনকে ধন্যবাদ জানান। হর্ষ ভোগলে যেমন রবি শাস্ত্রীর অ্যাপয়েন্টমেন্টে পজিটিভ বিষয় দেখছেন, তেমন আবার ইংল্যান্ডের জাতীয় দলের পেসার জোফ্রা আর্চার আবার সরাসরি এই নির্বাচনে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন।সাক্ষাতকারের আগেই সরে দাঁড়ালেন ফিল সিমন্স, কোচ লড়াইয়ে নেই তিনিসবমিলিয়ে শাস্ত্রীর নিয়োগে মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় ভেসেছে সোশ্যাল মিডিয়া। অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, উত্তর পাওয়া যাবে না ধরেই। কপিল দেব নেতৃত্বাধীন ক্রিকেট অ্যাডভাইজারি কমিটির সামনে ছোটখাটো বোমা ফাটিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক রবি শাস্ত্রী উল্লেখ্য, ইংল্যান্ড বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল থেকে ছিটকে যাওয়ার পরেও রবি শাস্ত্রীকে ফের টিম ইন্ডিয়ার কোচ করা নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া এসেছে। কেউ বিষয়টি ভালো ভাবে দেখছেন তো কারোর মতে এটা ভুল সিদ্ধান্ত। অনেকে বিশ্বকাপ জুড়ে ভারতীয় মিডিল অর্ডারের দুর্দশার জন্য শাস্ত্রীকেই দায়ী করছেন। কিন্তু টিম ইন্ডিয়ার কোচ যে নিজেই বিষয়টি নিয়ে বিরক্ত, তা অনেকেরই অজানা।সূত্রের খবর, টিম ইন্ডিয়ার কোচ নির্বাচনের সময় সাক্ষাতকারে বিশ্বকাপে ভারতের মিডিল অর্ডারের ব্যর্থতা নিয়ে শাস্ত্রীকে প্রশ্ন করে কপিল দেব নেতৃত্বাধীন ক্রিকেট অ্যাডভাইজারি কমিটি। তিনি এর দায় নির্বাচকদের ঘাড়ে ঠেলে দেন বলে খবর। বলেন, ইংল্যান্ড বিশ্বকাপে ভারতের মিডিল অর্ডারকে শক্তিশালী করতে তিনি যে খেলোয়াড়দের চেয়েছিলেন, তাঁদের দিতে পারেনি টিম মানেজমেন্ট। যদিও নির্বাচনী বৈঠকে টিম মানেজমেন্টের ভোট দেওয়ার অধিকার থাকে না বলেও সিএসি-কে স্মরণ করান শাস্ত্রী।দল নির্বাচনী বৈঠকের চূড়ান্ত পর্যায়ে কোচদের থাকার অনুমতি না থাকার তীব্র বিরোধিতা করেছেন রবি শাস্ত্রী। সূত্রের খবর, এবার থেকে যাতে অধিনায়কের পাশাপাশি কোচরাও সেই বৈঠকে প্রবেশাধিকার পান, তা দেখার জন্য সিএসি-র কাছে অনুরোধ করেছেন শাস্ত্রী।

ভারতের বিরুদ্ধে লারা পরামর্শ দেবেন হোল্ডারদের

কিছু দিনের মধ্যেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং ভারতের মধ্যে টেস্ট সিরিজ শুরু হবে। ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য সুখবর। ক্যারিবিয়ান ব্যাটসম্যানদের পরামর্শ দেবেন স্বয়ং ব্রায়ান লারা। তাঁর সঙ্গে থাকবেন রামনরেশ সারওয়ান। কোহলিদের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের আগে জেসন হোল্ডারদের এই কন্ডিশনিং ক্যাম্প হবে অ্যান্টিগুয়াতে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের নির্বাচকরা ইতিমধ্যেই দুই টেস্টের সিরিজের জন্য ১৩ জনের দল বেছে নিয়েছেন। নিজেদের অভিজ্ঞতা প্লেয়ারদের সঙ্গে ভাগ করে নেবেন ব্রায়ান লারা আর রামনরেশ সারওয়ান। ২২ থেকে ২৬ আগস্ট হবে প্রথম টেস্ট। ৩০ আগস্ট থেকে ৩ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় টেস্ট। ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষ থেকে তাদের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট জিমি অ্যাডামস জানিয়েছেন, 'আমাদের দলের তরুণ ব্যাটসম্যানদের ওপর ভরসা রাখছি। ওরাই আমাদের দেশের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ। এই প্লেয়ারদের পরামর্শ দেবে লারা আর সারওয়ান। নিজেদের অভিজ্ঞতাও ভাগ করে নেবে। আশা রাখছি এতে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মই উপকৃত হবে। ওরা অনেক কিছু শিখতে পারবে।'

অফস্টাম্পের বাইরের বল ছাড়ছেন স্টিভ স্মিথ, হেসে গড়িয়ে পড়ছেন নেটিজেনরা

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অ্যাসেজের দ্বিতীয় ম্যাচে তৃতীয় দিনের শেষে চার উইকেট হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ার রান ৮০। ক্রিজে রয়েছেন স্টিভ স্মিথ (৪০ বলে ১৩ রান) ও এখনও কোনও রান না করা ম্যাথু ওয়েড। দলের ৬০ রানের মাথায় ওপেনার ক্যামেরন ব্যানক্রফট ফিরে যেতে ব্যাট করতে নামেন স্মিথ। শুরু থেকেই দিনের অবশিষ্ট সময় ক্রিজে টিকে থাকার লড়াই করছিলেন তিনি।

আর সেই সময় দেখা যায় স্মিথের এই অদ্ভুতভঙ্গি। অল্প সময়ের মধ্যেই ভাইরাল হয়ে যায় সেই ভিডিও।স্টুয়ার্ট ব্রডদের দাপটে কিছুটা ব্যাকফুটে অজিরা। সেই পেস আক্রমণের মোকাবিলা করতে অভিনব উপায় নেন স্মিথ। একের পর এক বল ছাড়তে থাকেন তিনি। তাঁর সেই বল ছাড়ার ভঙ্গি নিয়ে মেতে ওঠেন নেটিজেনরা। এর আগেও বল ছাড়ার বিভিন্ন ভঙ্গি দেখা গিয়েছিল তাঁর থেকে। তবে এ দিন তিনি যেন সেই ভঙ্গিকেই নিয়ে গেলেন এক নতুন মাত্রায়।স্যান্ড-পেপার কাণ্ডের পর টেস্ট ক্রিকেটে ফিরে এসে প্রথম ম্যাচে দুই ইনিংসেই শতরান করেন তিনি।

দ্বিতীয় ম্যাচের প্রথম দিন ভেস্তে যায় বৃষ্টিতে। বৃষ্টি বিঘ্নিত তৃতীয় দিনে খেলা হয় মাত্র ৩৭.১ ওভার। তাতেই চার উইকেট হারিয়ে বিপাকে ব্যাগি গ্রিন বাহিনী। চতুর্থ দিনে কী করে তাঁরা সেই দিকেই নজর রাখবে ক্রিকেট বিশ্ব।

রিয়েলে সাত নম্বর জার্সি পেলেন ইডেন হ্যাজার্ড !

সম্প্রতি রিয়েল মাদ্রিদের তরফে প্রকাশ্যে এসেছে তাদের আসন্ন মরশুমের জার্সি, এইবার ক্লাবের গৌরবমন্ডিত সাত নম্বর জার্সি, যা গায়ে মাঠ মাতিয়েছেন একাধিক কিংবদন্তী ফুটবলার। এইবার সেই জার্সি গায়ে মাঠে নামতে চলেছে ইডেন হ্যাজার্ড।গত মরশুমে রোনাল্ডো জুভেন্তাসে চলে গেলে এই সাত নম্বর জার্সি গায়ে খেলতে দেখা গেছিলো ডোমিনিসিয়ান ফরোয়ার্ড মারিয়ানো ডিয়াজকে এইবার সেই জার্সি গায়ে খেলবেন মাদ্রিদের নতুন অতিথি হ্যাজার্ড। আর ডিয়াজকে দেখা যাবে ২৪ নম্বর জার্সি গায়ে।রিয়াল মাদ্রিদে আসার পর থেকেই হ্যাজার্ডকে নিয়ে এখন সকলের মনে উন্মাদনা তুঙ্গে।ক্রমশ বাড়ছে প্রত্যাশার পারদ।ইতিমধ্যে তার হাতে তুলে দেওয়া হতে চলেছে সাত নম্বর জার্সি, যা পড়ে একসময় খেলতে দেখা গেছে রিয়াল কিংবদন্তী রাউল গনালেজ কে।তিমধ্যে বায়ার্ন মিউনিখ থেকে দুবছরের জন্য লোনে রিয়ালে ফিরেছেন হ্যামেস রডরিগেজ।তাকে দেখা যাবে ১৬ নম্বর জার্সি গায়ে খেলতে।আরেক স্টাইকার লুকা জোভিচ খেলবেন ১৮ নম্বর জার্সি পড়ে।এছাড়া ডিফেন্ডার এডের মিলিটাও খেলবেন ৩ নম্বর, ফেরল্যান্ড মেন্ডি ২৩ এবং রডরিগো খেলবেন ২৭ নম্বর জার্সি গায়ে।প্রসঙ্গত, এই তালিকায় দেখা যায়নি জাপানের মেসি তাকেফুসো কুবোকে।সম্ভবত এই মরশুমে তিনি খেলবেন রিয়াল মাদ্রিদের ' বি ' দলের হয়ে যা পরিচিত ' কাস্টিলা ' নামে।আগামী ১৭ ই আগষ্ট সেল্টা ভিগোর বিরুদ্ধে মাঠে নামার মধ্যে দিয়ে ২০১৯-২০ এর ' লা লিগা ' অভিযান শুরু করতে চলেছে রিয়াল মাদ্রিদ।

বুড়ো আঙুলে চোট ! প্রথম টেস্ট খেলতে পারবেন বিরাট ?

আজকাল ওয়েবডেস্ক: তাঁর ডান হাতের বুড়ো আঙুলের চোট গুরুতর নয়। ২২ আগস্ট থেকে শুরু হতে চলা প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে সমস্যা হবে না। তৃতীয় ওয়ানডে ম্যাচ জেতার পরে বলে দিলেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি।বুধবার পোর্ট অব স্পেনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান তাড়া করতে নেমে কেমার রোচের বাউন্সার আছড়ে পড়ে কোহলির ডান হাতের বুড়ো আঙুলে। ভারতের ইনিংসের তখন ২৭ তম ওভার চলছে। যন্ত্রণায় কাতর কোহলির চিকিৎসার জন্য মাঠেই চলে আসেন ভারতের ফিজিও। তবুও মাঠ ছেড়ে চলে যাননি কোহলি। তাঁর চওড়া ব্যাটে ভর করে ভারত তৃতীয় ওয়ানডে ম্যাচ জিতে নেয় ছ'উইকেটে। সেই সঙ্গে তিন ম্যাচের সিরিজও জেতে ভারত।সাংবাদিক বৈঠকে ভারত অধিনায়ক তাঁর চোট প্রসঙ্গে বলেন, 'আমার মনে হয় না আঙুলে চিড় ধরেছে। আঙুলে চিড় ধরলে আমি আর ব্যাট করতে পারতাম না। আঙুলে যখন বলটা লেগেছিল, তখন ভেবেছিলাম খারাপ কিছু হয়তো হতে চলেছে। আমার ভাগ্য ভাল বলতে হবে। আঙুল ভাঙেনি। প্রথম টেস্ট খেলতে কোনও সমস্যা হবে না।'বিশ্বকাপে শতরান পাননি কোহলি। শুরুটা দারুণ করেও তিন অঙ্কের রানে পৌঁছতে পারেননি ভারত অধিনায়ক। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজের শেষ দুটো ম্যাচেই শতরান পেয়েছেন তিনি। টেস্টেও কথা বলবে কোহলির ব্যাট। স্বপ্ন দেখছেন ভারতের ক্রিকেটভক্তরা।

আজ হচ্ছে না ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ

আজকালের প্রতিবেদন: স্থগিত হয়ে গেল শনিবারের ইস্টবেঙ্গল—বিএসএস কলকাতা ফুটবল লিগের ম্যাচ। ইস্টবেঙ্গল মাঠে এই ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। প্রবল বর্ষণে মাঠ খারাপ হয়ে যাওয়া বা মাঠ না মেলার জন্য নয়, ডুরান্ড কমিটির অনুরোধেই ম্যাচ পেছানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইএফএ। মোহনবাগান শনিবার ডুরান্ড কাপে গ্রুপের শেষ ম্যাচ খেলে ২১ আগস্ট সেমিফাইনাল খেলবে। অর্থাৎ তিনদিন বিশ্রামের পর। সেখানে ইস্টবেঙ্গল শেষ ম্যাচ ১৪ আগস্ট। এখন লিগের ম্যাচ বাতিলে তারা গোকুলাম এফসি—র বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল খেলার সুযোগ পাচ্ছে ৬ দিনের ব্যবধানে। ইস্টবেঙ্গলের জন্য এই বাড়তি সুবিধা কেন? বিএসএস আবার আইএফএ সচিবের ক্লাব। আইএফএ সচিব জয়দীপ মুখার্জির প্রতিক্রিয়া, 'ডুরান্ড কমিটির অনুরোধ আমাকে রাখতে হচ্ছে। ডুরান্ডের আয়োজক সেনাবাহিনী। ওদের সাহায্য ছাড়া ময়দানে এক পা চলা সম্ভব নয়। ওরা চায় ইস্টবেঙ্গল পুরো শক্তি নিয়ে সেমিফাইনাল খেলুক। তার আগে লিগের ম্যাচ খেলতে গিয়ে যাতে চোট না লাগে, তাই এই সিদ্ধান্ত।' এভাবে লিগ সময়মতো শেষ করা সম্ভব? জয়দীপের মতে, ২৪ আগস্ট ডুরান্ড ও ৩১ আগস্ট সাফ কাপ ফাইনাল হয়ে গেলে তিন ঘেরা মাঠ ছাড়াও বারাসত, কল্যাণী ও যুবভারতীর মাঠ পাবেন। ইস্টবেঙ্গল লিগের প্রথম ম্যাচে জর্জের কাছে হেরেছিল। এদিকে, মোহনবাগান মাঠে খেলা নিয়ে নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে পূর্ত দপ্তরের আপত্তিতে। জয়দীপ জানালেন, 'পূর্ত দপ্তর বলেছে, বাতিস্তম্ভ ও অন্যান্য কাজ হবে বলে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ম্যাচ করা যাবে না। মোহনবাগান কর্তা ও পূর্ত দপ্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে দ্রুত রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে আলোচনায় বসছি।' মোহনবাগান কোচ ভিকুনা নিজের মাঠ নিয়ে অখুশি। তাই কি মোহনবাগান যুবভারতীতে খেলতে চাইছে? বাগানের এক কর্তা বলেন, 'এটা আমাদের বিষয় নয়। সমস্যা মেটাক পূর্ত দপ্তর, আইএফএ।' ভিকুনা কর্তাদের জানিয়েছেন লিগের ম্যাচ নৈশালোকে খেলতে চান। এদিকে ক্রমশ ধৈর্য হারাচ্ছেন তিনি। দলের পারফরমেন্সে খুশি নন। শনিবার যুবভারতীতে ডুরান্ডের গ্রুপ লিগের ম্যাচে ইন্ডিয়ান নেভির বিরুদ্ধে খেলবে মোহনবাগান। এর মধ্যে শিবির দুঃসংবাদ। বেইতিয়ার গোড়ালিতে চোট। ২১ আগস্ট সেমিফাইনালেও খেলতে পারবেন কি না, সন্দেহ রয়েছে।

বাংলাদেশের হেড কোচ হলেন রাসেল ডমিঙ্গো ! চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বিসিবি-র

ভারতের কোচ হিসেবে রবি শাস্ত্রীকে বেছে নেওয়া হয়েছে ২৪ ঘণ্টাও কাটেনি। এর মধ্যেই শনিবারে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের হেড কোচের নাম চূড়ান্ত করে ফেলল বিসিবি। রাসেল ডমিঙ্গোই এবার বাংলাদেশের হেড কোচের পদে বসছেন। বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকা-এ দলের দায়িত্বে রয়েছেন ডমিঙ্গো। ২১শে অগাস্ট থেকে সরকারিভাবে বাংলাদেশের জাতীয় দলের দায়িত্ব নিচ্ছেন তিনি। আপাতত ২ বছরের জন্য বিসিবি-র সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন তিনি। এর অর্থ, ভারতীয়-এ দলের বিরুদ্ধে আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা-এ দলের সিরিজে তিনি আর দায়িত্বে থাকছেন না।বিসিবি-র তরফে তিন জন কোচের নাম শর্ট লিস্টেড করে ফেলা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে অন্যতম রাসেল ডমিঙ্গো। বাকি দু-জন হলেন মাইক হেসন এবং মিকি অর্থার। ভারতের হেড কোচের দৌড়েও প্রবলভাবে ছিলেন মাইক হেসন। অন্যদিকে, মিকি আর্থার পাকিস্তানের কোচ ছিলেন। বিশ্বকাপে খারাপ পারফরম্যান্সের কারণে ছেঁটে ফেলা হয়েছিল তাঁকে। যাইহোক, কিছুদিন আগেই বাংলাদেশে এসে বিসিবি-র দফতরে ইন্টারভিউতে গিয়েছিলেন ডমিঙ্গো। তাঁর প্রেজেন্টেশনে প্রভাবিত হয়েছেন কোচ নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা বিসিবি কর্তারা।ছেঁটে ফেলা হল ভারতীয় কোচ! দায়িত্বে কোহলিরই প্রাক্তন গুরু ভেত্তোরিদক্ষিণ আফ্রিকা জাতীয় দলের কোচ ছিলেন টানা পাঁচ বছর। ২০১২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার কোচের পদে আসেন তিনি। তারপরে ২০১৭ পর্যন্ত দায়িত্বে ছিলেন। ডমিঙ্গোর মেয়াদ শেষের পরে পুনরায় আবেদন করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেট বোর্ডের কাছে। তবে তাঁকে সরিয়ে দায়িত্বে আনা ওটিস গিবসনকে। ঘটনাচক্রে, রাসেল ডমিঙ্গো এমন একজন কোচ যিনি কখনও আন্তর্জাতিক পর্যায় তো বটেই নিজের দেশেও সিনিয়র পর্যায়ে ক্রিকেট খেলেননি। কোনও প্রথম শ্রেণির ম্যাচ কিংবা লিস্ট-এ ম্যাচে খেলেননি তিনি।বাংলাদেশে আপাতত দক্ষিণ আফ্রিকান কোচেদের আধিক্য। রাসেল ডমিঙ্গোর আগেই বিসিবি কর্তারা জাতীয় দলে ব্যাটিং ও বোলিং কোচ হিসেবে নীল মাকেঞ্জি এবং চার্ল ল্যাঙ্গভেল্টকে এনেছেন। রাসেল ডমিঙ্গোকে আনা হল ব্রিটিশ কোচ স্টিভ রোডসের জায়গায়। শ্রীলঙ্কান কোচ হাথুরুসিংহে দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার পরে স্টিভ রোডসকে কোচ করে আনা হয়। তাঁর সঙ্গে ২০২০ সাল পর্যন্ত চুক্তি ছিল বিসিবি-র। তবে বিশ্বকাপে শোচনীয় পারফরম্যান্সের পরেই পুরো কোচিং স্টাফ ছেঁটে ফেলা হয়।এ কূলও গেল, ও কূলও। ভারত-বাংলাদেশ, কোনও দলেরই আর কোচ হওয়া হল না মাইক হেসনের। আগামী দুই বছরের জন্য বাংলাদেশের কোচ হয়ে গেলেন রাসেল ডোমিঙ্গো। এর আগে একাধিকবার হেসনের বাংলাদেশে যাওয়ার কথা শোনা গিয়েছিল। জানা যাচ্ছিল, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন কোচ হেসন। কিন্তু শেষমেশ তিনি আর বাংলাদেশে যাননি। তবে ভারতীয় দলের কোচ হওয়ার জন্য ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন। নির্বাচন হয়নি। বিসিসিআই রবি শাস্ত্রীকেই ফের কোচের পদ বহাল রেখেছে।নাকানি চোবানি খাওয়াচ্ছে ভারতীয় দল, ব্রায়ান লারার শরনাপন্ন ওয়েস্ট ইন্ডিজস্টিভ রোডসের বদলে বাংলাদেশের কোচ হলেন দক্ষিণ আফ্রিকার রাসেল ডোমিঙ্গো। আগামী ২১ অগাস্ট থেকে দায়িত্ব সামলাবেন তিনি। আগামী দুই বছরের জন্য তামিম ইকবাল, সাকিব আল হাসানদের কোচ থাকবেন ডোমিঙ্গো। জানা যাচ্ছে, রাসেলের বেতন হচ্ছে ২৫ হাজার মার্কিন ডলারের আশেপাশে। এমনটাও জানা যাচ্ছে, হেসনের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত যোগাযোগ করেছিল বিসিবি। তবে হেসেন ভারতীয় দলের কোচ হওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের কর্তারা বিরক্ত হন। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের কোচ হওয়ার সুযোগও ফস্কালেন হেসেন।জল্পনার অবসান, ভারতীয় দলের কোচ থাকছেন রবি শাস্ত্রীইহেসেন নাকি বাংলাদেশ বোর্ডের কাছে মাত্রাতিরিক্ত বেতন চেয়েছিলেন। বিসিবির পক্ষে সেই পরিমাণ টাকা দিয়ে তাঁকে কোচ হিসাবে আনা সম্ভব ছিল না। তাই শেষ পর্যন্ত আর হেসনের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেনি বাংলাদেশ বোর্ড। এর পরই ডোমিঙ্গোর সঙ্গে কথা এগোতে থাকে। ক্রিকেটার হিসাবে তিনি বড় পর্যায় খেলেননি। তবে কোচ হিসাবে তাঁর অভিজ্ঞতা একেবারে খারাপ নয়। স্পোর্টস অ্যাডমিনিস্ট্রেসন ও মার্কেটিংয়ে ডিগ্রি রয়েছে তাঁর। দক্ষিণ আফ্রিকার অনূর্ধ ১৩ ও ১৯ দলের দায়িত্ব সামলেছএন তিনি। এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার কোচ হন গ্যারি কার্স্টেনের সহকারী হিসাবেও কাজ করেছেন।

খেলরত্ন পাচ্ছেন বজরং পুনিয়া, অর্জুন পুরস্কারে ভূষিত হবেন বাংলার স্বপ্না বর্মন

নিজস্ব প্রতিবেদন : রাজীব গান্ধী খেল রত্ন পুরস্কার পাচ্ছেন এশিয়ান ও কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জয়ী কুস্তিগীর বজরং পুনিয়া।

দেশের সর্বোচ্চ ক্রীড়াসম্মান খেলরত্ন পাচ্ছেন প্যারালিম্পিকে রূপো জয়ী অ্যাথলিট দীপা মালিকও। বাইচুং ভুটিয়া, এমসি মেরি কম, অঞ্জু ববি জর্জদের নিয়ে গঠিত ১২ সদস্যের সিলেকশন কমিটি বৈঠকের প্রথম দিনই খেলরত্ন পুরস্কারের জন্য বজরুংয়ের নাম চূড়ান্ত করে ফেলেছিল। বৈঠকের দ্বিতীয় দিন দীপার নামও ঘোষণা করা হল।১১ সেকেন্ডে ১০০ মিটার! ভারতীয় উসেইন বোল্টের ভিডিয়ো দেখে থ খোদ ক্রীড়ামন্ত্রীবাংলার দুই অ্যাথলিট পাচ্ছেন অর্জুন ধ্যানচাঁদ পুরস্কার। অর্জুন পাচ্ছেন হেপ্টাথলিট স্বপ্না বর্মন। ধ্যানচাঁদ পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন টেবিল টেনিসের অরূপ বসাক। ভারতীয় দলের ক্রিকেটার রবীন্দ্র জাদেজা ও ভারতীয় মহিলা দলের স্পিনার পুনম যাদবও অর্জুন পুরস্কারে ভূষিত হবেন। দ্রোণাচার্য পুরস্কারে জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে ব্যাডমিন্টন কোচ বিমল কুমার, টেবিল টেনিসের সন্দীপ গুপ্তা ও অ্যাথলেটিক্সের কোচ মোহিন্দর সিং ধিঁলোকে।ভারত-বাংলাদেশ,

দু-কূলই গেল কোচ হেসনের! শাকিবদের হেডস্যর ডোমিঙ্গোখেলরত্ন পুরস্কারের দাবিদার হিসাবে বজরং পুনিয়ার সঙ্গে উঠে এসেছিল আরও একটি নাম। ভীনেশ ফুগত। কিন্তু শেষমেশ মহিলা কুস্তিগীর ভীনেশের বদলে বজরংয়ের নাম চূড়ান্ত করেন ১২ সদস্যের সিলেকশন কমিটি।

Ambedkar College
Fatikroy, Unakoti, Tripura
No. F.6 (20) (A)/AC/FR/RUSA/PUR/2015/17/ Date: 14/08/2019
Expression of Interest

On behalf of Governor of Tripura, the undersigned hereby invites E01 in plain paper & sealed cover from bonafide Firm/ dealer/contractor for setting up of e-study center, Digital Signage, ICT classroom at Ambedkar college. The eligible interested firms/agencies may submit proposal by 26th August, 2019, up to 2:00 P.M. Bidding details i.e items specifications, job description, Terms and conditions will be available in the college website www.actripura.edu.in.

ICA/C-806/19
Sd/-
Dr.Subrata Sharma
Principal in-charge

Ref: 5938 F.16(20)/DTE/SFSL/2015(P-I) Date: 08/08/2019

NOTICE INVITING TENDER

The State Forensic Science Laboratory, Tripura, Agartala invites e-Tender from bonafide resourceful Manufacturers/ authorized dealers/firm for PROCUREMENT OF **"CYBER FORENSIC TOOLS (HARDWARE/SOFTWARE) UNDER CCPWC"** through e-Procurement website of Government of Tripura, https://tripuratenders.gov.in.

Sl No.	Name of the Items	Quantity	Tender Value	EMD Value
1.	CDR ANALYSIS SOFTWARE	01	Rs. 46 Lakhs	Rs. 50.000
2.	HIGH-END FORENSIC WORKSTATION	01		
3.	ALL-IN-ONE DIGITAL FORENSIC FIRST RESPONDER FIELD KIT	01		
4.	SOCIAL MEDIA INVESTIGATION COMPLETE PACKAGE	01		
5.	SOFTWARE FOR FORENSIC RECOVERY, ANALYSIS AND REPORTING OF HARD DRIVES	01		
6.	SOFTWARE FOR HARD DRIVE FORENSIC EXTRACTION ANALYSIS AND 'REPORTING WITH MALWAREETECTION	01		

NB : Specification details of each item mentioned above are given in Annexure-1 Period of complet4on: 45(Forty five) days from the date of issue of supply order. The other details related e-Tender can be seen and obtained from the website: http://tripuratenders.govin, Corrigendum/ Addendum, if any, will be publisheil only on the above website.

ICA/C-802/19
(Dr. H.K. Pratihari)
Director
State Forensic Science Laboratory
Tripura, Narsingarh-799015.

No./F.6-2A (CCTV)/SP(W)/16 Dated./2019.

SHORT TENDER NOTI CE

The undersigned on behalf of the Governor of Tripura invites rate percentage tenders in sealed covers from bonafied suppliers/authorized Dealers/Manufacturers/Registered Supplier for CCTV system at various locations under West Tripura Dist.

Sl No.	Name of equipment	Qunty	Rate P/Unit
13.	8 Channel NVR with H265	5 Nos	
14.	Monitor : 19 TFT for standa one NVR	5 Nos	
15.	IP Bullet Camera with H265	5 Nos	
16.	Networking switch 5 port (GIGABIT) 5 nos	5 Nos	
17.	Hard disc drive(500 GB)	5 Nos	
18.	RJ45 connector with crimping	50 Nos	
19.	PVC pipe per meter	100 Mtr	
20.	CAT-6 cable per meter	200 Mtr	
21.	Board for camera	10 nos	
22.	DC jack per camera	20 nos	
23.	Power cable	100 Mtr	
24.	Installation charge for each location	5 Job	

The tenders/quotations will be received in the office undersigned from **1100 hrs to 1530 hrs on or before 28-08-2019.** The tenders/quotation will be opened on the same day at **1600 hrs** in the presence of representative of the tenderer willing to be present at that time, if **possible.**
Details of the estimates and specifications of the work and terms and conditions regarding tender are available in the office of the undersigned for inspection on any working day during the office times.

ICA/C-812/19
Superintendent of Police (West)
Tripura, Agartala.

লাউডন স্ট্রিটে বেপরোয়া গাড়ির অভিযুক্ত জাগুয়ার চালক গ্রেফতার অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা দায়ের

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি স) : শুক্রবার গভীর রাতে লাউডন স্ট্রিটে বেপরোয়া গাড়ির অভিযুক্ত জাগুয়ার চালককে গ্রেফতার করল পুলিশ। নাম আরসালান পারভেজ(২২)। পুলিশ অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা দায়ের করেছে। ঘাতক গাড়িটির ঠিকানা আরসালান এন্টারপ্রাইজ প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯১ পার্ক স্ট্রিট, গ্রাউন্ড ফ্লোর। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত যুবক প্রসিদ্ধ খাদ্য প্রস্তুতকারী সংস্থার মালিকের ছেলে। গতরাতে অভিযুক্ত জাগুয়ার গাড়ি নিয়ে বেপরোয়া গতিতে ধাক্কা মারে অন্য একটি গাড়িকে এবং পরে পাশের একটি পুলিশ কিয়স্কে ধাক্কা মারলে তিনজন পথচারি গুরুতর জখম হন। যাদের মধ্যে দুই বাংলাদেশি নাগরিকের হাসপাতালে মৃত্যু হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে নিহত ২ জন হলেন, কাজী মহম্মদ মইনুল আলম(৩৬) ও ফারহানা ইসলাম তানিয়া(২৮)। মইনুলের বাড়ি বাংলাদেশের ঝিনাইদহে। চাকরি করতেন গ্রামীন ফোনে। অন্যদিকে, তানিয়া ছিলেন বাংলাদেশে সিটি ব্যাঙ্কের অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে। চোখের চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এসেছিলেন মইনুল। চোখ দেখাচ্ছিলেন শঙ্কর নেত্রালয়ে। উঠেছিলেন মির্জা গালিব স্ট্রিটের ভিআইপি হোটেলে। তাদের সঙ্গে ছিলেন মইনুলের বন্ধু জিয়াদ। তিনি সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, বেপরোয়া গাতিতে এসে জাগুয়ারটি মার্সিডিজে ধাক্কা মারে। সেটি এসে পড়ে তানিয়াদের ওপরে।

পুলিস সূত্রে জানা যাচ্ছে, পিজিতে ময়নাতদন্ত হবে মইনুল ও তানিয়ার। তার পর বাংলাদেশ হাইকমিশনের মাধ্যমে পেট্রাপোল ও বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে তা যাবে ঝিনাইদহে।

দুর্ঘটনা সম্পর্কে বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার মহম্মদ বসিরউদ্দিন বলেন, নিহত দুজনে ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়েছিলেন বা ফুটপাত ধরে যাচ্ছিলেন। এইসময় একটি গাড়ি অন্য একটি গাড়িকে ধাক্কা মারলে দুই নাগরিকের মৃত্যু হয়।

চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির প্রয়াস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির জন্য ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বাগান মালিকদের বিষয়টি বিবেচনা করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। বাগান মালিকরাও বিষয়টি বিবেচনা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। তবে, ত্রিপুরার সমস্ত চা বাগান মালিক এই বিষয়ে সম্মত হবেন বলে মনে করা যাচ্ছে না। তাই, তাদেরও বিষয়টি সহানুভূতির সাথে বিবেচনার জন্য বোঝানো হবে বলে জানিয়েছেন চা উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা।সন্তোষবাবু জানিয়েছেন, সম্প্রতি চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির প্রশ্নে অন্তর্বর্তী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তাতে চা শ্রমিকদের সম্মানজনক মজুরি বৃদ্ধি করা হবে। তাঁর কথায়, চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি আপাতত ২৫ থেকে ৩০ টাকা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অবশ্য, এই সিদ্ধান্ত রাজ্যের সমস্ত চা বাগান মালিকরা সম্মত হবেন বলে মনে করা যাচ্ছে না। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় ৫৩টি চা বাগান রয়েছে। সেখানে প্রচুর চা শ্রমিক কাজ করেন। পূর্বতন সরকারের আমলে নির্বাচনের আগে চা শ্রমিকদের মজুরি বাড়িয়ে ১৭৬ টাকা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ওই সিদ্ধান্ত কার্যকর করেনি পূর্বতন সরকার। তিনি বলেন, বর্তমানে চা শ্রমিকরা দৈনিক ১০৫ টাকা মজুরি পাচ্ছেন, সাথে বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী ও থাকার জায়গা পাচ্ছেন। তবুও এত কম মজুরিতে তাদের দৈনন্দিন জীবন কাটানো খুবই কঠিন। তা নতুনভাবে বলার অপেক্ষা রাখে না। সন্তোষ সাহার মতে, সমস্ত চা বাগানের অবস্থাও ভালো নয়। ফলে, বাগান মালিকদের পক্ষেও শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই, উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি জানান, শ্রম কমিশনারের সাথে বাগান মালিকদের নিয়ে বৈঠকে অন্তর্বর্তী মজুরি বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাতে, চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ২৫-৩০ টাকা বৃদ্ধির বিষয়ে একাংশ চা বাগান মালিক সম্মতি জানিয়েছেন। সন্তোষ সাহা বলেন, এখনই সরকারিভাবে চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি সম্ভব নয়। কারণ, পূর্বতন সরকারের মজুরি বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে উত্তর ত্রিপুরা জেলার জনৈক চা বাগান মালিক ত্রিপুরা হাইকোর্টে মামলা করেছেন। ফলে, ওই মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সরকারিভাবে চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি সম্ভব হচ্ছে না। তাই, তাদের অন্তর্বর্তীকালীন সহায়তার লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, যে বাগান মালিকরা এই সিদ্ধান্ত মানতে রাজি হবেন না তাঁদেরকেও বোঝানোর চেষ্টা চলবে।

শনিবার আগরতলায় চাকমা জাতিগোষ্ঠী কালো দিবস পালন করেন। ছবি- নিজস্ব।

কমিউনিটি হল নেই, বড়জলা বিধানসভা এলাকা ধুকছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন বড়জলা বিধানসভা এলাকায় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং মিটিং করার উপযোগী কোন কমিউনিটি হল নেই। বিষয়টি বিধায়ক ড. দিলীপ দাসের নজরে এসেছে। ওই এলাকায় কমিউনিটি হল এবং ডিসিএম অফিস তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় জমির সংস্থান করতে এবং প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে বিধায়ক শ্রী দাস রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বড়জলা বিধানসভা এলাকায় কমিউনিটি হল এবং ডিসিএম অফিস গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এজন্য প্রয়োজনীয় জমির সংস্থান করতে এলাকার বিধায়ক ড. দিলীপ দাস তহশিলদার সহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে জমি পরিদর্শন করতে যান। পরিদর্শনকালে বিধায়ক ড. দিলীপ দাস জানান, বড়জলা বিধানসভা এলাকায় মিটিং কিংবা কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার জন্য একটি কমিউনিটি হলও নেই। স্কুলঘরে এইসব কর্মসূচি করতে হচ্ছে। সেই কারণেই এলাকায় কমিউনিটি হল গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও জানান, বড়জলা বিধানসভা এলাকার বেশিরভাগ অংশ পুরনিগমের আওতায় চলে আসলেও অনেককেই প্রশাসনিক কাজের জন্য মোহনপুর ব্লকে যেতে হচ্ছে। তাতে তাদের সমস্যা হচ্ছে। সে কারণেই বড়জলায় একটি ডিসিএম অফিস গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এসব বিষয়ে বিধায়ক শ্রী দাস মুখ্যমন্ত্রী ও এলাকার সাংসদের সঙ্গে কথা বলেছেন। পরিদর্শনকালে বিধায়ক শ্রী দাস বলেন, বড়জলা বিধানসভা এলাকায় একটি ফাইভ স্টার হোটেল তৈরির জন্য ২০০৮ সালে বেসরকারি উদ্যোগী উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। সেটি এখনও সম্পন্ন হয়নি। এটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পরে রয়েছে। জমি নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে।

সরকারি খাস জমি দখল করেই ফাইভ স্টার হোটেলটি নির্মাণের চেষ্টা করা হয়েছিল। সে কারণেই নাকি নির্মাণ কাজ স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। অবিলম্বে সেখানে ফাইভ স্টার হোটেল তৈরি করার জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলে জানান। বিধায়ক বলেন, বহির্রাজ্য ও বহির্ররাষ্ট্র থেকে আসা পর্যটকদের থাকার জন্য এ ধরনের হোটেল খুবই প্রয়োজন। স্বাভাবিক ভাবেই এখানে ফাইভ স্টার হোটেল তৈরি হলে পর্যটন ক্ষেত্রেও বিকাশ ঘটবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

এদিকে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বড়জলায় কমিউনিটি হল ও ডিসিএম অফিস গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন বলে সফরকালে জানিয়েছেন বিধায়ক ড. দিলীপ দাস।

বিকল্প বাইপাস সড়কটি মরণফাঁদে পরিণত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট ।। খয়েরপুর থেকে আমতলি বিকল্প বাইপাস সড়কটি দীর্ঘদিন ধরেই মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যানবাহন নিয়ে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন চালকরা। প্রতিনিয়তই দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। দীর্ঘদিন ধরে এই অবস্থা চলতে থাকলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর বিকল্প বাইপাস সড়কটির সংস্কারের জন্য তেমন কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না। তাতে যানবাহনের চালক এবং ওই রাস্তায় চলাচলকারী সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ক্রমশ পুঞ্জিভূত হচ্ছে। যে কোন সময় ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে। রাজধানী আগরতলা শহরে যানজট এড়াতে পণ্যবাহী যানবাহন চলাচলের জন্য খয়েরপুর থেকে আমতলি একটি বিকল্প বাইপাস রোড তৈরি করা হয়েছিল। এর ফলে পণ্যবাহী যানবাহন সরাসরি আগরতলা শহরে প্রবেশ না করে বাইপাস ধরে শহরে প্রবেশ করছে। তাতে যানজট সমস্যা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। বিগত সরকারের এই পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। কেন্দ্রীয় সরকার এই বাইপাস সড়কটি নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ সহ সব ধরনের সহযোগিতা করেছে। কিন্তু বাইপাস সড়কটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। স্বাভাবিক কারণেই বাইপাস সড়কটি মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। রাস্তার বিভিন্ন স্থানে বড় বড় গর্ত এবং খাঁদ খন্দ তৈরি হয়েছে। এর ফলে যানবাহন চলাচল খুবই কষ্টকর হয়ে উঠেছে। গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কপথে শুধুমাত্র পণ্যবাহী যানবাহনই চলাচল করে না যাত্রীবাহী যানবাহনও চলাচল করছে। এই সড়কপথটি দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা গোমতী জেলা ও সিপাহীজলা জেলার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। অথচ এই সড়ক পথটির সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। স্থানীয় জনগণও পথ চলাচল করতে গিয়ে প্রতিদিন দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন। প্রাণহানি কিংবা দুর্ঘটনার কবলে পড়ে অঙ্গহানির ঘটনা প্রায়ই ঘটে চলেছে। অবিলম্বে খয়েরপুর -আমতলি বাইপাস সড়কটি সংস্কারের জন্য জোড়ালো দাবি উঠেছে। অন্যথায় স্থানীয় জনগণ এবং এই সড়কপথে চলাচলকারী যানবাহনের চালক ও শ্রমিকরা যে কোন

ছয়ের পাতায় দেখুন

সদর মহকুমাভিত্তিক সুকান্ত জন্মজয়ন্তী উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। সুখময় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মালঞ্চ প্রেক্ষাগৃহে গতকাল সদর মহকুমা ভিত্তিক সুকান্ত জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে কবি প্রণাম ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, ভারতরত্ন সংঘ এবং সুখময় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত কবি প্রণাম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সুখময় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস বলেন, সুকান্তকে আমরা কিশোর কবি, যৌবনের কবি, বিপ্লবী কবি হিসেবে জানি। আসলে কবিতার মাধ্যমে তিনি আমাদের জন্য, নতুন প্রজন্মের জন্য জীবন দর্শন তৈরি করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, সুকান্তের জীবন দর্শনকে পাথেয় করে নতুন প্রজন্ম প্রতিবাদী হউক, সৃজনশীল হউক। প্রধান বক্তার ভাষণে ত্রিপুরা রাজ্য সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুভাষ দেব বলেন, সুকান্ত ছিলেন সংগ্রামী চেতনার কবি, ক্ষুধা এবং দারিদ্রের বিরুদ্ধে ছিলো তাঁর মূল সংগ্রাম। তিনি কলমের মাধ্যমে সংগ্রাম করেছিলেন, মেহনতি মানুষের জন্য, খেটে খাওয়া মানুষের জন্য। সুকান্তকে অনুসরণ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দারিদ্রতার বিরুদ্ধে এবং দেশদ্রোহীতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে এগিয়ে থাকতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন ভারতরত্ন সংঘের সভাপতি বিজয়েস চক্রবর্তী, সম্পাদক রাজীব ঘোষ প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ রাখেন বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক অমত দেববর্মা। অনুষ্ঠানে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। ১১০ শিল্পী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

রাজ্য সরকার গুণগত শিক্ষার প্রসারের উপর গুরুত্ব দিয়েছে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। বর্তমানে প্রতিযোগিতার যুগে সবারই নজর থাকে অন্যকে টপকে যাবার। তাই নিজেকে সেভাবে তৈরি করতে হবে। আজ মোহনপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক ভবনে মোহনপুর মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন বিদ্যালয়ে জয়েন্ট বেঞ্চ এবং অন্যান্য আসবাবপত্র বিতরণ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে শিক্ষামী রতনলাল নাথ একথা বলেন। তিনি বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার গুণগত শিক্ষার প্রসারের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। রাজ্যের ছেলে-মেয়েরা যাতে যেকোন পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হতে পারে সেই লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করে চলেছে। উল্লেখ্য, বিদ্যালয়গুলিতে এ সমস্ত আসবাবপত্র সরবরাহে আর্থিক সহায়তা করেছে ও এন জি সি, ত্রিপুরা অ্যাসেট।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে ও এন জি সি'র ত্রিপুরা অ্যাসেট-এর ম্যানেজার ওম প্রকাশ সিং বলেন, শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি এগিয়ে যেতে পারেনা।

তিনি বলেন, ও এন জি সি সব সময়ই ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে ছিল, থাকবেও। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন মোহনপুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মতিলাল দাস, মহকুমা শাসক প্রসূন দে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী নিতাই দে।

স্বাগত ভাষণ দেন বিদ্যালয় পরিদর্শক সুদীপ সরকার। অনুষ্ঠানে মোহনপুর মহকুমার ৩৬টি বিদ্যালয়ের জন্য ১৪৩০টি জয়েন্ট বেঞ্চ, ৪৫টি চেয়ার, ৪০টি টেবিল বিতরণ করা হয়। এছাড়া ও এন জি সি ৬টি বিদ্যালয়ে সাইকেল স্ট্যাণ্ড এবং ২টি বিদ্যালয়ে ৩টি করে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করতে আর্থিক সহায়তা করবে।

ধর্মনগর সরকারী মহাবিদ্যালয়ে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। ধর্মনগর সরকারী মহাবিদ্যালয়ের এন এস এস ইউনিটের উদ্যোগে গতকাল মহাবিদ্যালয়ের কলা বিভাগে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরে ৬ জন ছাত্রী ও ১৮ জন ছাত্র সহ মোট ২৪ জন ছাত্রছাত্রী স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর এবং ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর সহযোগিতায় এই রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জলন করে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধ সেন। উদ্বোধকের ভাষণে উপাধ্যক্ষ বলেন, এই ধরণের রক্তদান শিবিরের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব রয়েছে। তিনি বলেন, রক্তের কোন বিকল্প হয়না, রক্তদান মহৎ দান। রক্তদানের মাধ্যমে মুমূর্ষু মানুষের জীবন রক্ষা পায়। মুমূর্ষু মানুষের জীবন রক্ষায় রক্তের চাহিদা পূরণে ছাত্র-ছাত্রীদের এগিয়ে আনার জন্য উপাধ্যক্ষ আহ্বান রাখেন। অনুষ্ঠানে ধর্মনগর সরকারী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. দিলীপ সরকার রক্তদানের মাধ্যমে মুমূর্ষু রোগীর জীবন বাঁচানোর মত মহান কাজে ছাত্র-ছাত্রীদের সব সময় এগিয়ে আসার পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানে ডা: অশোক দেব রক্তদান সম্পর্কিত বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের অবহিত করেন। স্বাগত ভাষণে ধর্মনগর সরকারী মহাবিদ্যালয়ের এন এস এস ইউনিটের প্রোগ্রাম অফিসার চন্দনময় পাল বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সেবামূলক মানসিকতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এন এস এস ইউনিট রক্তদানের মতো বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে চলেছে। শিবিরে মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

জিরানীয়ায় সাংস্কৃতিক কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে জিরানীয়া মহকুমার রাণীরবাজারস্থিত সুকান্ত একাডেমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে সম্পতি সাতদিনব্যাপী এক সাংস্কৃতিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালায় বিদ্যালয়ের ৫৪ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। কর্মশালায় কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের রচনার উপর নাচ, গান ও আবত্তির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ১৪ আগস্ট রাণীরবাজারস্থিত গীতাঞ্জলি হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কর্মশালায় প্রশিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাণীরবাজার পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন শঙ্কর সাহা, জিরানীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত, সুকান্ত একাডেমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সর্বানী দাস, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সদস্য মনোরঞ্জন দেবনাথ প্রমুখ। উল্লেখ্য, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের জিরানীয়া মহকুমার কার্যালয়ের লোকশিল্পীরা এই কর্মশালায় প্রশিক্ষণ দেন।

২৬ আগস্ট কাঞ্চনপুরে শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। আগামী ২৬ আগস্ট কাঞ্চনপুর মহকুমার সুভাষনগরে গড়ে তোলা নতুন শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হবে। এই কেন্দ্রের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমী বিপ্লব কুমার দেব। উদ্বোধন উপলক্ষে আজ শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সংলগ স্থানে অনুষ্ঠিত হয় প্রস্তুতি বৈঠক। ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা এস সি দাস, কাঞ্চনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বীক্রমজিৎ শুক্লদাস, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে টি আই ডি সি চেয়ারম্যান টিংকু রায় এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে সুন্দর ও সফল করে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

মার্ক ফেডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। স্টেট কো অপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন অফ ত্রিপুরা লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস। ৭ সদস্যক কমিটি গঠন করা হয়। শনিবরা এক সাংবাদিক সম্মেলনে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক মার্কফেডের চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা করেন। তিনি বলেন মার্কফেড একটি লাভজনক সংস্থা। এখানে কর্মসংস্থানেরও সুযোগ রয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস বলেন, তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের চেষ্টা করবেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠন করার যে স্বপ্ন দেখছেন যে স্বপ্ন পূরণে মার্কফেড অগ্রণী ভূমিকা পালনে বদ্ধপরিকর বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

পূর্ব গকুলনগরে প্রশাসনিক শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিশালগড় ব্লকের পূর্ব গকুলনগর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে গতকাল প্রশাসনিক শিবির ও জনশুনানি সভা অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক সি কে জমাতিয়া, বিশালগড় মহকুমার মহকুমা শাসক জয়ন্ত ভট্টাচার্য, সিপাহীজলা জেলার সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শুভাশিষ দাস, সিপাহীজলা জেলার জেলা পঞ্চায়েত আধিকারিক শঙ্কর চক্রবর্তী, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুবীর চৌধুরী, বিশালগড় ব্লকের বি ডি ও বৈজয়ন্ত সরকার সহ তথ্য ও সংস্কৃতি, বিদ্যুৎ, পূর্ত, স্বাস্থ্য, কৃষি, উদ্যান, মৎস্য, পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান সহ বিভিন্ন দপ্তরের জেলাস্তরের আধিকারিকগণ। প্রশাসনিক শিবিরের জনশুনানি সভাতে সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক সি কে জমাতিয়া জানান, পূর্ব গকুলনগর গ্রাম পঞ্চায়েতকে মডেল গ্রাম পঞ্চায়েত হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মোট ১০টি বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া এই গ্রাম পঞ্চায়েতকে কেন্দ্র করে ইকো টুরিজম গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জেলাশাসক সি কে জমাতিয়ার নেতত্বে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন এবং এলাকার মানুষের বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধার বিষয়ে অবহিত হন। প্রশাসনিক শিবিরে স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ১০০ জনকে চিকিৎসা করে ঔষধপত্র দেওয়া হয়। মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ১৫টি বিবাহ নিবন্ধনকরণ এবং ১৫টি পি আর টি সি'র আবেদন পত্র গ্রহণ করা হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।